ধর্ম্ম-বল (বা বিজয়িনী)

পঞ্চাঙ্ক নাটক—

চরিত্র-স্রষ্টা ও ভাষা-শিল্পী :—

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

দৃশ্য-পরিকল্পনাকারী :—

শ্রীবসন্তকুমার মাহাতা

সুলভ কলিকাতা লাইব্রেরী

১০৪, অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

মূল্য—২৲ টাকা

উৎসর্গ পত্র

যাত্রাদলে অভিনীত যাঁহার নাট্য-গ্রন্থগুলি শিক্ষিত অশিক্ষিত
নির্ব্বিশেষে সর্ব্ব-সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ
সেই পরম শ্রদ্ধাস্পদ নাট্যকার ৺ভোলানাথ
কাব্যশাস্ত্রীর পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে
আমাদের এই প্রথম নাট্যগ্রন্থখানি
উৎসর্গীকৃত হইল।

গ্রন্থকারদ্বয়।

চরিত্র পরিচয়

পুরুষ

সনাতন	ছদ্মবেশী ধর্ম্ম
বনমালী	ছদ্মবেশী নারায়ণ
রত্নবাহু	গান্ধার-রাজ
শিবায়ন	ঐ ভ্রাতুষ্পুত্র
উপাসন	ঐ পুত্র
বিরাধন	ঐ মন্ত্রী
বিশঙ্ক	ঐ সেনাপতি
দীপ্তায়ুধ	ঐ সৈন্যাধ্যক্ষ
বিষদ	ঐ পার্শ্বচর
সুব্রত	ঐ পরিচারক
বিনায়ক	গান্ধারের ভূতপূর্ব্ব রাজার বন্ধু ও অমাত্য
দাণ্ডিক	শবর-রাজ
বিরাঙ	ঐ রণসর্দ্দার
দামোদর	কাঠুরিয়া
ভুণ্ডুল	ঐ পুত্র
ছন্দক ও ভৈরব	কারারক্ষিদ্বয়

জনৈক পথিক, সভাসদগণ, প্রহরীগণ, সৈন্যগণ, শবরগণ, কাঠুরিয়া বালকগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী

সত্যবতী	গান্ধার মহিষী
তরলা	ঐ পরিচারিকা
সুজাতা	বিরাধনের কন্যা
শ্যামলী	দাণ্ডিক-পালিত আর্য্য কন্যা
মুরলা	দামোদরের স্ত্রী

নর্ত্তকীগণ, নাগরিকাগণ ইত্যাদি।

ধর্ম্ম বল

বা

(বিজয়িনী)

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

শবর-পল্লী। বিনায়কের কুটির প্রাঙ্গণ

(শিবায়ন ও বিনায়ক কথা কহিতে কহিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন)

শিবায়ন। (সাশ্চর্য্যে) পিতা নহ তুমি মোর ?

বিনায়ক। না বৎস ! পিতৃ-বন্ধু আমি তব।
পুত্রস্নেহে এতদিন পালিয়াছি তোমা,
শিখায়েছি সর্ব্ব-বিদ্যা সাধ্যমত মোর।

শিবায়ন। অদ্ভুত এ-বাক্য তব না হয় প্রত্যয়।
পিতা নহ তুমি মোর ?
অগ্নি নহে—আলোকের উৎপত্তির স্থল ?
সূর্য্য নহে—স্রষ্টা দিবসের ?
মাতার-মমতা দিয়ে
পালিয়াছ—অসহায় শৈশবে-আমার,
পিতার শুভেচ্ছা দিয়ে—
রক্ষিয়াছ জীবনের বিপজ্জাল হ'তে,
গুরু-রূপে দেছ শিক্ষা ;—
তোমার কৃপায়,

সর্ব্ব-বিদ্যা—আজি হেরি আয়ত্তে আমার।
সত্যকথা…নহ তুমি পিতা শুধু মোর…
পিতা, মাতা, গুরু,
সব-কিছু একাধারে তুমি যে-আমার।

বিনায়ক। কৃতজ্ঞ-অন্তর তব,
দানিয়াছে মোরে সেই মহৎ-সম্মান।
কিন্তু পুত্র!
জন্ম তব—আমা হ'তে উচ্চতর-কুলে।
প্রয়োজন এতদিন হয় নাই বলি'
কহি নাই তোমা—
পবিত্র সে জন্ম-কথা তব।

শিবায়ন। আজি কি গো—হ'ল' প্রয়োজন,
ভেঙে দিতে চিরতরে পঞ্জরাস্থি মোর,
টলাইতে আবাল্যের অটল বিশ্বাস?
না, না,—পিতা!
ক্ষমা কর' মোরে,…
হউক পবিত্র,—তথাপি না—চাই আমি—
শুনিতে সে জন্ম-ইতিহাস।
সত্যই যদ্যপি তুমি,
নাহি হও জন্মদাতা মোর,
কিবা ক্ষতি তাহে?
আমি জানি,
পিতা মোর সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ
কুটীর-নিবাসী সুধী—প্রাজ্ঞ বিনায়ক।

বিনায়ক। না, না, বৎস ? রাজ-বংশে জন্ম তব ;
পিতা তব—
গান্ধারের অধিশ্বর—রাজা বজ্রবাহু ?

শিবায়ন। (সাশ্চর্য্যে) পিতা মম—
গান্ধারের অধীশ্বর—রাজা বজ্রবাহু ?

বিনায়ক। হঁ্যা বৎস !
পিতা তব রাজা বজ্রবাহু ।
আমি লভেছিনু তাঁ'র—
অকৃত্রিম-বন্ধুত্বের মহৎ গৌরব ।
কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার,
একদিন নৌকাযোগে তীর্থ যাত্রাকালে,
কূটচক্রী দুরাচার মন্ত্রীর কৌশলে,
সহযাত্রী সৈন্যদল,
সহসা বিদ্রোহী হয়ে'—
আক্রমিল নদী-বক্ষে রাজার তরণী ।
একে অন্ধকারময়ী ঘোর-অমানিশা,
ঝঞ্ঝা-ক্ষুব্ধ তাহে সেই ভীষণা তটিণী,
তরঙ্গের বাহু মেলি' প্রলয়-উল্লাসে
নেচে চলে—ছিন্নমস্তা উন্মাদিনী পারা,
হেনকালে আক্রমণ—
অতর্কিতে শস্ত্রপানি সহস্র-সৈন্যের !
অসহায় আর্ত্তনাদে উঠিল জাগিয়া—
নৌকাবাসী তীর্থযাত্রীদল ।
কিন্তু নাহি ছিল কিছু—উপায় তখন

আত্মরক্ষা অসম্ভব।
নিরুপায় মাতাপিতা তব—
পুত্র-কন্যা সহ মুহূর্ত্তেই লভিলেন—
অতল সলিল-তলে—অনন্ত বিশ্রাম।

শিবায়ন। বল', বল' পিতা! কি ঘটিল অতঃপর?
কোথা ছিনু আমি?
তুমিই-বা ছিলে কোথা—
সেই ঘোর সঙ্কটের কালে?

বিনায়ক। চির-পার্শ্বচর,
নৃপতির পার্শ্বে ছিনু আমি।
পঞ্চমবর্ষীয় শিশু,—
ছিলে তুমি অচেতন—সুষুপ্তির কোলে।

শিবায়ন। তারপর?

বিনায়ক। তারপর রাজবংশ রক্ষাহেতু,
বাঁচাইতে অন্নদাতা বান্ধবের—
একমাত্র স্নেহের দুলালে,
উপেক্ষিয়া আপনার পুত্র কন্যাগণে,
তোমারে লইয়া বক্ষে, দুর্ব্বার সাহসে,
ঝাঁপ দিনু আমি সেই—
গর্জ্জমান তরঙ্গের ধ্বংস-আন্দোলনে।
বহুকষ্টে করি' সন্তরণ,
মূর্চ্ছাতুর-তোমা ল'য়ে পরদিন প্রাতে,
উতরিনু কোন্ এক অজানিত দেশে।
সেই হ'তে যাত্রা হ'ল সুরু;—

পিতা-পুত্রে পরিচয়ে দোঁহে,—
দেশ হতে দেশান্তরে ভ্রমি' দীর্ঘদিন,
অবশেষে উপনীত—শবর পল্লীতে।

শিবায়ন। পিতা! পিতা!—
কোন্ এক মায়াময় রহস্য-পুরীর—
বন্ধ দ্বার খুলে দিলে নয়নে আমার!
রাজ-বংশে জন্ম মোর?
মাতা-পিতা, ভ্রাতা ভগ্নী, আত্মীয় স্বজন,
অসহায় দেছে প্রাণ—
দুরাচার মন্ত্রীর কৌশলে?

বিনায়ক। শুধু তাই নয়, মহারাজ গত হ'লে,
খুল্লতাত তব—মহাপ্রাণ রত্নবাহু,
আরোহিয়া রাজ সিংহাসনে,
পালিয়েছেন প্রজাবর্গে—সন্তানের মত,
মন্ত্রীর কামনা-পথে শেষ কাঁটা-তিনি।
তাই বৎস! ধূর্ত্ত বিরাধন,
বিস্তারিয়া কৌশলের জাল,
সতত করিছে চেষ্টা, হত্যা করি' তারে,
বসিবারে নিজে সেই পবিত্র আসনে।

শিবায়ন। (সক্রোধে) এত স্পর্দ্ধা তা'র?
এত আশা-বুকে তার বাঁধিয়াছে বাসা?
পিতৃ পুরুষের মোর—জলপিণ্ড করি লোপ,
নিষ্কণ্টকে আরোহিয়া রাজ-সিংহাসনে,
নিশ্চিন্ত আরামে বসি' ঐশ্বর্য্যের কোলে;

অনায়াসে করিবে সে—রাজ্য সুখভোগ ?
পিতা ! পিতা !! পিতা—

বিনায়ক। জাগ' জাগ' জাগ' পুত্র !
জেগে ওঠ—রে নিদ্রিত-শার্দ্দূল-শাবক !
গম্ভীর গর্জ্জনে তব
শৈলে শৈলে তুলি' প্রতিধ্বনি,
প্রকম্পিত করি' এই স্তব্ধ-অরণ্যানী,
ক্ষেপে ওঠ—প্রলয়ের মহেশ্বর সম ;—
প্রলয় তাণ্ডবে তব,
ছিঁড়ে যাক্—সৃষ্টির শৃঙ্খলা ,
মহাশূন্যে উঠুক বাজিয়া—
কক্ষচ্যুত গ্রহে গ্রহে—সংঘর্ষের জীমুত-ঝঞ্ঝনা !
কোন চিন্তা নাই।
অনার্য্য শবরপতি বীরেন্দ্র দাম্ভিক,
পাদস্পর্শ করি মোর—ক'রেছে প্রতিজ্ঞা,—
প্রাণী-মাত্র যতদিন রহিবে জীবিত—
বীর-প্রসু শবর-পল্লীতে, ততদিন,
সৈন্যাভাব নাহি হবে—প্রতিহিংসা নিতে।

শিবায়ন। প্রতিহিংসা···প্রতিহিংসা···প্রতিহিংসা···
পিতা—পিতা ! কর' আয়োজন,
প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিব আমার।
মোর মাতা-পিতা সহ পুত্র-কন্যা তব,
করিয়াছে হত্যা—যেই নীচাত্মা-পামর,
বিদরিয়া বক্ষ তা'র,

তপ্তরক্তে পূর্ণ করি' অঞ্জলি আমার,
তর্পণ করিব আমি—উদ্দেশ্যে তাঁ'দের!
ভল্লমুখে বিদ্ধ করি' ছিন্ন-মুণ্ড তার,
শ্রীপদে তোমার,
এনে দিব—জীবনের শ্রেষ্ঠ উপহার। [বেগে চলিয়া গেলেন।

বিনায়ক। বিরাধন! দেবতার মত উদার মহারাজাকে—তুমি প্রভুত্বের প্রলোভনে হত্যা ক'রেছ, বিনাদোষে তুমি, আমাকে নির্ব্বংশ ক'রেছ! কিন্তু এইবার তুমি—তা'র প্রায়শ্চিত্তের জন্য প্রস্তুত হও—শয়তান।

[চলিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গান্ধারের প্রমোদ-ভবন

(নর্ত্তকীগণের সহিত—বিষদ, সুরা পান করিতে ছিলেন)

বিষদ। চালাও···চালাও···হরদম চালাও···এন্তার চালাও। নাচ' গাও—আর মদ খাও। দুনিয়ার দুঃখ-ব'লে কিছু থাক্‌বে না বাবা! শুধু সুখ, আর শুধু স্ফূর্ত্তি। চালাও। সুখের পায়রা ওড়াও। স্ফূর্ত্তির ফোয়ারা ছোটাও। (মদ্য পান করিলেন)

নর্ত্তকীগণ। (নৃত্য সহ গীত)

তুমি মধুকর কমল-বনে।
ফুলে ফুলে পিয়ে মধু, তুমি ওগো ফির শুধু,
নিতি নিতি নব গুঞ্জরণে॥
তুমি নিঠুর চপল অতি,
নিতুই নূতন পথের পথী,
বাঁধিতে তোমারে বল কে-গো পারে
মৃণাল-বাহুর আলিঙ্গনে॥

বিষদ। বাহবা—বাহবা—বাহবা-রে আমার বুলবুলির ঝাঁক! একেবারে ঠিক চিনে ফেলেছে,—এঁ্যা! বহুত আচ্ছা! জিতা-রহো সোণার—চাঁদেরা! হ্যাঁ, দেখ, মহারাজা যে—কখন আসবেন, তা'র তো আর ঠিক নেই। তোমরা ততক্ষণ এক কাজ কর' দিকি। এই আমি এখানে হেলান দিয়ে—হাঁ-করে' বসি, আর তোমরা—এক-এক জনে, এক এক-কলি সুললিত গান ধ'রে নাচের তালে, দেহটি দুলিয়ে, মুচ্‌কে হেসে, নয়না হেনে, এক-এক পাত্তর মদ—আমার গালে ঢেলে দাও দিকি।

(রাজার জন্য-নির্দ্দিষ্ট আসনটিতেই—উপবেশন করিলেন)

১মা নর্ত্তকী। (মদ্য লইয়া সুরে ও নৃত্যে)

পিও বঁধু পিও, এ সুরা অমিয়
বোয়াল মাছের মত হাঁ ক'রে।:

[বিষদের গালে মদ ঢালিয়া দিল]

২য়া নর্ত্তকী। (মদ্য লইয়া সুরে ও নৃত্যে)

ধর' সখা ধর' গুণের নাগর,
তোমার উদর জালাটি ভ'রে।

[বিষদের গালে মদ ঢালিয়া দিল]

বিষদ। বাঃ! বাঃ! বেশ! বেশ! এমন না-হ'লে' আর চাকৃরী! বেড়ে আছি—কিন্তু বাবা! কোনো ভাবনা নেই, চিন্তে নেই,… দিন রাত শুধু মদ খাও, আর মেয়েমানুষের গান শোন'। ঘুঙুরের আওয়াজে ঘুম থেকে ওঠ; উঠেই সোনামুখীদের চাঁদমুখ দেখ; মদের কুলকুচি করে' মুখ ধোও; ক্ষিদে পায় টুকটুকে ঠোঁটে—চুমু খাও; তারপর সুরের আমেজে বুঁদ-হ'য়ে আবার ঘুমিয়ে পড়'। বাঃ! বাঃ এমন না-হ'লে আর চাকৃরী!

(সহসা বিরাধন সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল)

বিরাধন। কিন্তু এমন চাকরীটাও-বুঝি, তোমার আর থাকে-না বিষদ।

বিশদ। (শশব্যস্তে উঠিয়া) আজ্ঞে—আজ্ঞে! আপনি…এখানে এমন সময়ে

বিরাধন। তুমিই আসতে বাধ্য-ক'রেছ বিষদ।

বিষদ। আজ্ঞে, আমি?

বিরাধন। হ্যাঁ, তুমি।

বিষদ। আজ্ঞে, আমার অপরাধ? (অতি বিনয়ের সহিত কথা কয়টি উচ্চারিত হইল।)

বিরাধন। অতি গুরুতর। (নর্ত্তকিগণকে—চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিলেন) তাহারা তৎক্ষণাৎ—সে স্থান ত্যাগ করিল।) তোমাকে এমন সুখের চাকরীটা—কে দিয়েছিল বিষদ?

বিষদ। আজ্ঞে, আপনারই অনুগ্রহ।

বিরাধন। কিন্তু কেন?

বিষদ। আপনি আমাকে—যথেষ্ট দয়া করেন ব'লে।

বিরাধন। না বিষদ, সে জন্যে নয়। আমার ধারণা ছিল যে, তুমি

একজন কাজের লোক; তাই তোমাকে—আমি এ-চাকরী দিয়েছিলুম। কিন্তু এখন দেখছি, অপদার্থতায়—তোমার জোড়া নেই।

বিষদ। (লজ্জায় মাথা নত করিয়া নীরব রহিলেন।)

বিরাধন। মনে পড়ে বিষদ, কি সর্ত্তে তুমি এখানে চাকরী পেয়েছিলে?

বিষদ। পড়ে।—একমাসের মধ্যে মহারাজকে, আমি মদ ধরাব,'—এই সর্ত্তে।

বিরাধন। তোমার পাঁজিতে—কতদিনে এক মাস হয়—বিষদ?

বিষদ। আজ্ঞে চেষ্টার ক্রটী করিনি আমি। কিন্তু আমার এ-কাজের মস্ত বড় অন্তরায়—সনাতন। অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে, যখনই আমি মহারাজকে রাজী করি, তখনই সে-এসে এক-একটা বাধার—সৃষ্টি করে যে, এক বিন্দুও আর—মহারাজের জিবে ঠেকাতে পারি না।

বিরাধন। না,- পারাটা তোমার কৃতিত্বের পরিচয় নয় বিষদ। শোন', আর এক সপ্তাহ তোমার সময় রইল। এর মধ্যে—তুমি তোমার কথামত কাজ করতে পার,—ভালই। আর তা' না হ'লে, উদারায়ের জন্যে—তোমায় অন্যত্র চেষ্টা দেখতে হবে।

[চলিয়া গেলেন।

বিষদ। তাই তো! এ যে মহা-মুস্কিলে পড়া গেল' দেখছি। ভোর না-হ'তেই—সন্ধ্যে! তাই-তো! এ যে বড়ই ভাবিয়ে তুল্‌লে দেখছি। কিন্তু আমি এখন করি কি? বলতে কি, মহারাজ আমাদের খুবই ভাল-মানুষ। যে যা' বলে, তাতেই তিনি তথাস্তু'। যে রকম লেগে আছি, তা'তে হয়ত তিনি—এতদিনে আমারই মত একজন "পাঁড় মাতাল" হ'য়ে উঠতেন; কিন্তু সব মাটী হ'তে ব'সেছে—একমাত্র ঐ ব্যাটা সনাতনের জন্যে!

[মহারাজ রত্নবাহু প্রবেশ করিলেন]

রত্নবাহু। কি বিষদ! প্রমোদ কক্ষ আজ নিস্তব্ধ যে! তোমাকে এমন নিরানন্দ দেখাচ্ছে কেন হে?

বিষদ। আজ্ঞে, আনন্দ জিনিষটা—রাজা-রাজড়াদেরই সম্পত্তি; ওতে গরীবদের—কোনো-অধিকার নেই মহারাজ।

রত্নবাহু। ভুল ব'লছ বিষদ। ঐশ্বর্য্য আর ক্ষমতার বলে—আর যা'-ই পাওয়া যা'ক, আনন্দ পাওয়া যায়-না। তা' যদি যেত'—তা হ'লে আমার জীবনটা এমন মুস্‌ড়ে যেত' না। তীর্থ পর্য্যটনে বার হ'য়ে, দাদা যেদিন— বিশ্বাসঘাতক সৈন্যদের হাতে প্রাণ দিলেন, সেদিন থেকেই—আমার জীবনের সমস্ত সুখ, সমস্ত আনন্দ, যেন ভোজবাজীর মত' চিরদিনের জন্যে উবে গেল'। দাদা মারা যাবেন, আর আমি এ-রাজ্যের রাজা হব',-এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি বিষদ। কিন্তু তবু এ-রাজ্য আমার হাতে এল'। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আরো কি এল'—জান? এল'—জীবনজোড়া অশান্তি, আর নিদারুণ দুর্ভাবনা। ব'লতে পার' বিষদ! কি-করলে এই অশান্তি আর দুর্ভাবনার হাত থেকে একটু নিষ্কৃতি পাওয়া যায়? ব'লতে পার' বন্ধু! কি—ক'রলে এই নিরানন্দ জীবনে পূর্ব্বের মত—সেই তেমনি-ধারা একটুখানি আনন্দ মেলে?

বিষদ। আজ্ঞে, তা আর পারি-না মহারাজ! খুব পারি। এই দেখুন, আমাদের জীবন...এতে আপনার মত অশান্তি আর দুর্ভাবনা তো আছেই, তা'র ওপর আরো আছে—অভাবের তাড়না, দারিদ্র্যের কশাঘাত, অক্ষমতার দীর্ঘশ্বাস। কিন্তু তবু, আমাদের জীবন; আপনার মত মুস্‌ড়ে যায়-নি মহারাজ। ভগবান যত আঘাতই করুণ-না কেন, আনন্দ—আমাদের মুঠোর মধ্যে।

রত্নবাহু। কি ব'লছ তুমি বিষদ ? তা' কি কখনো সম্ভব ?

বিষদ। কেন সম্ভব নয় মহারাজ ? রোগমাত্রেরই ওষুধ আছে ;—তা' সে দেহের—রোগই হোক, আর মনের—রোগই হোক। বিশ্বাস না-হয় ওষুধটা একবার সেবন ক'রেই দেখুন-না মহারাজ।

রত্নবাহু। কি—সে ওষুধ বিষদ ?

বিষদ। আজ্ঞে, সুধা।

রত্নবাহু। (সাশ্চর্য্যে) সুধা !

বিষদ। আজ্ঞে, স্বর্গের সুধার, মর্ত্ত্যে 'ধ' বদলে—'র' হ'য়ে গেছে।

রত্নবাহু। বল'-কি বিষদ, আনন্দের জন্যে—শেষে সুরা-পান ক'রব ?

বিষদ। আজ্ঞে, "ঔষধার্থে সুরাপান"—আয়ুর্ব্বেদের ব্যবস্থা। তা' ছাড়া আপনাদের মত রাজ-রাজড়াদের জন্যেই—ওর সৃষ্টি। আমি-তো এমন রাজা কোথাও দেখিনি মহারাজ ! যিনি সুরা—আর নারীর কদর না-করেন। অশান্তি আর দুর্ভাবনা দূর ক'রবার—অমন ওষুধ, পৃথিবীতে আর নেই।

রত্নবাহু। তা' হয়ত হ'তে পারে। কিন্তু-কাজটা কি খুব নিন্দনীয় নয় বিষদ ?

বিষদ। আজ্ঞে, সে—ঐ ছোটলোকদের বেলা ; আপনার বেলা নয়। মদ খেয়ে—ওরা থানায় পড়ে, স্ত্রীর কাছে গিয়ে বীর-রস ভাঁজে। আপনি-ত আর তা-ক'রবেন না ! আপনি 'ঢুক' করে—একটু খেয়ে, পালকের বিছানায়, কিংখাপের-তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে, শুধু সুন্দরী-নর্ত্তকিদের একটু গান শুনবেন। এতে আর এমন কি-দোষ মহারাজ ?

রত্নবাহু। না, কিছু না। তুমি ঠিক বলেছ বিষদ। ভ্রাতৃশোকে জর্জ্জরিত-এই নিরানন্দ জীবনে—যদি একটু আনন্দ পাওয়া যায়, তবে দোষ-কি সুরাপানে ?

বিষদ। আজ্ঞে, কোনো দোষ নেই। নর্ত্তকিদেরও—অমনি ডাকব নাকি মহারাজ?

রত্নবাহু। ডাক'।

বিষদ। যে আজ্ঞে। (মনে মনে) যেমন ওষুধ, তা'র অনুপানটাও ঠিক তেমনি হওয়া চাই ত। (প্রকাশ্যে নর্ত্তকিগণের উদ্দেশ্যে) কোথায় গো—আমার রঙীন-প্রজাপতির ঝাঁক, এই সোনালী রোদে—পাখা মেলে, একবার উড়ে এস দিকি।

(গীতকণ্ঠে নর্ত্তকিগণের প্রবেশ)

নর্ত্তকিগণ। (নৃত্যসহ গীত)

মোরা ঝরা ফুল সখা, ঝরা ফুল।
কাল-সাগরের জলে ভেসে যাই,—
কোথা' কূল আমাদের কোথা' কূল!
হের চাঁদেরি কিরণ হসিত-আননে,
বিজলি ঝলিছে চপল নয়নে,
ফুল্ল উরস— ফুলেরি পরশ;
হেরি পুরুষেরি প্রাণ বেয়াকুল॥
মোরা রূপ বেচি সখা, রূপার লাগিয়া,
ভালবাসি কি না, কি হ'বে জানিয়া
তুমি শুধু বঁধু, পিয়ে যাও মধু,
প্রাণে চেয়ে যেন কর' নাক ভুল॥

রত্নবাহু। বাঃ! বাঃ! বেশ—বেশ! দেখ বিষদ! তোমার নর্ত্তকিদের গানের—কি-যেন একটা প্রচ্ছন্ন-মানে আছে।

বিষদ। আজ্ঞে, সমঝ্‌দার শ্রোতারা, গানের—মানে দেখে-না. দেখে—গানের স্বর, লয়, তান, মান।

রত্নবাহু। তাই নাকি ? তা' বেশ—বেশ ! দেখ, তোমার নর্ত্তকিদের—
এই নাচ-গানে, বাস্তবিকই আমি খুব আনন্দ পেয়েছি।

বিষদ। আরো আনন্দ পাবেন মহারাজ ! যদি অনুগ্রহ ক'রে এইটুকু—

(এক পাত্র মদ্য লইয়া রত্নবাহুর সম্মুখে ধরিলেন)

রত্নবাহু। দাও !

(পাত্রটি গ্রহণ করিয়া—পান করিতে উদ্যত হইবা-মাত্র গীতকণ্ঠে সনাতন আসিয়া উপস্থিত হইলেন)

সনাতন। গীত

খেও না—খেও না—রাখ কথা
ওযে ঢল ঢল ফেনিল গরল, মরণ বাহিনী তরলতা ॥
মানুষেরে ওযে করে অমানুষ
পশুর অধম ক'রে তোলে, তবু নেশার ঘোরে থাকেনা হুঁস ;
হিতাহিত জ্ঞান-বিবেক-নাশিনী ওযে বিভীষণা-মধুরতা ॥

বিষদ। কে-হে বাপু ! তুমি আদা-ব্যাপারী, জাহাজের খবর রাখতে এসেছ ?
স্পষ্ট বলে দিচ্ছি, যদি মান চাও-ত—ভালয়-ভালয় এখান থেকে
স'রে পড়'। (রত্নবাহুর প্রতি) নিন মহারাজ ! জ্বালা জুড়োবার
অব্যর্থ ওযুধ, আনন্দের সঞ্জীবনী-সুধা—ঢুক করে' ওটুকু খেয়ে ফেলুন।

রত্নবাহু। সনাতন ! সুরাপানে যদি, এ দুঃখময় জগতে—ক্ষণকালের
জন্যেও একটু সুখ পাওয়া যায়-ত মন্দ কি ?

(হস্তস্থিত পাত্র হইতে মদ্য পান করিলেন)

সনাতন। পূর্ব্বগীতাংশ

আপাতঃ মধুর ক্ষণ-সুখ মাগি'
সারাটি জীবন জ্বলিবার তরে চির দুখ কেন লবে মাগি'
শুষ্ক নয়নে স্বেচ্ছায় কেন, বরণ করিবে সজলতা ॥ [চলিয়া গেলেন]

রত্নবাহু। সনাতন—পাগল। বিষদ! চমৎকার তোমার এই সুরার আস্বাদ।

বিষদ। আরো যতদিন যাবে মহারাজ। দেখবেন, এর আস্বাদ—মধুর-হ'তে মধুরতর হ'য়ে উঠবে।

রত্নবাহু। দাও বিষদ! আবার দাও। (বিষদের হস্ত হইতে মদ্য লইয়া পুনঃ পুনঃ পান করিতে লাগিলেন) নর্ত্তকিগণ! এস-আমার বিশ্রাম-কক্ষে—তোমাদের ক্লান্তি দূর করবে এস।

(নর্ত্তকিগণের স্কন্ধে দেহভার রাখিয়া—টলিতে টলিতে চলিয়া গেলেন)

বিষদ। বাঃ! বাঃ! ওষুধ বেশ ধ'রে গেছে দেখছি। একদিনেই এতটা? এযে আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। যাক, চাকরীটা এ-যাত্রা রক্ষে হ'য়ে গেল তা-হ'লে। কিন্তু সনাতন ব্যাটা—কি পাজি! ও ব্যাটা—ঠিক যেন ওৎ-পেতে বসেছিল আর কি! আচ্ছা বাবা! আমার নাম বিষদ, আমিও তোমায় দেখে নেব এক হাত।

[চলিয়া গেলেন।

তৃতীয় দৃশ্য

শবর-রাজ দাণ্ডিকের আবাস-গুহার সম্মুখভাগ

(বিরাঙ্‌ ও শ্যামলী—উত্তেজিত ভাবে কথা কহিতে কহিতে—উপস্থিত হইলেন)

শ্যামলী। মনে থাকে যেন বিরাঙ্‌! তুমি আমার পিতার সামান্য একজন ভৃত্য মাত্র। তোমার মুখে এরূপ দুঃসাহসিক—জঘন্য-প্রস্তাব,—তোমার অমার্জ্জনীয়-অপরাধ।

বিরাঙ্। অপরাধ করিয়ে থাকি—তু শাস্তি-দে হামারে—শ্যামলীয়া। তুহার শাস্তি, হামি—বকসিস্-বলিয়ে মাথা পাতিয়ে লেবেক। কোন্ অজানা মুলুকে, তু' ক'ার ঘর আলো করিয়ে জন্মেছিলি রে! সেখান-থেকে হামাদের রাজা, লুট করিয়ে লিয়ে আসিয়াছে তু-কে,—কেত্তো মড়ার মাথার পাহাড় ডিঙায়ে, রক্তের নদী সাঁতার দিয়ে পার হইয়ে। তারপর—তু হামাদেরই সাথে, পাহাড়ে ছুটোছুট্টি করিয়ে, বনে-জঙ্গলে—জানোয়ার মারিয়ে, মহুয়া-বনে বাঁশী-বাজিয়ে এত্তো বড়টি হইয়ে উঠেছিস। আজ তুহার রূপের-রেশ্‌নি, সারা জঙ্গল আলো করিয়ে দেছেক। তুহার লাগিয়ে—হামি সব দিতে পারেক্ শ্যামলীয়া। বল্,—বল্ তু—কি চাস্?

শ্যামলী। তোমার দান, হাত-পেতে নেবার মত' দীনতা, যেন আমার না-আসে কোনোদিন। যাও বিরাঙ্, তোমার কাছে—আমি কিছুই—চাই না।

বিরাঙ্। চা'স্ না? চা'স্ না? কুচ্ছু চা'স্ না—তু হামার কাছ্‌কে? কেন? কেন রে? কি করিয়েছে হামি তুহার? চা' শ্যামলীয়া! একবার তু—খুশী হইয়ে চা' হামার কাছ্‌কে···দে্‌খবি, দুনিয়া লুঠ-করিয়ে আনিয়ে, হামি তুহারে পায়ে—ঢালিয়ে দেবেক্, আশ্‌মান থেকে হামি, তারা উপ্‌ড়িয়ে আনিয়ে, তুহার গলায় মালা-গাঁথিয়ে দেবেক্···সমুদ্দুর সেঁচিয়ে, রঙ্-বেরঙের ঝিনুক আনিয়ে, হামি তুহার পায়ে ঘুঙুর বানিয়ে দেবেক্।

শ্যামলী। তোমার প্রলাপ-শোনবার মত' আমার অবসর নেই—বিরাঙ্। আমি চল্লুম। [প্রস্থানোদ্যতা হইলেন]

বিরাঙ। (বাহুবিস্তার পূর্ব্বক পথ রোধ করিয়া) দাঁড়া। বাঘের গর্ত্তে হাত দিয়ে, তাহার মুখ হইতে—শিকার কাড়িয়ে লিয়ে যাবেক্ যে, তু

কি মনে করিয়েছিস্ শ্যামলিয়া, তার' গায়ে—নখের-অাঁচড়টিও লাগবেক্ না ?

শ্যামলী। তার মানে ?

বিরাঙ্। কোন্ অজানা মুলুক হইতে আসিয়ে, "শিবুয়া"-যে হামার কাছ থেকে—তুহাকে ছিনিয়ে লিয়ে যাবেক, আর হামি চুপটি করিয়ে বসিয়ে,—তাই দেখ্‌বেক্,—সেটি হামি হ'তে দেবেক্-না শ্যামলীয়া—হামার জান থাকৃতে, হামি সেটি হ'তে দেবেক্ না।

শ্যামলী। তাই যদি হয়, তবে তুমি তার কি-ক'রবে বিরাঙ্ ?

বিরাঙ্। হামি অকে খুন ক'রবেক্ শ্যামলীয়া,—আমি তাকে খুন ক'রবেক। ফিন্‌কি দিয়ে যে-রক্ত ছুট্‌বেক্, অাঁজ্‌লা ভরিয়ে সেই-রক্ত লিয়ে হামি তুহার—আথ ধুইয়ে দেবেক্। শেষে—তা'র শিরটা কাটিয়ে লিয়ে তুহার আর হামার বাসর-ঘরে, সেটা হামি ঝুলিয়ে দেবেক্।

শ্যামলী। (সক্রোধে) বিরাঙ্,—বিরাঙ্—

বিরাঙ্। হাঃ-হাঃ হাঃ ! এরই মধ্যে—তুহার ডর-লাগিয়ে গেল নাকি রে ?

শ্যামলী। আমি তোমাকে সতর্ক ক'রে দিচ্ছি—বিরাঙ্ ! সংযত হ'য়ে তুমি কথা ব'লো আমার সম্মুখে।

বিরাঙ। কেন রে ? যদি হামি না ব'লে—তো তু কি-করবে' হামার ?

শ্যামলী। তোমার জিভ-কেটে নিয়ে—কুকুরকে দিয়ে খাওয়াব—আমি।

বিরাঙ। না, না,······কুত্তাকে দিয়ে খাওয়াসনি তু। জিব কাটীয়ে লিতে চাস্,—এই লে! কিন্তু তুহার-আপনার কাছকে রাখিয়ে দিস্। (কটিদেশ হইতে ছোরা খুলিয়া লইয়া—শ্যামলীর সম্মুখে ধরিয়া কহিলেন) লে তু,—এই লে—হামার ছোরা। লিতে চাস ;—লে তু—হামার জিব কাটিয়ে লে। হামি কুচ্ছু ব'ল্‌বেক্ না তুকে। তু যদি খুশী হইয়ে হাসি-মুখে লিতে পারিস, হামি আপনা-হাতে হামার

জিব কাটিয়ে তুকে দিতে পারেক্। কিন্তু তু—ভুলিয়ে যা,—শিবুয়াকে—তু ভুলিয়ে যা' শ্যামলিয়া! বল—বল্ তু হামাকে, কি পাইলি—তু ভুল্‌তে পারিস শিবুয়াকে! ময়ূর-পাখের ঘাগরা? বাঘ-ছালের অঙ্গরাখা? হাতীর হাড্ডীর মালা? বল্,—বল্, কি চাস তু? (একটু থামিয়া) আচ্ছা, ভাবিয়ে দেখ্ তু, হামি তুহারে ফুরসুত দিয়ে যাচ্ছেক।

[চলিয়া গেলেন।

শ্যামলী। মূর্খ তুমি—বিরাঙ। তাই কাঞ্চনের-অধিকারীকে, কাচের-প্রলোভন দেখিয়ে গেলে। আমার বাইরের-অভাব হয়ত' তুমি মেটাতে পার; কিন্তু আমার অন্তরের অভাব তুমি পূর্ণ ক'রবে কি দিয়ে বিরাঙ!……তোমার অন্তরে—সে অফুরন্ত ঐশ্বর্য্য-সম্ভার কই?

(শিবায়ন আসিয়া উপস্থিত হইলে)

শিবায়ন। অসময়ে—আজ তোমাকে একটু বিরক্ত ক'রতে এলুম শ্যামলি।

শ্যামলী। কে? শিবায়ন! তোমার আগমন যে, আমার জীবনে—ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ শিবায়ন! তোমার দু'টী চরণ-ধ্বনি—শোনবার জন্য যে আমার সারা দেহ-মন উৎকর্ণ হ'য়ে থাকে।

শিবায়ন। কিন্তু তোমার আঙ্গিনায়, এ চরণ-ধ্বনি বোধ হয়—আর বাজবে না শ্যামলি।

শ্যামলী। কেন শিবায়ন?

শিবায়ন। কালই—আমরা, তোমাদের শবর-পল্লী ছেড়ে চ'লে যাচ্ছি।

শ্যামলী। চ'লে যাচ্ছ? সে কি! কোথায় যাচ্ছ? কেন যাচ্ছ?

শিবায়ন। কেন-যে যাচ্ছি, সে কথা মনে হ'লে, বক্ষে জেগে-ওঠে আমার—কাল-বৈশাখীর বজ্র-ঝঞ্ঝা,—শিরার রক্তে নেচে-ওঠে আমার—মহাপ্লাবনের প্রলয়-তুফান! আমি চ'লেছি—আমি চ'লেছি শ্যামলি!

আমার চিরপরিত্যক্ত-জন্মভূমিতে—আমার পিতৃ-মাতৃ হত্যার প্রতিশোধ নিয়ে, আমার পুত্র-জন্মকে সফল ক'রতে।

শ্যামলী। আমি তোমার কথা, ঠিক বুঝতে পারছি-না শিবায়ন! তুমি যাচ্ছ—তোমার পিতৃ-মাতৃ হত্যার প্রতিশোধ নিতে? কিন্তু তোমার পিতা অস্ত্রাচার্য্য বিনায়ক তো জীবিত!

শিবায়ন। না—শ্যামলি! অস্ত্রাচার্য্য—আমার পিতা ন'ন—পিতৃবন্ধু! আমার পিতা—স্বর্গগত গান্ধাররাজ বজ্রবাহু। ক্রূরাচার মন্ত্রী—বিরাধন, ষড়যন্ত্র ক'রে—আমার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, আত্মীয়-স্বজন,—সকলকে হত্যা ক'রেছে। তা'রই চক্রান্তে—রাজপুত্র হ'য়েও, আমি আজ চির-নির্ব্বাসিত, পরানুগ্রহীত, পথের ভিক্ষুক! পিতৃদেবের অকাল-মৃত্যুর পর—খুল্লতাত রত্নবাহু, সিংহাসনে আরোহণ ক'রেছেন। আমরা যাচ্ছি—তাঁর কাছে—নির্য্যাতীত, উৎপীড়িত, মর্ম্মাহত প্রজার মত, আমাদের উপর অনুষ্ঠিত-অত্যাচারের প্রতিকার কামনায়,—তাঁরই মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ক'রতে।

শ্যামলী। কিন্তু সেখানে সুবিচার পাওয়া কি--সম্ভব হবে শিবায়ন?

শিবায়ন। তা' যদি সম্ভব না-হয়, তা' হ'লে অবিচারের মূলোৎপাটনে, আমাদের সমস্ত জীবন উৎসর্গ করব' আমরা। সমগ্র গান্ধার ঘিরে—আমরা বিদ্রোহের-আগুন জ্বালব'। সে আগুনের কাছে—রাজা, মন্ত্রী, কা'রো নিস্তার থাকবে-না।

শ্যামলী। ঈশ্বর করুন,—যেন বিনা-রক্তপাতেই—তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। কিন্তু আমিও—তোমাদের সঙ্গে যাব'।

শিবায়ন। তা'ও কি সম্ভব? আমরা যাব'—ব্যাধের ফাঁদে পা-দিয়ে স্বেচ্ছায় আমাদের জীবনকে বিপন্ন-ক'রতে। সেথায় তুমি কেন আমাদের সঙ্গে যা'বে শ্যামলী?

শ্যামলী। কেন-যে যাব’, তা, আমি কেমন ক’রে বোঝাব’ তোমাকে! তুমি যা’বে নিশ্চিত বিপদের মুখে, তোমার জীবনকে হাতে ক’রে নিয়ে, আর আমি ব’সে থাকব এখানে, নিশ্চিন্ত-আলস্যের আরাম-শয্যায়? না, না—তা’ হয় না……হ’তে পারে না……অসম্ভব! তুমি-যে আমার দেহের আত্মা,—প্রাণের আসক্তি,—আসক্তির লক্ষ্য!

(গীত)

প্রতি জনমের প্রভাত আলোক, তুমি যে আমার এসেছ গো!
নব নব রূপে অতি চুপে চুপে, পাশে এসে মোর বসেছ গো!
নয়নে নয়ন রাখিয়া নীরবে, মুখ পানে মোর চেয়েছ গো!
চরণ-গন্ধে সুরভিত করি আমারি কুঞ্জ-বীথিকা,
মলয়-পবনে আসিয়াছ ভাসি, মধু-বসন্ত গীতিকা।
নব নব গ্রহে নূতন তারায়
চির চেনা-শোনা তোমায় আমায়।
তুমি যে আমারে মোহন-মায়ায় সোনারি শিকলে বেঁধেছ গো।

শিবায়ন। শ্যামলি!

শ্যামলী। অনুমতি দাও প্রিয়তম! তোমাদের সঙ্গে—আমারও যাত্রার আয়োজন করি।

শিবায়ন। পিতার সম্মতি—

শ্যামলী। সে-ভার আমার।

শিবায়ন। শবর-রাজের সঙ্গে দেখা ক’রতে, পিতা বোধ হয় এখনই—এখানে আসবেন।

শ্যামলী। বেশ, তিনি এখানে এলেই, আমি তাঁ’র সম্মতি নিয়ে নেব। যাই,—আমি ততক্ষণ যাত্রার আয়োজন করিগে।

[চলিয়া গেলেন।

(শিবায়ন, শ্যামলীর চলিয়া-যাওয়া পথের দিকে—মুগ্ধভাবে চাহিয়া— থাকিয়া, কহিলেন)

শিবায়ন। শ্যামলি—শ্যামলি—
স্বর্গচ্যুতা দেবী-তুমি নয়নে আমার।
তব কণ্ঠস্বরে বাজে—বীণার ঝঙ্কার,
কুন্তল সুগন্ধে তব নন্দন-সুরভি,
স্পর্শে-তব দেহ মোর—
স্ফুরৎ-কদম্ব সম জাগে রোমাঞ্চন।
সোনার প্রতিমা,—ওগো সোনার প্রতিমা!
তোমা লাগি' জ্বালিয়াছে পঞ্চেন্দ্রিয়ে মোর—
বাসনার আরতি-প্রদীপ!

(বিনায়ক আসিয়া উপস্থিত হইলেন)

বিনায়ক। নির্ব্বাপিত কর' বৎস, আরতি—প্রদীপ।
সোনার-প্রতিমা তব দাও বিসর্জ্জন—
বিস্মৃতির অতল সলিলে।

শিবায়ন। (চমকিত হইয়া) একি কথা পিতা!
বিনা মেঘে—বজ্রাঘাত সম,
কেন এই নিষ্ঠুর আদেশ?

বিনায়ক। শত্রুর চক্রান্তজালে—
গত.প্রাণ মাতা-পিতা উর্দ্ধলোক হ'তে—
বৈর-নির্য্যাতন লাগি',
অহোরাত্র চেয়ে আছে—যা'র মুখ পানে,
সাজে না তাহারে কভু এ হেন সময়—
রমণী-অঞ্চল ধরি' মৃদু প্রেমালাপ ;—

বিশেষতঃ যা'র সাথে—
পরিণয়—অসম্ভব তব।

শিবায়ন। প্রেমালাপে ভুলি নাই কর্ত্তব্য আমার।
কিন্তু কি কহিলে তুমি ?
যা'র সাথে পরিণয়—অসম্ভব মোর ?
ক্ষম পিতা—ধৃষ্টতা আমার ;
সত্য কহ মোরে—কেন,—কি-সে অসম্ভব ?
নিয়তির নিপীড়নে ভাগ্যহীনা বালা—
লভিয়াছে অনার্য্য-আশ্রয় :—
কিন্তু আর্য্য কন্যা তবু।
হিমাদ্রির তুঙ্গ-শৃঙ্গ হ'তে লভিয়া জনম,
জাহ্নবী এসেছে নামি'
সমতল প্রান্তরের' পরে ; তাই বলি—
কে কহিবে অপবিত্রা তাঁরে ?

বিনায়ক। কিন্তু বৎস
কুল শীল তা'র অজ্ঞাত জগতে।

শ্যামলী। অস্ত্রাচার্য্য— এসেছেন না কি শিবায়ন ?

(বলিতে বলিতে শ্যামলী প্রবেশ করিলেন। শিবায়ন ও বিনায়ক উভয়েই, এতদূর উত্তেজিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা কেহই শ্যামলীর আগমন বুঝিতে পারে নাই বা শ্যামলীও কণ্ঠস্বর শুনিতেও পান নাই। তাঁহারা যেরূপ কথা কহিতেছিলেন সেরূপ কহিতে লাগিলেন। শ্যামলীও আর অধিকদূর অগ্রসর না হইয়া দূরে তাঁহাদের অলক্ষ্যে দাঁড়াইয়া রহিলেন)

শিবায়ন। কিবা ক্ষতি তাহে ?
ক্লেদ ক্লিন্ন পঙ্কিলতা মাঝে—
লভিয়া জনম,
পদ্মফুল লাগে না কি দেবতা অর্চ্চনে ?
অন্ধকার খনি গর্ভে জন্ম লভি' মণি,
শোভে না কি নৃপতির কনক কিরীটে ?
তুচ্ছ কুল শীল, পিতা !
বড় হ'বে কিগো—
মানুষের চিরন্তন হৃদি ধর্ম্ম হ'তে ?

বিনায়ক। রাজার তনয় যেবা, তার কাছে পুত্র !
তুচ্ছ নহে জীবন সঙ্গিনী
ভবিষ্যৎ সম্রাজ্ঞীর কুল শীল, মান।
হৃদি ধর্ম্ম বলি' যা'রে করিছ ঘোষণা,
নহে—ধর্ম্ম তাহা,—প্রবৃত্তির প্ররোচনা।
হ'তে পারে—আর্য্য বংশে জন্ম শ্যামলীর,
কিন্তু তবু পরিচয় হীনা।
অনার্য্য শবর গৃহে,
কাটিয়াছে জীবনের অধিকাংশ তা'র।
তব অঙ্কলক্ষ্মী হ'তে হ'লে, তা'রে—
দিতে হ'বে যোগ্যতার কঠোর পরীক্ষা।

(আলোচ্য বিষয় বুঝিতে শ্যামলীর আর বাকী রহিল না। দারুণ, আশাভঙ্গে হৃদয় যেন তাঁহার ফাটিয়া যাইতেছিল। তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন)

শ্যামলী। হে শঙ্কর !
এতদিন পরে আজি—
দিলে বুঝি তুমি এই যোগ্য পুরস্কার—
প্রাণ ঢালা পূজার আমার ?
(কপালে করাঘাত করিয়া স্থান ত্যাগ করিলেন)

বিনায়ক। কি ভাবিছ শিবায়ন ?
কঠোর কর্ত্তব্য বৎস, সম্মুখে তোমার—
প্রতিক্ষণে করিছে ইঙ্গিত !
ঊর্দ্ধলোক হ'তে.—ভেসে আসে—অনাহত
মাতৃ পিতৃ কণ্ঠস্বর তব,
পুত্রের কর্ত্তব্য তব করিয়া কামনা !
নির্ব্বাসিত জীবনের নিশ্চিন্ত দিবস,
প্রত্যেক মুহূর্ত্তে তোমা—দিতেছে ধিক্কার !
যাও পুত্র ! বৃথা চিন্তা ত্যজি'
প্রফুল্ল অন্তরে কর যাত্রা—আয়োজনে।
(বিষণ্ণ চিত্তে নতমস্তকে শিবায়ন—ধীরে ধীরে সেথান হইতে চলিয়া গেলেন)

বিনায়ক। জানি আমি,
স্বর্গচ্যুতা দেবী রূপা শ্যামলী আমার !
জানি আমি, এ অরণ্যের—
অধিষ্ঠাত্রী বনলক্ষ্মী সেই !
আরো জানি,
উপেক্ষিয়া বিরাগের—উচ্ছ্বসিত প্রেম,
খরস্রোতা নদীসম অন্তর তাহার—

এক লক্ষ্য ছুটিয়াছে—শিবায়ন পানে ।
কিন্তু মাগো !
বিনায়ক-শিষ্য অঙ্কে চাহ যদি স্থান,
কামনার কতখানি গভীরতা তব,
দিতে হ'বে পরীক্ষা তাহার ।
বুঝাইতে হ'বে মোরে—
প্রেম তব অন্তরের হেম,—
রূপজ মোহর নহে—নামান্তর তাহা

(দাণ্ডিক আসিয়া উপস্থিত হইল)

দাণ্ডিক ! হাঁ রে গুরু বাবা ! কাল ভোর-রাতেই—কি তুহারা গাঁধার যাচ্ছিস নাকি রে ?

বিনায়ক । হ্যাঁ—রাজা, কাল প্রত্যূষেই আমরা যাত্রা ক'রব' ।

দাণ্ডিক । যা, । কিন্তু এমনি ভাবে শুধু তুহাদের দু'টিকে ছাড়িয়ে দিতে —হামার যেন—তেমন মন সরছেক্ না গুরু বাবা । হামার একদল ঘোড় সওয়ার তীরন্দাজ লিয়ে, বিরাঙ্ তুহাদের সাথে যা'ক । জানে কি গুরু বাবা ! যদি সেথাকে তুহাদের কোনো ফ্যাঁসাদ বাধিয়ে যায় ! হামি শুনিয়েছে—মুস্ত্রীটা নাকি বেজায় সয়তান আছেক ।

বিনায়ক । তুমি—তোমার প্রতিশ্রুতি মনে রেখ' রাজা, তা'হলেই আমাদের যথেষ্ট সাহায্য হবে । আমরা এখন চলেছি—বিচার প্রার্থীরূপে, রাজার অনুকম্পার দ্বারে । সশস্ত্র সৈন্যদল আমাদের সঙ্গে থাকলে, আমাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে, রাজার মনে—একটা ভুল ধারণা জন্মাতে পারে । ফ্যাঁসাদই যদি কিছু বাধে তো—নিজের শক্তিতেই তা, ছিন্ন ভিন্ন ক'রে দেব' । আমার শক্তিও তো তোমার অজানা নেই !

দাম্ভিক। নিশ্চয়। তা' আর হামি জানেক না!—তলোয়ারের লড়ায়ে, হামাকে কায়দা করিয়ে ফেলে. এমন মানুষ, তু ছাড়া দুনিয়ার আর একটাও নেই গুরু বাবা। কিন্তু কেরামতী তুহার-যেত্তোই থাক্, দুষমনটা তো তুহার সামনে আসবেক্ না কোনদিন। সে –যা মারবেক্ তা' চুরি করিয়ে মারবেক।

বিনায়ক। তা'র সাথে—আমরাও পুরণো পরিচয়। আমিও তা'কে খুব ভাল ক'রেই চিনি রাজা!

দাম্ভিক। হাঁ, খুব হুসিয়ার হইয়ে থাকবি গুরু বাবা। কোন ডর করবি না। মনে রাখিস, তুহার লেগে হামাদের এ শবর গোষ্ঠী—জান দিতেও হটবেক্ না। আয় তু হামার সাথে, তুহাদের ভাল'র লেগে, হামি—আজ শঙ্করজীর পূজো দিয়েছে। আয় তু পেরসাদি লিয়ে যাবি।

বিনায়ক। তোমার এই অপূর্ব্ব সহানুভূতি—আমাদের চিরদিন মনে থাকবে রাজা! [উভয়ে চলিয়া গেলেন।

চতুর্থ দৃশ্য

গান্ধার—রাজ প্রাসাদের ভৃত্যাবাসের একটী কক্ষ

(তরলা ও সুব্রত কথা কহিতেছিল)

তরলা। তোকে আজ ব'লতেই হবে—মাঝে-মাঝে আজকাল তুই—কোথায় যাস?

সুব্রত। ব’লব বই কি! তুই হ’লি—আমার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী,—তোর কাছে কি আমার কোনো কথা গোপন ক’রতে আছে রে! তোকে আমি সব ব’লতে পারি; কিন্তু—

তরলা। কিন্তু কি?

সুব্রত। কিন্তু—খুব গোপনে।

তরলা। বলি আমাদের এ ঘরটা গোপন জায়গা নয় তো কি—রাজ সভা?

সুব্রত। তা’ নয় বটে,—কিন্তু কথাটা যেন—তুই কারো কাছে ফায়েস্ করিস্ নি—মাইরি!

তরলা। আচ্ছা তা না হয়—ক’র্‌ব না।

সুব্রত। করবিনি?

তরলা। না।

সুব্রত। ক’রবিনি?

তরলা। না।

সুব্রত। ক’রবিনি?

তরলা। (বিরক্ত হইয়া) ওরে না—না—না।

সুব্রত। রাগ ক’রিস্ কেন মাইরি! মনে থাকে যেন, এই তিন সত্যি হ’লো।

তরলা। (পূর্ব্ববৎ বিরক্তি সহকারে) হ্যাঁ—হ্যাঁ, থাকবে। বল্—তুই কোথায় যাস?

সুব্রত। আমি যাই—মাইরি—

তরলা। কোথায়?

সুব্রত। এই আমার পোড়া চক্ষু দুটো, যেখানে আমাকে নিয়ে যায়।

তরলা। (সক্রোধে) তবে রে মুখপোড়া! আমার সঙ্গে মস্করা? আমি তোর ইয়াকির যুগ্যি লোক? দাঁড়া—

(একটি ঝাঁটা তুলিয়া লইয়া)

(দ্বৈত গীত)

তরলা। আজ আমি তোর ঝেঁটিয়ে পিঠের ঝাড়ব সব ধুলো।

সুব্রত। ঝাড়িস্ ঝাড়বি আস্তে ঝাড়িস্;—পিঠটা-তো মোর নয় কুলো।

তরলা। শোন, বাঁচতে যদি চাস,
বল, কোন্‌খানে তুই যাস্;
নইলে ঝেঁটিয়ে তোকে আজকে আমার মেটা'ব প্রাণের আশ!

সুব্রত। তোকে মাইরি বলছি ভাই
টাকের ওষুধ আন্‌তে যাই।

তরলা। তোর টাকে ফের চুল গজাবে? (বলিস্ কি রে?)
ও আমার প্রাণ-বালিসের শিমূল তুলো!

সুব্রত। তোরে ছেড়ে কোথায় যা'ব! (প্রাণ প্রেয়সি,)
তুই যে আমার নিদেন-দিনের শেষ চূলো!

[উভয়ে চলিয়া গেল]

পঞ্চম দৃশ্য

বিরাধনের বহিকক্ষ

(উত্তেজিতভাবে বিশঙ্ক ও তৎপশ্চাৎ গম্ভীরভাবে বিরাধন কথা কহিতে কহিতে প্রবেশ করিলেন)

বিশঙ্ক। ক্ষমা করবেন আপনি আমাকে। আমি পারলুম-না আপনার এ অনুরোধ রাখতে। আপনি না হ'য়ে, যদি আর কেউ এ জঘন্য প্রস্তাবের বর্ণ-মাত্র আমার সম্মুখে উচ্চারণ ক'রত, তা' হ'লে তখনই—

আমি তার শিরশ্ছেদ করতুম। আপনাকে—আমি পিতার মত শ্রদ্ধা—করি; আমার সে শ্রদ্ধাকে অব্যাহত রাখবার অবকাশ দেবেন আপনি।

বিরাধন। হাঃ—হাঃ—হাঃ! তুমি বড়ই উত্তেজিত হ'য়েছ বিশঙ্ক! বলি, পারবে-না কেন? এ রাজ্যের সমস্ত সৈন্য-তো—তোমারই করায়ত্ত। তোমারই একটি-ইঙ্গিতে মুহূর্ত্তমধ্যে—সহস্র তরবারি সূর্য্য-কিরণে ঝল্‌সে ওঠে, ন্যায়-অন্যায় ভেবে দেখবার অবকাশ-পায় না। সমস্ত সৈন্য, তোমাকে দেবতার-মত ভক্তি করে। তোমার উপরে—তাদের অগাধ-বিশ্বাস। অতএব তুমি যা'-করবে' তা, যে—এ রাজ্যের মঙ্গলের জন্যেই করবে—এটা-ভাবাই ত'দের স্বতঃসিদ্ধ। তা' ছাড়া আমি যখন তোমার পিছনে আছি, তখন জেনে রেখ'—তোমার কার্য্যের প্রতিবাদ-করতে পারে' এমন একজনও কেউ এ-রাজ্যে নেই।

বিশঙ্ক। কিন্তু তাই ব'লে—এই রাজদ্রোহিতা?

বিরাধন। হঁ্যা—রাজদ্রোহিতা। "উদ্যোগিনাং পুরুষ সিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ।" লক্ষ্মীর প্রসাদ লাভ করতে হ'লে—উদ্যোগের প্রয়োজন আছে-বৈকি।

বিশঙ্ক। চাই-না আমি লক্ষ্মীর প্রসাদ, আমার মনুষ্যত্বকে অপমান ক'রে। চাই না আমি ঐশ্বর্য্যের আশীর্ব্বাদ—অন্যায়ের উপাসনা করে'; চাই না আমি—সসাগরা ধরণীর একাধিপত্য—অধর্ম্মের যুপকাষ্ঠে আত্মহত্যা-ক'রে।

বিরাধন। হাঃ—হাঃ—হাঃ! এবার কিন্তু তুমি—নিতান্তই ছেলেমানুষের মত কথা বললে বিশঙ্ক! প্রকৃত কথা বলতে কি, ন্যায়-অন্যায় বা পাপ-পুণ্য ব'লে—বাস্তবিকই এ সংসারে কিছু নেই। ও সব হ'ল' দুর্ব্বল মস্তিষ্কের অলীক কল্পনা,—কাপুরুষের কুসংস্কার। তোমার শৌর্য্য আছে, বীর্য্য আছে, সহায় আছে; সুবিধা আছে। উদ্যোগ কর, দেখবে, ভাগ্য লক্ষ্মী এসে—স্বহস্তে তোমার মাথায় বিজয় মুকুট পরিয়ে

দেবেন। দুর্ব্বলের—ঐশ্বর্য)-সম্ভোগের অধিকার নেই—বিশঙ্ক! বীরভোগ্য-বসুন্ধরা। এখানে ন্যায়-অন্যায় বা পাপ-পুণ্যের কোনো-প্রশ্নই উঠতে পারে না।

বিশঙ্ক। আপনার—যুক্তি আমি ঠিক হৃদয়ঙ্গম ক'র্তে পার্লুম না। স্বীকার করি, দুর্ব্বলের—ঐশ্বর্য্য-সম্ভোগের অধিকার নেই। এ রাজৈশ্বর্য্যের অধিকারী যিনি, তিনি-তো দুর্ব্বল ন'ন। তাঁ'র অপ্রমেয় শক্তি—আমার শৌর্য্যে, আপনার সুমন্ত্রনায়, সভাসদ্‌গণের অকপট আত্মীয়তায়। পরমেশ্বরের প্রতীক, অন্নদাতা, প্রতিপালক মহান্ মহারাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ···না—না, সে অসম্ভব। বিবেকের টুটি-টিপে ধ'রে প্রলোভনের-প্রভুত্ব মাথা পেতে নেওয়া,—ধর্ম্মে পদাঘাত ক'রে—পৈশাচিকতার সঙ্গে কোলাকুলি করা,—শক্তির ব্যাভিচার ক'রে—ঘৃণিত স্বার্থসিদ্ধির পথ প্রশস্ত করা,—অন্য যে-পারে পারুক,—আমি কিন্তু তা পারব-না কোনোদিন। শুধু যে পারব না, —তা' নয়; আমার সমস্ত শক্তি; সাহস, এমন কি—আমার শরীরের শেষ-রক্তবিন্দুটি পর্য্যন্ত দিয়েও—আমি এর প্রতিরোধ ক'র্‌ব।

বিরাধন। (কপট উল্লাসে) চমৎকার—বিশঙ্ক! এই তো প্রধান সেনাপতির উপযুক্ত কথা। কিছু মনে কর'না তুমি। আমি—শুধু তোমাকে এতক্ষণ পরীক্ষা ক'রছিলুম মাত্র। আমার একমাত্র কন্যা, স্নেহের পুতলি সুজাতার, ভাবী-স্বামী তুমি, আমার অন্তঃপুর অবধি—অবাধ গতিবিধি তোমার,—তাই তোমার চরিত্রের সততা পরীক্ষার জন্যই এ কথার অবতারণা ক'রেছিলুম আমি। কিন্তু এখন দেখছি মায়ের আমার শিবপূজা, যথার্থই সার্থক হ'য়েছে। এমন দেব-দুর্লভ চরিত্র—কামনার যোগ্য বটে।

বিশঙ্ক। ঈশ্বর করুন, এই রাজদ্রোহকর আলোচনার মূলে, সত্যই যেন

আমার চরিত্র পরীক্ষা ছাড়া, আর কোনো উদ্দেশ্য বা আয়োজন না থাকে। [চলিয়া গেলেন]

বিরাধন। মূর্খ! অপদার্থ! সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর অযাচিত করুণা তুচ্ছ-রাজভক্তির মোহে, হেলায় উপেক্ষা ক'রে চ'লে গেল'! ভেবেছিলুম, ওর দ্বারা বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়ে, রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করার সমস্ত দুর্ণামটা ওরই স্কন্ধে চাপিয়ে দেব'। তা আর হ'ল না দেখ্‌ছি। দেখা যা'ক্, কিসে কি দাঁড়ায়! ঘোড়ার কিস্তি যদি একান্তই না চলে' তা' হ'লে গজের কিস্তি আছে। বিশঙ্ক যায়,—বিষদ আছে। কিন্তু একটা মুস্কিল! সমস্ত সৈন্য—বিশঙ্কের বড় অনুগত। অথচ সৈন্যদলকে হস্তগত ক'রতে না পারলে উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে—বিশেষ বিঘ্ন হ'তে পারে। প্রধান সেনাপতিত্বের প্রলোভন দেখিয়ে, দীপ্তায়ুধকে হাত ক'রেছি-বটে' কিন্তু তা'কে কাজে লাগাবার সমস্ত পথটি জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে—বিশঙ্ক। তাইতো, বড় ভাবিয়ে তুল্লে দেখছি। কিন্তু হাল ছাড়্‌লে চ'ল্‌বে না! মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন। একবার শেষ চেষ্টা ক'রে দেখা যাক্। কিন্তু এবার আর আমি—নিজে নয়। সুজাতাকে দিয়ে এবার একটা শেষ চাল দিয়ে দেখতে হ'চ্ছে। শোনা গেছে, সুন্দর মুখের না কি একটা বিজয়িনী শক্তি আছে। কথাটার সত্যতা একবার পরীক্ষা ক'রেই দেখা যাক্। কে ও? বিষদ?

(বিষদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন)

বিষদ। আজ্ঞে, আপনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন?

বিরাধন। হ্যাঁ! বিশেষ প্রয়োজন আছে। দেখ বিষদ! যা'রা মূর্খ তা'রা সুযোগের সদ্ব্যবহার ক'রতে জানে না। কেমন, নয় কি?

বিষদ। একেবারে বর্ণে বর্ণে।

বিরাধন। আর যারা বিজ্ঞ, বর্ত্তমানে তা'রা যতই সুখে থাক, অতীত কথা কিন্তু ভোলে না—কোনোদিন। কি বল' বিষদ?

বিষদ। আজ্ঞে হ্যাঁ?

বিরাধন। আচ্ছা বিষদ! তুমি মূর্খ—না বিজ্ঞ?

বিষদ। (মাথা চুলকাইয়া অতি বিনয় সহকারে) আজ্ঞে' নিজেকে, কে আর এ জগতে মূর্খ ব'লে মনে করে বলুন!

বিরাধন। তোমার কথা শুনে, আমি খুবই খুসী হ'লুম বিষদ। দেখ, না খেতে পেয়ে তুমি যখন—মৃত্যু কামনা করেছিলে তখন আমি এনে—তোমায় ঐশ্বর্য্যের কোলে বসিয়ে দিয়েছিলুম। তারপরে অসীম কার্য্য-দক্ষতার রাজদরবারের মধ্যে, তুমি আজ আমার সব চেয়ে প্রিয়পাত্র। তোমারই চেষ্টায়, রাজা আজ কয়দিনের মধ্যেই—ঘোর-মদ্যপায়ী। আমার ইচ্ছা, তোমার এই কাজের জন্য, আমি তোমাকে পুরস্কৃত করি

বিষদ। আজ্ঞে, আমি আপনার ক্রীতদাস।

বিরাধন। আচ্ছা বিষদ, আমি-যদি তোমাকে এ রাজ্যের মন্ত্রীত্ব দিই।

বিষদ। মন্ত্রীত্ব।

(বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিলেন)

বিরাধন। হ্যাঁ,—মন্ত্রীত্ব। অবাক হয়ে অমন হ্যাঁ করে চেয়ে র'য়েছে কি? পারবে না তা, হলে এ-রাজটা চালাতে?

বিষদ। আজ্ঞে তা' না হয় চেষ্টা ক'রে দেখতে পারি। কিন্তু আপনি?

বিরাধন। আমি যদি রাজা হই!

বিষদ। আজ্ঞে, তা'হলে—আমি নিশ্চয়ই পারব। রাজা?

বিরাধন। রাজারও যা'-,হোক্ একটা ব্যবস্থা ক,রতে হবে বৈকি!

বিষদের কানে-কানে কি বলিতে লাগিলেন, আর বিষদ, ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া উঠিতে লাগিলেন। শেষে সে—চিৎকার করিয়া উঠিল।

বিষদ। ওরে বাপ্‌রে! তা'ও-কি কখনও হয়! মদের সঙ্গে বিষ!

বিরাধন। চুপ্। চেঁচিও-না। বুঝে দেখ বিষদ, কি চাও তুমি। একদিকে এই বিশাল গান্ধার রাজ্যের মন্ত্রীত্ব,—আর অন্যদিকে তোমার সেই পূর্ব্বেকার মত নিরন্ন ভিক্ষুক জীবন। একদিকে অগাধ প্রতিপত্তি, অসীম সম্মান, অনন্ত ঐশ্বর্য্য;—অন্যদিকে অবিরাম দীর্ঘশ্বাস, অফুরন্ত ক্রন্দন, অহোরাত্র উপবাস। মনে কর' বিষদ, তোমার পূর্ব্বকার সেই শতদীর্ণ জীর্ণ-কুটির, তোমার পুত্রকন্যাদের সেই অশ্রুম্লান ছল-ছল দৃষ্টি, তোমার অনাহার-ক্লিষ্টা পত্নীর সেই ঔষধ পথ্যহীন মলিন রোগশয্যা।—

বিষদ। মন্ত্রী মহাশয়…

বিরাধন। এখনই উত্তর দেবার প্রয়োজন নেই। আমি তোমাকে অবকাশ দিচ্ছি। যাও। ভেবে দেখ-গে তুমি, কি তোমার কাম্য?

বিষদ। তাই-তো এ যে বিষম-সমস্যাতেই পড়া গেল দেখছি। কি করি? কোনটা চাই? মন্ত্রীত্ব, না—ভিক্ষুকত্ব? ঐশ্বর্য্য, না—দারিদ্র? হাসি, না—কান্না? তাই-তো! কিন্তু তাই ব'লে একেবারে হত্যা! বাপ্, কথাটা মনে হ'লেও গা-টা যেন কেমন শিউরে ওঠে!

বিরাধন। চুপ ক'রে' দাঁড়িয়ে রইলে যে বিষদ?

বিষদ। আজ্ঞে, একটু ভেবেই দেখি।

বিরাধন। বেশ। কিন্তু সাবধান, একথা যেন ঘূণাক্ষরে কোথাও প্রকাশ না পায়। যদি পায়…

বিষদ। তা' হলে আপনার হাত এড়িয়ে—আমার গর্দ্দান আর কোথায় গিয়ে নিস্তার পাবে বলুন? [বিষদ চিন্তিত ভাবে চলিয়া গেলেন]

বিরাধন। হ্যাঁ, সেই কথা যেন স্মরণ থাকে। ভগবানের সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে সেরা হ'ল' এই দুটি জিনিষ, লোভ আর দারিদ্র্য। এই

দু'টির সুবিধা নিয়ে, মানুষকে দিয়ে করান যায় না এমন কাজ পৃথিবীতে আর একটিও নেই। যতই ভেবে দেখ' বিষদ, শেষ পর্য্যন্ত আমার কথায়—রাজী তোমাকে হ'তেই হ'বে। তোমার দুর্ব্বলতা যে কোথায়, তা' আমার বেশ জানা আছে! এ যুদ্ধে তুমিই হ'লে আমার ব্রহ্মাস্ত্র। কিন্তু মুস্কিলে পড়া গেছে—ঐ এক বিশঙ্ককে নিয়ে।

(দীপ্তায়ুধ আসিলেন)

দীপ্তায়ুধ। আর ঐ এক বিশঙ্কের জন্যই হয়ত' শেষ পর্য্যন্ত—আপনার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হ'য়ে যাবে!

বিরাধন। কেন? খবর কি?

দীপ্তায়ুধ। খবর অতি শোচনীয়। আমার মতে হয়, বিশঙ্ক বোধ-হয় কোনো রকমে আমাদের এই ষড়যন্ত্রের বিষয় জানতে পেরেছে। আমি এই মাত্র সংবাদ পেলুম, সে—সমস্ত সৈন্যের ওপর এই মর্ম্মে এক আদেশ দিয়েছে যে, যেন এক দণ্ডের মধ্যেই—সকলে এসে প্রদর্শনী-প্রাঙ্গণে সমবেত হয়। সেখানে সে—সৈন্যদের কর্ত্তব্য ও রাজভক্তি-সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবে। তা'র হঠাৎ এ রকম করার মূলে—নিশ্চয়ই কোন একটা অভিসন্ধি আছে।

বিরাধন। (চিন্তিত ও গভীরভাবে) হুঁ। তা' অসম্ভব নয়। দেখ' দীপ্তায়ুধ! আমি তোমার কাছে প্রতিশ্রুত আছি যে, কার্য্যসিদ্ধির পর, এ রাজ্যের প্রধান সেনাপতিত্ব—আমি তোমাকেই দেব' কিন্তু আমার ইচ্ছা, আজই অন্ততঃ তার কতকাংশ—আমি তোমাকে দান করি। কেমন, তুমি তা' গ্রহণ ক'রতে প্রস্তুত তো?

দীপ্তায়ুধ। সম্পূর্ণ—পেলেও আমি অপ্রস্তুত নই। কেন হ'ব? কিসের জন্য? কোন্ অংশে হীন আমি বিশঙ্কের চেয়ে? গুরুগৃহে যখন

আমরা উভয়ে, একসঙ্গে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা ক'রতুম, তখন থেকেই ওর সঙ্গে আমার সকল বিষয়েই প্রতিদ্বন্দ্বিতা। কার্য্য-ক্ষেত্রে নেমে, ভাগ্যচক্রে, আমি আজ ওর নিম্ন-পদস্থ। কিন্তু তাই ব'লে,' প্রতিযোগিতা করতে আমি ছাড়ব' কেন? আমার সাহস আছে, পুরুষাকার আছে, আত্মবিশ্বাস আছে। আমিও দেখব' একবার প্রাণপণ শক্তিতে—চাকা—ঘোরে কি না!

বিরাধন। আগুনের সঙ্গে—হাওয়ার সংযোগ হ'য়েছে দীপ্তায়ুধ! আমি বলছি,—জয় তোমারই। শুধু বাহুবলে জগতে উন্নতি লাভ করা যায় না দীপ্তায়ুধ,—চাই মস্তিষ্ক। ঈশ্বর—মূর্খ ন'ন, তাই বাহুর উপরে মাথা। বিশঙ্কের শক্তি আছে, কিন্তু বুদ্ধি নেই। সে মণিকাঞ্চন-সংযোগ কিন্তু তোমাতে হ'য়েছে। আমি দিব্য-চক্ষে দেখতে পাচ্ছি, এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্বয়ম্বর-সভাতলে বিজয়-লক্ষ্মীর বরমাল্য তোমারই কণ্ঠদেশ লক্ষ্য ক'রে অপেক্ষা ক'রছে। শোন' সৈন্যদের ওপর বিশঙ্কের প্রভুত্ব খানিকটা যা'তে কমে যায়, সেই উদ্দেশ্যে, তা'দের বেতন-বণ্টনের ভার, আজ থেকে আমি তোমারই হাতে দিলুম। কাল রাজ-দরবারে তুমি মহারাজের স্বাক্ষরিত ক্ষমতা পত্র পা'বে।

দীপ্তায়ুধ। উত্তম। এতে আরও একটা সুবিধা এই হ'বে যে, সমস্ত সৈন্যদল, আমারও আয়ত্তের মধ্যে কতকটা এসে প'ড়্‌বে। তাতে আমাদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পথও অনেকটা সোজা হ'য়ে যা'বে! কিন্তু আর তো আমি অপেক্ষা ক'রতে পারি না। সেনাপতির আদেশ,—দণ্ডকাল মধ্যেই—প্রদর্শনী-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হ'তে হবে।

বিরাধন। আচ্ছা, তুমি এখন এস। [দীপ্তায়ুধ চলিয়া গেলেন]

বিরাধন। (আপনা-আপনি বলিতে লাগিলেন) মানুষের গুণ-গুলো, আমার কোনও কাজেই লাগল' না। কাজে যা' লাগল তা শুধু

তাঁদের দোষ-গুলো। ঈশ্বরকে আমি প্রশংসা করি, তিনি আলোকের সৃষ্টি ক'রেছেন ব'লে হয়, তিনি অন্ধকারেরও স্রষ্টা ব'লে। বিষয়ের লোভ আর দীপ্তায়ুধের ঈর্ষা, এই দু'টি হ'ল আমার অমোঘ অস্ত্র। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য্য ক'রেছে বিশঙ্ক। তা'র চরিত্রে, এমন কোনো অংশ আজও পর্য্যন্ত—আমি দেখতে পেলুম না; যেখানে আঘাত ক'রে তাকে একটুও চঞ্চল ক'রে তুলতে পারা যায়! দেখা যাক, রূপসী-তরুণীর প্রেমের উত্তাপে, তা'র লৌহ-দৃঢ় প্রকৃতি একটুও দ্রব হয় কি না!

[চলিয়া গেলেন]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

গান্ধারের রাজ-সভা

(মহারাজ রত্নবাহু বিরাধন বিশঙ্ক দীপ্তায়ুধ, বিষদ ও অন্যান্য
সভাসদগণ স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিয়াছিলেন।
সম্মুখে বন্দিগণ গাহিতেছিল)

বন্দিগণ। গীত

জয় হে রাজেন্দ্র জয় জয়তু জয় হে।
ঘোষিত বিক্রম নিখিল বিশ্বময় হে।
দুষ্ট-দলন, শিষ্ট-পালন; ভয়হারী,
শঙ্কট তারণ, শত্রু-দর্প-খর্ব্বকারী,
আশ্রিত রক্ষিতে সদা মুক্ত-তরবারি
চিরগৌরবোজ্জ্বল তব অভ্যুদয় হে!

[বন্দিগণ গান শেষে চলিয়া গেল]

বিশঙ্ক। মহারাজ! সেবকের কিছু নিবেদন আছে।

রত্নবাহু। বেশ! অসঙ্কোচে বল।

বিশঙ্ক। আজ কয়দিন হ'ল, সৈন্যগণের বেতন-বণ্টনের কর্ত্তৃত্ব থেকে, আমাকে বঞ্চিত করা হ'য়েছে। তা'র কারণটা কি, আমি জানতে পারি—মহারাজ?

রত্নবাহু। মন্ত্রি!

বিরাধন। তুমি কি বলতে চাও বিশঙ্ক, মহারাজ তাঁ'র প্রত্যেকটি-কার্য্যের —জন্য তোমার কাছে কৈফিয়ৎ দেবেন?

বিশঙ্ক। না। অমন কথা উচ্চারণ করার মত—দুঃসাহস, আমার যেন কোনোদিন না হয়। আমি শুধু জানতে চাই-যে, আমার অপরাধটা কি? মহারাজ!

রত্নবাহু। মন্ত্রী, সেনাপতির বিরুদ্ধে কোনো অপরাধের অভিযোগ শুনেছি ব'লে'-তো আমার মনে হ'চ্ছে না।

বিরাধন। না মহারাজ, কোনো অপরাধের জন্য—ওরূপ করা হয় নি। রাজকার্য্যের সুবিধা ও প্রধান সেনাপতির, গুরুতর পরিশ্রম লাঘব ক'রবার জন্য, আপনারই স্বাক্ষরিত আদেশ-পত্র দ্বারা, ওরূপ ব্যবস্থা করা হ'য়েছে।

রত্নবাহু। আমারই স্বাক্ষরিত আদেশ-পত্র দ্বারা?

বিরাধন। হ্যাঁ—মহারাজ! আর কাজটা কোনো অযোগ্য-পাত্রে অর্পিত হয় নি। সেনাপতির কার্য্য, তাঁ'র সহকারীর ওপরেই ন্যস্ত করা হ'য়েছে।

রত্নবাহু। তবে আর কি, এতে তো তোমার অভিমান ক'রবার কিছু নেই সেনাপতি।

বিষদ। বরং আনন্দ ক'রবার যথেষ্ট আছে। খাটুনী কমে গেল', কোনো দায়ীত্ব রইল না, অথচ বেতনের বেলায় 'যথা পূর্ব্বং তথা পরং।'

বিশঙ্ক। অভিমান নয় মহারাজ! আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, আপনার অদৃষ্টাকাশে, এক প্রবল-ঝঞ্ঝার পূর্ব্বাভাস! নিস্তব্ধ-প্রকৃতির মত আপনি নিশ্চিন্ত; কিন্তু আপনার অলক্ষ্যে, মেঘের পরে মেঘ—স্তরে স্তরে পুঞ্জীকৃত হ'য়ে উঠ্ছে। অচিরেই তা'দের সহস্র-বজ্রগর্জ্জনে আপনার মাথার মুকুট খ'সে—মাটিতে লুটিয়ে প'ড়্বে।

রত্নবাহু। তুমি কি-ব'ল্ছ সেনাপতি?

বিশঙ্ক। আমি ঠিকই ব'ল্ছি মহারাজ! আপনি বুঝ্তে পারছেন না যে,

আপনি এক ভীষণ-চক্রান্তজালে জড়িয়ে প'ড়েছেন। সেই চক্রান্তজাল ছিন্ন ক'রে আপনার প্রদত্ত এই তরবারি-মর্য্যাদা—অম্লান রাখতে হ'লে, সৈন্যগণের ওপর—আমার পূর্ণ-প্রভুত্বের প্রয়োজন। আপনার এই দরবার-কক্ষতলে দাঁড়িয়ে, আপনার সমস্ত সভাসদ্‌গণের সমক্ষে, আমি জোর-গলায় ব'ল্‌ছি—যা'দের ওপর নির্ভর ক'রে আপনি নিশ্চিন্ত আছেন, তা'রাই আপনার সর্ব্বনাশের-পথ প্রশস্ত ক'রে তুল্‌ছে, মহারাজ! আপনার অগাধ-বিশ্বাস, অপার-নির্ভরতা, অকৃত্রিম সারল্যের সুবিধা নিয়ে, অনেকেই আপনার কণ্ঠদেশ লক্ষ্য ক'রে—গোপনে ছুরি-শানাচ্ছে।

রত্নবাহু। বল' কি সেনাপতি, আমি যে তোমাদের সকলকে—অতি রাজভক্ত ব'লেই জানি।

(গীতকণ্ঠে—সনাতন প্রবেশ করিলেন)

সনাতন। গীত

অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ,—এই কথাটি রেখ মনে।
ভক্তি গোড়ায় অতি দেখ্‌লেই সতর্ক হয় সাধু জনে॥
বিচিত্রতায় বিশ্বভরা,
সবাই নয় এক ছাঁচে গড়া;
কারুর স্বার্থ সিদ্ধির করা—
ভণ্ড-ভক্তির আবরণে।

রত্নবাহু। কে? সনাতন!

বিষদ্। আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ, সেই বদ্ধ-পাগলটা।

রত্নবাহু। পাগল!

সনাতন। পূর্ব্ব গীতাংশ

ভুল ভেব' না পাগল ব'লে;
তোমার মত সবাই হ'লে

স্বর্গ নাম্‌ত এই ভূতলে

সুখে থাক্‌ত জনে জনে ॥ [চলিয়া গেলেন]

দীপ্তায়ুধ। মহারাজ! আমি সেনাপতির কথার প্রতিবাদ করি। সভাস্থ এতগুলি সম্ভ্রান্ত-ব্যক্তির বিরুদ্ধে, তিনি যে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন, আমি ব'লছি তা' সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন,—মিথ্যা। আমি তাঁকে আহ্বান ক'রছি মহারাজ, এখনই তিনি—তাঁ'র উক্তির সত্যতা প্রমাণ করুন।

বিশঙ্ক। প্রমাণ আছে বৈকি দীপ্তায়ুধ। সন্দেহ মেটাতে চাও, তোমার মন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ।

বিরাধন। আমি তোমার সঙ্গে—কোনো তর্ক বা বিবাদ ক'রতে চাই না বিশঙ্ক। তবে এও সত্য যে, তুমি একটা ভ্রান্ত-ধারণার বশবর্ত্তী হ'য়ে, অমূলক-আশঙ্কায় প্রলাপ ব'কৃছ।

বিশঙ্ক। আপনার কথাই—হ'য়ত আমি সত্য ব'লেই মনে ক'রতুম, যদি আমার হাত থেকে বেতন-বণ্টনের ভার হস্তান্তরিত ক'রে, সৈন্যগণের ওপর—আমার কর্ত্তৃত্ব খর্ব্ব-করার চেষ্টা করা না হ'ত। যা'ক। মহারাজকে যেটুকু জানানো—আমার কর্ত্তব্য ব'লে মনে ক'রেছিলুম, তা' আমি জানিয়েছি। সতর্ক হওয়া না হওয়া এখন সম্পূর্ণ তাঁর'ই ইচ্ছা। তবে আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে, এই নাম সর্ব্বস্ব সেনা-পতিত্বের দায়িত্ব থেকে, আমাকে মুক্তি দেওয়া হোক্।

রত্নবাহু। সেনাপতি! আমি তোমার কথা-সম্বন্ধে—একটু ভেবে দেখতে চাই।

বিশঙ্ক। ভগবান্ আপনাকে সাহায্য করুন।

রত্নবাহু। বিষদ!

(সুরাপাত্র আনিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন)

বিষদ। আজ্ঞে, এই রাজ-সভাতেই [বিষদ চলিয়া গেলেন]

রত্নবাহু। হ্যাঁ,—এই রাজ-সভাতেই। মন্ত্রী, সেনাপতি, সৈন্যাধ্যক্ষ, সভাসদ্‌গণ, আমি আজ আপনাদের—একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে চাই।

সকলে। আদেশ করুন মহারাজ।

রত্নবাহু। শুনুন। দাদার মৃত্যুতে—আমার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে-গেছে। আমি জানি, আমি এ-রাজ্যের অযোগ্য অধিকারী। কিন্তু-আপনাদের মত সুযোগ্য আমত্যগণের বিশ্বস্ত-আত্মীয়তার ওপরে কি—আমি নির্ভর ক'রতে পারি না?

সকলে। নিশ্চয়ই পারেন।

রত্নবাহু। বন্ধুগণ! বৎসরের চেয়ে—বয়স আমার অনেকদূর এগিয়ে গেছে। আমার দুর্ব্বহ জীবনের দীর্ঘ-মেয়াদ প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। প্রত্যেক মূহূর্ত্তে মৃত্যুর-পদধ্বনি আমি শুন্‌তে পাচ্ছি। আর ক'টা দিনই-বা আমি বাঁচব।

বিরাধন। ঈশ্বর—মহারাজকে দীর্ঘজীবি করুন।

রত্নবাহু। না মন্ত্রী, দীর্ঘ-জীবন আমার কাম্য নয়। যে ক'টা দিন আর বেঁচে থাকি, শুধু সে-ক'টা দিন—একটু শান্তিতে থাক্‌তে চাই।

(বিষদ—সুরাপূর্ণ পাত্র লইয়া আসিয়া, সবিনয়ে কহিলেন)

বিষদ। মহারাজ!

রত্নবাহু। দাও।

(বিষদের হস্ত হইতে সুরাপাত্র লইয়া পুনঃ পুনঃ পান করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে শিবায়ন ও বিনায়ক সভাগৃহের দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিনায়ক, শিবায়নের পশ্চাতে ছিলেন বলিয়া—সভাস্থ কাহারও দৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হইল না।)

শিবায়ন। মহারাজ!

রত্নবাহু। কে?

শিবায়ন। বিচার-প্রার্থী।

রত্নবাহু। অভিযোগ?

শিবায়ন। আপনার মন্ত্রীর বিরুদ্ধে।

রত্নবাহু। আমার মন্ত্রীর-বিরুদ্ধে?

শিবায়ন। হ্যাঁ, মহারাজ! তিনি আমার পিতৃহত্যা ক'রেছেন।

রত্নবাহু। তিনি তোমার পিতৃহত্যা ক'রেছেন?

শিবায়ন। হ্যাঁ মহারাজ!

রত্নবাহু। প্রমাণ?

বিনায়ক। তা'ও আছে বৈকি মহারাজ।

(বিনায়ক, শিবায়নকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইয়া আসিলেন।
এতক্ষণে সকলের দৃষ্টি তাঁহার উপরে পতিত হইত। বিরাধন,
তীব্র দৃষ্টিতে বিনায়কের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ
করিতে লাগিলেন)

রত্নবাহু। কে তুমি? তোমাকে যেন কোথায় আমি দেখেছি ব'লে মনে হ'চ্ছে!

বিনায়ক। আমাকে দেখেছিলেন, মহারাজ, এই সভাগৃহে, বহুদিন, বহুবার, ঐ সিংহাসনের দক্ষিণ-পার্শ্বে, মহারাজ বজ্রবাহুর পার্শ্বচর-রূপে।

বিরাধন। বিশঙ্ক! এটা তোমার দ্বিতীয় চাল নাকি?

বিশঙ্ক। ভগবান্ জানেন, নীচতাকে জীবনে—কোনোদিন আমি প্রশ্রয় দিই-নি। এই অভিযোগকারী ও তা'র সাক্ষী, আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত।

বিরাধন। ভাল। জানাও—অভিযোগকারী, মহারাজের কাছে, আমার বিরুদ্ধে—তুমি আর কি জানাতে চাও।

শিবায়ন। মহারাজ! এই গান্ধারেরই ভূতপূর্ব্ব-অধীশ্বর, আমার পিতা মহারাজ বজ্রবাহু, আপনার মন্ত্রী বিরাধনের ষড়যন্ত্রে নিহত হ'য়েছেন। বিরাধনেরই উৎসাহে বিদ্রোহী সৈন্যদল—পথিমধ্যে তাঁ'কে জলমগ্ন ক'রে হত্যা করেছে। আমার সাক্ষী—তাঁ'রই সহযাত্রী পার্শ্বচর বিনায়ক।

(শিবায়নের কথা তিনি শুনিয়াছেন কিনা—ঠিক বুঝা গেল না। একদৃষ্টে শিবায়নের দিকে চাহিয়া আপন মনেই বলিতে লাগিলেন)

রত্নবাহু। সেই উন্নত-ললাট, উজ্জল চক্ষু, প্রশান্ত মুখমণ্ডল, প্রশস্ত বক্ষ সর্ব্ব-অবয়বে আমার স্বর্গগত-অগ্রজের সেই অনির্ব্বচনীয় প্রতিচ্ছবি! এ কি! আমার শিরায়-রক্ত-স্রোতে আত্মীয়তার এ-কি প্রবল আকর্ষণ। স্নেহাতুর-বক্ষের প্রত্যেকটি স্পন্দনে—এ-কি নিদারুণ হাহাকার! ওরে অভিযোগকারি! ওরে আমার অগ্রজের একমাত্র বংশধর! বুকে আয়,—বুকে আয় বাবা!

(সহসা উঠিয়া শিবায়নকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিলেন)

বিরাধন। বিচারকের আসনে ব'সে, আপনার এ স্নেহ-দৌর্ব্বল্য শোভা পায় না মহারাজ! মনে রাখ্‌বেন, রাজা—ঈশ্বরের-প্রতীক, সূর্য্য-বৎ সমদর্শী, মৃত্যুর মত নিরপেক্ষ।

রত্নবাহু। হ্যাঁ, তুমি ঠিক ব'লেছ মন্ত্রী, আমি মানুষ নই, আত্মীয় নই, খুল্লতাত নই,—আমি রাজা! আমার স্নেহ-নেই, মমতা-নেই মনুষ্যত্ব-নেই,—আমি রাজা!

(শিবায়নকে ছাড়িয়া অবসন্নের মত সিংহাসনে আসিয়া বসিয়া পড়িলেন)

বিষদ!—

(সুরাপাত্রের নিমিত্ত হাত বাড়াইলেন। বিষদ, সুরাপূর্ণ পাত্র তাঁহার হাতে দিলে—তিনি এক-নিঃশ্বাসে উহা পান করিয়া কহিলেন)

অভিযোগকারি! প্রমাণ কর'—তোমার অভিযোগ।

বিনায়ক। মহারাজ! প্রমাণ যা'রা দিতে পারত' তা'দের মধ্যে—এক আমি ছাড়া, আর কেহই জীবিত নেই। বিদ্রোহী-সৈন্যদলের অধ্যক্ষকে বিরাধন যে পত্র দিয়েছিল, সে পত্র, আমাদের হস্তগত হ'য়েছিল; কিন্তু আমাদের সতর্ক হওয়ার-পূর্ব্বেই—বিদ্রোহীদল আক্রমণ করায়, মহারাজ বজ্রবাহুর সঙ্গে-সঙ্গেই; সে পত্রও লৌহিত্য-নদের অতল-তলে তলিয়ে গেছে মহারাজ!

রত্নবাহু। এ-সম্বন্ধে তোমার কিছু ব'লবার আছে—মন্ত্রী?

বিরাধন। আছে বই-কি মহারাজ! কৌশলী-সাক্ষী পত্রখানি হারিয়ে-ফেলে—বুদ্ধিমানের কাজ ক'রেছ। তা' না-হ'লে, ওকে জাল-করার অপরাধে—দণ্ড নিতে হ'ত' মহারাজ। কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য্য এই-যে, এতবড় একটা অভিযোগের—কোনও প্রত্যক্ষ-প্রমাণ নেই! (অমাত্যগণের প্রতি) কি বলেন, আপনারা?

অমাত্যগণ। নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই।

রত্নবাহু। হুঁ। অভিযোগকারি! যে অভিযোগ তুমি ক'রেছ, তা'র পক্ষে এ-প্রমাণ তোমার যথেষ্ট নয়।

বিনায়ক। মহারাজের বিচারের ফলটা যে—এমনই একটা কিছু হ'বে তা' আমরা পূর্ব্বেই জানতুম। কিন্তু তবু এসেছিলুম কেন জানেন? এবার যেদিন আমরা আসব'—সেদিন মহারাজ আর আমাদের দোষ দিতে পারবেন না ব'লে। এবার যেদিন আমরা আসব, সেদিন আর এ-বিচার প্রার্থীর হীনাবশে আমরা আসব না মহারাজ। সেদিন আসব'—যুদ্ধার্থীর বেশে, শাসকের শাসন-দণ্ড কেড়ে নিয়ে, নিজহাতে অপরাধীর শাস্তি-বিধান ক'রতে। প্রস্তুত থাকবেন মহারাজ।

বিশঙ্ক। সতর্ক হ'য়ে কথা ব'ল বিদেশী। গান্ধাররাজ এখনও এমন হীনবল

হননি-যে' তোমার রক্তচক্ষু দেখে—তিনি ভীত হবেন। তাঁর সম্মানের-মর্য্যাদা অক্ষুন্ন রেখে কথা বল' তুমি।

বিরাধন। এ প্রকাশ্য-রাজদ্রোহ, দীপ্তায়ুধ! বন্দী কর'—রাজদ্রোহীদের।

(দীপ্তায়ুধ অগ্রসর হইতেই—শিবায়ন তরবারি খুলিয়া, তাঁহার পথ রোধ করিয়া সগর্ব্বে কহিলেন)

শিবায়ন। সাবধান যোদ্ধা! এমন শক্তিমান এ-রাজ সভায় কেউ নেই, যে—আমাদের কেশাগ্রও স্পর্শ-ক'রতে পারে।

দীপ্তায়ুধ। মহারাজ!—

(উত্তেজনায় তরবারি অর্দ্ধ-নিষ্কাশিত করিয়া রাজাদেশের নিমিত্ত রত্নবাহুর মুখপানে চাহিলেন)

রত্নবাহু। প্রয়োজন নেই—দীপ্তায়ুধ। অভিযোগকারি! জানি-না তোমাদের অভিযোগ সত্য কিনা,—কিন্তু প্রমাণাভাব। তোমাদের সন্তুষ্ট ক'রতে পারলুম-না ব'লে, আমি দুঃখিত।

বিনায়ক। এস শিবায়ন। কোনো প্রয়োজন নেই আর এ-নিষ্ফল-সম্ভাবনার দ্বারে—হাত পেতে দাঁড়িয়ে থেকে।

[বিনায়ক ও শিবায়ণ চলিয়া গেলেন]

রত্নবাহু। মন্ত্রী. আজ আমি বড়ই ক্লান্ত। সভাসদগণ! আজিকার মত সভা ভঙ্গ হোক্।

(রত্নবাহু—সভাগৃহ ত্যাগ করিলেন। বিশঙ্ক ও অমাত্যগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া গেলেন)

বিরাধন। দীপ্তায়ুধ! আমি বেশ বুঝতে পারছি, এ আর কিছুই নয়, আমাদের বিরুদ্ধে, বিশঙ্কের একটা চাল মাত্র। যাও, এখনই তুমি

—দ্রুতগামী অশ্বে, ওদের পশ্চাদ্ধাবন কর'। যেন পথিমধ্যেই তুমি —ওদের হত্যা-ক'রতে পার'।

[দীপ্তায়ুধ চলিয়া গেলেন]

কি স্থির-ক'রলে বিষদ? মন্ত্রীত্ব, না ভিক্ষুকত্ব?

বিষদ। আজ্ঞে, এখনও কিছুই ঠিক ক'রে উঠ্‌তে পারিনি। আমি আরও কিছু সময় চাই।

বিরাধন। বেশ!—কিন্তু সত্বর।

[উভয়ে চলিয়া গেলেন]

দ্বিতীয় দৃশ্য

সুজাতার শয়ন-কক্ষ

(সুজাতা ভাবিতেছিলেন)

সুজাতা। বিশঙ্ক, আর সিংহাসন,—দু'টীকে একসঙ্গে পাওয়া, এখন-দেখ্‌ছি একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু আমি কি-করি? কা'কে রেখে—কা'কে চাই? কি আমার কাম্য? প্রেম, না প্রভুত্ব? জ্যোৎস্না, না রৌদ্র? (একটু চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, বিশঙ্ককে-তো আমি ডেকে পাঠিয়েছি। এখনি সে আসবে। দেখি, আমার মুখের দিকে-চেয়ে কেমন ক'রে সে—আমার পিতার কথায় অসম্মত হয়!

(বিরাধন সহসা সেই কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন)

বিরাধন। কিন্তু সত্যই যদি সে—অসম্মত হয় সুজাতা?

সুজাতা। কেন-সে অসম্মত হবে বাবা? তুমি-যে এই বৃদ্ধ-বয়সেও এত-ক'রছ, সে-তো শুধু আমার—আর তা'রই মঙ্গলের জন্য।

বিরাধন। সেটা দেখবার মত' দৃষ্টি-শক্তি ওর নেই সুজাতা। ওর চোখে রাজ-ভক্তির একটা দুরারোগ্য-ছানি প'ড়েছে।

সুজাতা। ও-ছানি কি—কিছুতেই সারে-না বাবা?

বিরাধন। সারে মা,—সারে।—যদি ঠিক উপযুক্ত অস্ত্রোপচার করা যায়, কিন্তু আমি কি-ভাব্‌ছি জানিস্ মা? বিশঙ্কের ওপর—সে অস্ত্রোপচার তুই সহ্য-ক'রতে পারবি কি না!

সুজাতা। কেন পারব'-না বাবা? আমি-তো তোমারই মেয়ে! আমার জন্মে—তোমারই রক্ত, শিক্ষায় তোমারই প্রভাব, যাত্রায় তোমারই প্রদর্শিত-পথ। তবে কেন পারব'-না বাবা? তুমি কি মনে কর', ভালবাসার-দুর্ব্বলতায় আমি লক্ষ্যভ্রষ্ট হব'? নারীত্বের-কমনীয়তায় কর্ত্তব্য ভুলে যাব? প্রেমের-প্রলোভনে সৌভাগ্যকে—উপেক্ষা ক'রব? কোন চিন্তা নেই বাবা। জেনে রেখ,' মেঘ জল-ভরা হ'লেও—বজ্রদীপ্তিরও জন্মভূমি।

বিরাধন। এই-তো আমার-মেয়ের উপযুক্ত কথা। প্রেম জিনিসটা—আসলে কি-জানিস্ মা? ওটা একটা মানসিক-ব্যাধি। ও মানুষকে দুর্ব্বল করে, কর্ত্তব্য ভুলিয়ে দেয়, আলেয়ার মত জীবনকে বিপথে নিয়ে যায়। বিশঙ্কের মত,—সামান্য একজন সেনাপতি-তো দূরের কথা, এই বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী-গান্ধারের রাজসিংহাসন—যদি কোনো-রকমে একবার আমরা হস্তগত-ক'রতে পারি, তা'হলে কাশী, কাঞ্চী, কোশল, কৌশম্বী, মগধ, মিথিলা, যে-কোনো দেশের রাজপুত্র, তোর পাণিগ্রহণ ক'রতে-পেলে, নিজকে ধন্য ব'লে মনে ক'রবে। তোর-যে এতদিন আমি বিয়ে দিইনি, সে-তো শুধু এই-আশাতেই মা। এতদিন পরে—আজ আমার আশা-লতায় মুকুল ধ'রেছে এখন তুই-কি মা আমার—

সুজাতা। আমার জন্য—তোমার কোনও চিন্তা নেই বাবা। আমাদের এই উচ্চাকাঙ্ক্ষায়, বিশঙ্ক যদি তা'র আন্তরিক-সহানুভূতি না-দেখায়, আমাদের এই গতি-পথে বিপদের অন্ধকারে, সে-যদি তার বীরত্বের বর্ত্তিকা তুলে না ধরে, বিপক্ষের বাধা অপসারণে সে-যদি তা'র সমস্ত-শক্তি দিয়ে—আমাদের সাহায্য না-করে, তবে তার-সঙ্গে আর আমাদের—কোনো সম্বন্ধই থাকবে না।

বিরাধন। ঠিক ঐ-কথাটাই আমি এতক্ষণ তোর মুখ-থেকে শুনতে-চাইছিলুম—মা। সাহায্য করা দূরে থাক, বিশঙ্ক, তা'র সমস্ত শক্তি-নিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে-দাঁড়াতে আরম্ভ ক'রেছে। কিন্তু সত্যি-ব'লতে কি মা, তা'র সঙ্গে বিবাদ-ক'রতে—আমার একটুও ইচ্ছা-নেই। আমি জানি, আজ যদি আমি কৃতকার্য্য হই-তো সে-সাফল্যের উত্তরাধিকারী-তো একদিন তুই—আর সেই হ'বে। কিন্তু-সে এ কথাটা কিছুতেই বুঝতে চাইছে-না। তুই একবার তা'কে বোঝাতে চেষ্টা ক'রে দেখিস্ মা। বোঝে, ভালই। আর একান্তই যদি না-বোঝে তো—তখনকার ব্যবস্থা আমি নিজেই-ক'রব'। কিন্তু সাবধান, মনে রাখিস্ মা, মানসিক বল, আর লক্ষ্যাভিমুখে একাগ্রদৃষ্টি না-থাকলে—মানুষ কখনো জগতে উন্নতি-লাভ ক'রতে পারে-না।

[চলিয়া গেলেন।

সুজাতা। আমার জন্যে—বাবা দেখছি বড়ই দুর্ভাবনায় প'ড়েছেন। তাঁ'র ভয়,—পাছে আমি ভেঙ্গে-পড়ি। কিন্তু এ-ভয় তাঁ'র কেন? সত্যই আমার ভেঙে-পড়ার কোনো কারণ আছে? সত্যই বিশঙ্ককে-কি আমি মন-প্রাণ দিয়ে ভালবাসি? কই, আমি তো-তা' বুঝতে পারি-না কিছু! তা'কে বিয়ে ক'রলে আমি সুখী হ'তে পারি—

হয় তো, কিন্তু আর কাউকে বিয়ে ক'র্‌লে আমি যে, সুখী হ'তে পারব'-না, এরই-বা এমন নিশ্চয়তা কি!

(বিশঙ্ক উপস্থিত হইলেন)

বিশঙ্ক। সুজাতা!

সুজাতা। কে? বিশঙ্ক! এস। আমি তোমারি জন্য অপেক্ষা ক'রছিলুম এতক্ষণ।

বিশঙ্ক। শুনে সুখী হ'লুম। কিন্তু আমার-জন্যে তোমাকে আর এ-রকম কষ্ট—বেশী দিন স্বীকার ক'রতে হ'বে-না সুজাতা।

সুজাতা। তা'র মানে?

বিশঙ্ক। মানে এই-যে, ঝড় উঠ্‌ছে সুজাতা। সেই ঝড়ে—তুমি, আমি কে কোথায়-যে ছিট্‌কে যা'ব, তা'র কোনো ঠিক নেই।

সুজাতা। তুমি কি-ব'লছ বিশঙ্ক? আমি তোমার কথা ঠিক বুঝ্‌তে পারছি-না।

বিশঙ্ক। তুমি-তো বুদ্ধিহীনা নও সুজাতা। আচ্ছা বেশ, একান্তই যদি তুমি বুঝ্‌তে না-পেরে থাক, তাহ'লে আমি না-হয় নিজেই তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। শোন'। তোমার পিতা—রাজদ্রোহের গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তিনি চান, রাজাকে সিংহাসনচ্যুত ক'রে নিজেই রাজা হ'তে। কিন্তু—

সুজাতা। ভুল-বুঝেছ তুমি। তিনি রাজাকে সিংহাসনচ্যুত-ক'রে তোমারই ভবিষ্যতকে—উজ্জ্বলতর করে' তুল্‌তে।

বিশঙ্ক। অর্থাৎ?

সুজাতা। তিনি বৃদ্ধ, অপুত্রক। সিংহাসন-নিয়ে তিনি কি-ক'রবেন বিশঙ্ক? ক'দিনই বা-আর বাঁচবেন তিনি? তিনি চান, তাঁর

একমাত্র-কন্যাকে, তোমার হাতে সম্প্রদান-ক'রে, তোমাকেই তাঁ'র জীবনব্যাপী চেষ্টার সাফল্য-সম্ভোগের উত্তরাধিকারী ক'রে রেখে-যেতে !

বিশঙ্ক। কিন্তু আমি-তো তা চাইনি সুজাতা। তাঁ'র কন্যা—আমার কাম্য হ'তে পারে, কিন্তু তাঁ'র ঐশ্বর্য্য নয়। কিসের অভাব আমার ? কেন যাব'-আমি এই নিরুদ্বেগ শান্তি ও শৃঙ্খলার আবহাওয়াকে মথিত ক'রে—একটা বিপ্লবের ঝড়-তুল্‌তে ? কি-অপরাধ ক'রেছেন আমাদের রাজা ? কোন্-দোষে—দোষী তিনি ?

সুজাতা। সহস্র দোষে। তিনি ভীরু, কাপুরুষ, দুর্ব্বল-চিত্ত, রাজ্য-শাসনের—সম্পূর্ণ অযোগ্য।

বিশঙ্ক। রাজা—রাজ্য-শাসন করেন-না সুজাতা,—রাজ্যশাসন করে—তার পারিষদগণের মন্ত্রণা। ত্রুটি যদি কিছু হ'য়ে থাকে তো—সে-অগৌরব তা'দেরই।

সুজাতা। কিন্তু রাজা-আমাদের ঘোর মদ্যপায়ী।

বিশঙ্ক। সেটা তোমারই পিতার—কর্ম্মতৎপরতার উদাহরণ।

সুজাতা। এ তোমার মিথ্যা দোষারোপ বিশঙ্ক।

বিশঙ্ক। মিথ্যা হ'লেই—আমি সব চেয়ে সুখী-হ'তুম সুজাতা।

সুজাতা। তা' হ'লে আমার পিতাকে—সাহায্য ক'রবে-না তুমি ?

বিশঙ্ক। সাহায্য করা-তো দূরে থাক্, আমি তা'কে বাধা দেব'। প্রয়োজন হ'লে—আমি তা'র বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণেও কুণ্ঠিত হব'-না।

সুজাতা। কিন্তু তা'তে যদি আমাকে হারা'তে হয় ?

বিশঙ্ক। হারাব'। বুঝব' অদৃষ্টের লেখা। অন্যায়ের প্রতিরোধ ক'রতে যদি আমার জীবন-পর্য্যন্ত হারাতে হয়—তো তা'তেও আমি সঙ্কুচিত-হ'ব না।

সুজাতা। একটা কথা তুমি আমায়—সত্যি ক'রে ব'লবে বিশঙ্ক?

বিশঙ্ক। কি?

সুজাতা। আমায়-কি তুমি ভালবাস-না?

বিশঙ্ক। আজ হঠাৎ এ-সন্দেহ কেন সুজাতা?

সুজাতা। সন্দেহ-যে আজ তুমিই জাগিয়ে-দিচ্ছ প্রিয়তম। আমার পিতার বিরুদ্ধে যদি অস্ত্রধারণে অগ্রসর হও, তা'হলে তোমার-আমার মিলন-আশা যে—সুদূর পরাহত, তা-তো তুমি জান'। তবু তুমি—

বিশঙ্ক। ভুল বুঝেছ তুমি। কলুষিত কামনাই—দৈহিক-মিলনকে বড় ক'রে দেখে। প্রকৃত ভালবাসা-যা' তা' নিষ্কাম। প্রকৃত প্রেমের অধিকারী-যে, সে তুচ্ছ মিলন কামনায় ব্যগ্র হয় না। জন্মজন্মান্তর-ধ'রেও প্রতীক্ষা ক'রবার ধৈর্য্য সে রাখে। এ জীবনে যদি মিলন আমাদের না-ই হয়, ক্ষতি কি তা'তে? জন্মান্তরের মিলন-আশায় উন্মুখ হ'য়ে বসে থাকব' আমরা। মনে রেখ' সুজাতা কাম মানুষকে পশু করে, কর্ত্তব্য ভুলিয়ে দেয়; কিন্তু প্রেম, মানুষকে দেবতা করে. বিবেকের চোখ-খুলে দেয়। এ-জীবন আমাদের কর্ত্তব্যের দাস। সেই কর্ত্তব্য যদি আমাদের, দৈহিক মিলনের মাঝে, ব্যবধানের-প্রাচীর তুলে দাঁড়ায়, তা'হ'লে প্রবৃত্তির-তাড়নায় তা'কে ধুলিস্যাৎ-করে অপৌরুষের গ্লানি দিয়ে, আমার জীবনকে—আমি অপমানিত-ক'রতে চাই না।

সুজাতা। কিন্তু—আমার পিতার-বিরুদ্ধে তোমার এই চেষ্টা-যে কতদূর অকিঞ্চিৎকর, তা' কি তুমি—কোনোদিন ভেবে দেখেছ?

বিশঙ্ক। না। আর, তা'র কোনো প্রয়োজন-আছে বলেও—আমি মনে করি না। আমি জানি, পিতা তোমার সকলের অগোচরে—

অনেকদূর অগ্রসর হ'য়েছেন। হয়ত' আমার এ-চেষ্টা ব্যর্থ হবে। কিন্তু চেষ্টা-যে আমি ক'রেছি, একথা ব'লেও আমার মনকে—আমি সান্ত্বনা-দিতে পারব'-তো ?

(সহসা সসৈন্যে বিরাধন আসিয়া উপস্থিত হইলেন)

বিরাধন। কিন্তু সে-অবকাশ আমি তোমাকে দেব'-না। সৈন্যগণ ! বন্দী-কর' ঐ দুর্ব্বৃত্তকে।

(সৈন্যগণ বিশঙ্ককে বন্দী করিবার জন্য অগ্রসর হইল)

বিশঙ্ক। সৈন্যগণ ! সশস্ত্র-বীর তোমরা। আমি নিরস্ত্র, নিঃসহায়। নিরস্ত্রকে বিনা যুদ্ধে বন্দী করা বীর-ধর্ম্ম নয়। তেমন শিক্ষাও—কোনোদিন তোমাদের দিই-নি আমি। আর কিছু চাই-না,—শুধু একখানা অস্ত্র। আমায় পরীক্ষা ক'রে নিতে দাও—কতখানি শক্তি, কতখানি বীরত্ব, কতখানি পৌরুষ-নিয়ে তোমরা এমন গুরুদ্রোহী, রাজদ্রোহী-হ'তে সাহসী হ'য়েছ ?

বিরাধন। (অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন) হাঃ—হাঃ—হাঃ ! এ-রাজ্যের প্রধান সেনাপতি হ'লেও—রাজনীতিতে তুমি অতি-শিশু। গুরুভক্তিই বল', আর রাজভক্তিই বল',—সব উড়িয়ে দেওয়া যায়। কি-সে জান ? টাকায়। টাকার জোরে, পূবের সূর্য্যকে পশ্চিমে—ওঠানো যায়। সৈন্যগণ !—

(বন্দী করিতে ইঙ্গিত করিলেন। সৈন্যগণ অগ্রসর হইয়া বিশঙ্ককে বন্দী করিল। সুজাতার চক্ষু দুইটি জলে ভরিয়া উঠিয়া টপ্ টপ্ করিয়া ফোঁটা পড়িতে লাগিল, তিনি চোখে আঁচল চাপা দিয়া মুখ ফিরাইয়া লইলেন। বিরাধন কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ না-করিয়া সৈন্যগণকে আদেশ করিলেন)

যাও—আমার প্রাসাদের দক্ষিণ-কোণে, ভূগর্ভের অন্ধকার-কারাগারে আটক ক'রে রাখ'-গে।

(সৈন্যগণ বিশঙ্ককে বন্দী করিয়া লইয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময়ে, সুজাতার দিকে চাহিয়া বিশঙ্ক বলিয়া গেলেন)

বিশঙ্ক। সুজাতা! চমৎকার—তোমার আজকার এই অতিথি-সৎকার!

(বিশঙ্ক চলিয়া গেলে সুজাতা উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন)

সুজাতা। বাবা—বাবা! একি ক'রলে তুমি বাবা,—একি-ক'রলে তুমি!

(বিরাধনের বক্ষে মুখ লুকাইলেন)

বিরাধন। সুজাতা,—সুজাতা,—ছিঃ—মা!

সুজাতা। বুঝ্‌তে পারিনি বাবা,—বুঝ্‌তে পারিনি আমি-আগে যে, আমার হৃদয় এত কোমল!

বিরাধন। কোমলতা নিয়ে রাজ্য-শাসন চলে না। হৃদয় দৃঢ় কর' মা।

[সস্নেহে সুজাতাকে লইয়া চলিয়া গেলেন]

তৃতীয় দৃশ্য

ভৃত্যাবাসের কক্ষ

(সুব্রত ও তরলা)

(দ্বৈত গীত)

তরলা। বলি, রোজ রাতে তুই বেরুস্ কোথা' টুক্ ক'রে'।
আজ্‌কে তোরে রাখ্‌ব ধ'রে' কুলুপ এঁটে ওই ঘরে।

সুব্রত। রূপ যেন তোর্ বোশেখের রোদ, থাক্‌লে কাছে ঘাম ঝরে।
তাই একটুখানি মলয় হাওয়ায় ঘুরে আসি চট্ ক'রে।

তরলা। এমন চটুল চোখের চাউনি আমার রাঙা ঠোঁটের মিঠে হাসি,

সুব্রত। দেখ্‌লে উদাস হয় যেন মন,—ইচ্ছে করে যাই কাশী ;

তরলা। যদি রূপ দেখে মোর বশ না মানিস, উসখুসুনি ফের চলে,

তবে মেরে ঝাড়ু করব গাড়ু রাখ্‌ব ফেলে পা'র তলে।

সুব্রত। বাহাদুর বটিস রে তুই অমন ওষুধ নেই ভূ-তলে ;

যাই যদি ফের আর কখনো,—

তবে উঠ্‌-বোস করাস্‌ কান ধরে'॥

তরলা। ঠিক ?

সুব্রত। ঠিক।

তরলা। মাইরি ?

সুব্রত। মাইরি।

তরলা। তবে আমার গা ছুঁয়ে দিব্যি গাল।

সুব্রত। এই তোর সিঁথের-সিঁদুর' হাতের-নোয়া, পায়ের-মল ছুঁয়ে দিব্যি গাল্‌ছি,—মাইরি, মাইরি, মাইরি।

তরলা। যেন—মনে থাকে।

সুব্রত। আলবৎ থাকবে।—আমার থাক্‌বে. আমার ছেলের থাক্‌বে, আমার নাতির থাক্‌বে, আমার—

তরলা। চোদ্দপুরুষের থাক্‌বে :

সুব্রত। চোদ্দপুরুষের থাক্‌বে।

তরলা। আচ্ছা,—তবে আয়।

[উভয়ে চলিয়া গেল]

চতুর্থ দৃশ্য

গান্ধার-রাজের শয়ন-কক্ষ

(রত্নবাহু একাকী ভাবিতেছিলেন)

রত্নবাহু। মন্ত্রীর কৌশলে দাদা নিহত,—শিবায়ন আজও জীবিত,— আমার চারিদিক ঘিরে—সর্ব্বনাশের-ষড়যন্ত্র! একি সত্য? ভগবান! তোমার জগৎ কি-দুর্ব্বোধ্য! আমি শত-চেষ্টাতেও একে বুঝ্‌তে পারলুম না—কোনো দিন!

(উপাসন আসিল)

উপাসন। হ্যাঁ বাবা! তুমি নাকি আমার দাদাকে—তাড়িয়ে দিয়েছ?

রত্নবাহু। তোমার-আবার দাদা কে, বাবা?

উপাসন। হ্যাঁ-গো, মা ব'লেছেন, আমার একজন দাদা আছেন। সেই অনেক দিন আগে,—আমি যখন জন্মাই নি,—তখন তিনি নাকি, তাঁ'র বাবার সঙ্গে, দেশ বেড়াতে গিয়ে—এই এতদিন আর ফেরেন-নি। তা'রপর সেদিন তিনি যখন ফিরে এলেন, তখন তুমি-তাঁকে তাড়িয়ে-দিলে! তাঁকে তাড়িয়ে দিলে কেন বাবা?

রত্নবাহু। এসব কথা তোমাকে কে-ব'লেছে উপাসন?

উপাসন। সবাই-তো ব'লছে বাবা। আচ্ছা,—দাদা এখানে-থাক্‌লে আমার খুব মজা হ'ত, না বাবা? আমি কেমন তলোয়ার চালাতে শিখেছি, দাদাকে দেখিয়ে দিতুম। রোজ সকালে—আমি ঘোড়ায়-চড়ে, দাদার সঙ্গে বেড়াতে যেতুম। সন্ধ্যাবেলা দাদার কোলে-ব'সে গল্প শুনতুম! হ্যাঁ-বাবা! দাদা-কি আমাকে গল্প ব'ল্‌তেন-না?

রত্নবাহু। ব'ল্‌তেন-বৈকি বাবা।

উপাসন। তা'হ'লে আমিও তাঁ'কে, আমার গান শুনিয়ে দিতুম। খুব মজা হ'ত, না বাবা? দাদা গল্প ব'ল্‌তেন, আর আমি—গান গাইতুম।

রত্নবাহু। তুমি গান গাইতে পার' উপাসন?

উপাসন। হ্যাঁ। তুমি শুন্‌বে বাবা?

রত্নবাহু। কই, গাও-তো বাবা, শুনি।

উপাসন। (গীত)

ওগো, অমিয়-মাখানো হরির নামটি,
মধু-মাখা হরিনাম।
সে যে স্বপন-বুলানো, পরাণ জুড়ানো,
ভুবন-ভুলানো নাম॥
সে-নাম শ্রবণে শুনিলে,
অথবা বদনে আনিলে,
নামে আকাশ হইতে আঁধার ধরাতে—
উজল স্বর্গ ধাম॥

রত্নবাহু। বাঃ বেশ গান। এ-গান তুমি কা'র কাছে শিখেছ বাবা?

উপাসন। সনাতন-দাদার কাছে। আচ্ছা বাবা, তুমি তো আমার গান শুন্‌লে, কিন্তু দাদাকে আমি—আমার গান শোনাব' কি-ক'রে?

রত্নবাহু। তিনি যখন আবার এখানে আস্‌বেন, তখন তুমি—তাঁ'কে তোমার গান শুনিও।

উপাসন। আর-তো তিনি এখানে আস্‌বেন-না বাবা। তুমি যে তাঁ'কে তাড়িয়ে দিয়েছ! তুমি তাঁ'কে ফিরিয়ে আন্‌তে—লোক পাঠাও-না বাবা!

রত্নবাহু। আচ্ছা পাঠাব'। অনেক রাত হ'য়ে গেছে; যাও, তুমি শোওগে-যাও বাবা।

উপাসন। কবে পাঠাবে বাবা?

রত্নবাহু। শীগ্‌গিরই পাঠাব'খন।

(সত্যবতী আসিয়া উপস্থিত হইলেন)

সত্যবতী। কথাটা যেন শুধু বালক-ভুলানো স্তোক বাক্যই হয় না স্বামী।

রত্নবাহু। তুমি আবার কি-বল্‌তে চাও রাণী?

সত্যবতী। আমি বল্‌তে চাই, তোমার বংশের দুলাল, পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ সহোদরের ঔরসজাত সন্তান, গান্ধার রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী, আজ পথে-পথে ভিক্ষুকের মত' ঘুরে বেড়াবে,—অনাহারে, অনিদ্রায়, গাছের তলায় ব'সে, দিনের-পর দিন, রাতের-পর রাত কাটাবে,—আর তুমি অজস্র-ঐশ্বর্য্য আর বিলাসিতার কোলে-ব'সে, রাজ্য-সুখ ভোগ ক'রবে······ধর্ম্ম তা' সইবে-না স্বামী!

রত্নবাহু। কিন্তু সে-যে প্রকৃতই আমার জ্যেষ্ঠ সহোদরের ঔরসজাত-সন্তান, তা'র-ই বা প্রমাণ কি রাণী?

সত্যবতী। প্রমাণ—তা'র চোখ, তা'র নাক, তা'র কাণ, তার সর্ব্ব-অবয়বের প্রত্যেকটি গঠন। তা'র প্রমাণ—রাজসভাতলে তোমার সেই স্নেহ-কর্কশ আর্ত্তনাদ, তার সেই দুর্জ্জয় নির্ভীক-ভঙ্গী, বিরাধনের সেই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় সভয় দৃষ্টি: কক্ষ-বাতায়ন থেকে—আমি সব দেখেছি স্বামী। পায়ে ধরি তোমার, ফিরিয়ে আন' এ-রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারীকে,—ছেড়ে দাও—শাসন-রজ্জু যোগ্যতর ব্যক্তির হস্তে,—নামিয়ে ফেল' দুর্ব্বহ-দুশ্চিন্তার বোঝা—তোমার ওই বার্দ্ধক্য-শিথিল স্কন্ধ হ'তে। স্বামী! ভেবে দেখ'-দিকি একবার,—এই রাজ্যৈশ্বর্য্য, নামিয়ে-এনেছে তোমায়—কোন্ শ্রদ্ধার-পূজাবেদী থেকে—কোন্ ঘৃণার-পাদপীঠ-তলে!—কোন্ পারিজাত-সুরভিত নন্দন-কানন থেকে—কোন্ গলিত-শবপূর্ণ—পূতিগন্ধময় নির্জ্জন

শ্মশানে!—কোন্ স্বর্গের আলোকৎসব থেকে—কোন্ নরকের অন্ধকারে!

রত্নবাহু। ভেবে দেখেছি রাণী,—অনেক ভেবে দেখেছি। কিন্তু উপায়—কিছু দেখ্‌তে পাইনি। আমি জানি,—আমি এ-রাজ্যের অযোগ্য অধিকারী। আমি বুঝি,—রাজ্য-শাসনের ক্ষমতা আমার নেই। কিন্তু তবু আমি রাজা! অদৃষ্টের পরিহাস রাণী,—ভাগ্যের বিদ্রূপ? শিবায়ন যদিও-বা ফিরে এল', কিন্তু স্নেহের-দাবী নিয়ে সে এল'-না; —এল'—মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ-নিয়ে।

সত্যবতী। আর তুমি এমনি দুর্ব্বল, ভীরু কাপুরুষ যে, তা'র অভিযোগটার সত্যাসত্য—একবার তলিয়ে ভেবে দেখ্‌লে-না। যা'—তা' একটা বিচারের অভিনয়-ক'রে, অম্লান বদনে—ঘোষণা ক'রে দিলে-যে, মন্ত্রী নির্দ্দোষ।

রত্নবাহু। বিচারক আমি—ঠিকই ক'রেছি রাণী। মন্ত্রীর বিরুদ্ধে তা'র বিশেষ-কিছু প্রমাণ ছিল না। কোন সন্তোষজনক প্রমাণ না-পেয়েও সামান্য একজন সাধারণ লোকের অভিযোগে, বিরাধনের মত একজন উচ্চপদস্থ-রাজপুরুষকে শাস্তি দেওয়া কি আমার উচিত হ'ত রাণী?

সত্যবতী। উচিত অনুচিতের কথা জানি না মহারাজ! কিন্তু অভিযোগ যে করতে এসেছিল সে "সামান্য একজন সাধারণ লোক" কখনই নয়। আমার মনে হয়, সে তোমাদেরই বংশজাত সন্তান। তা' না হ'লে তা'র সেই শুষ্ক ম্লান মুখখানি দেখার পর থেকে আমার মাতৃ-হৃদয়ের স্নেহ-পারাবার এমন করে' আর্ত্ত হাহাকারে দুলে দুলে ওঠে কেন? তোমার শিরার রক্তে আজো আত্মীয়তার বঞ্চিত ব্যথা অমন ডুক্‌রে ডুক্‌রে কাঁদে কেন? উপাসনের শিশু-বক্ষে অনাস্বাদিত ভ্রাতৃ-প্রেম অমন ক'রে তাকে হাত-ছানি দিয়ে ডাকে কেন? ফিরিয়ে

আন স্বামী, ফিরিয়ে আন তাঁকে। কাজ কি তোমার আর এই বয়সে পরের বোঝা নিজের মাথায় বয়ে বেড়াবার? যাঁ'র ভার তাকে দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হও। চল, বানপ্রস্থে গিয়ে শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে আত্মোৎসর্গ করে' বাকী জীবনটুকু ধন্য করি গে।

রত্নবাহু। তাই চল রাণী,—তাই চল। সত্যই এ বোঝা আমার দুর্ব্বহ। দাদার অভাবে আমার জীবনের সুখ, শান্তি, আনন্দ—সব যেন একেবারে চিরদিনের মত উবে গেছে! সুখের জন্যে প্রমোদ-ভবনে যাই, শান্তির জন্যে নর্ত্তকীদের আনাই, আনন্দের জন্য সুরা পান করি, কিন্তু সব বৃথা রাণী—সব বৃথা। স্নায়ুর উত্তেজনায় একটা বিস্মৃতি আসে বটে, কিন্তু সে ক্ষণিক। অন্তরের এ শাশ্বত জ্বালার উপশম কিছুতেই হয় না।

সত্যবতী। হ'তে হয়ত পারত স্বামী, কিন্তু সে পথ তুমি দেখতে পাওনি। প্রমোদ-ভবনে সুখ নেই প্রিয়তম, সুখ যদি কিছু থাকে, তবে সে আছে গার্হস্থ্য ধর্ম্মের পবিত্র আচরণে;—নর্ত্তকীদের নাচ-গানে শান্তি নেই প্রাণেশ্বর, শান্তি যদি থাকে, তবে সে আছে সহধর্ম্মিণীর প্রাণ-ঢালা সেবার চন্দনানুলেপনে;—সুরায় আনন্দ নেই স্বামী, আনন্দ যদি কিছু থাকে, তবে সে আছে একমাত্র নারায়ণের নামামৃত পানে। এস আমার অন্তর-কৈলাসের ভোলামহেশ্বর, জাহ্নবী ধারার স্নিগ্ধ সিঞ্চনের মত আজ আমি তোমার সকল জ্বালা জুড়িয়ে দিই গে।

রত্নবাহু। তাই চল রাণী—তাই চল।

[সকলে চলিয়া গেলেন।

———

পঞ্চম দৃশ্য

শবর-রাজ দাণ্ডিকের আবাস গুহার সম্মুখ ভাগ

শ্যামলী একাকিনী গাহিতেছিলেন—

শ্যামলী। (গীত)

ভুলে যেও মোরে সখা, তুমি ভুলিও।
ছিঁড়িও মিলন-মালা, ওগো প্রিয় ॥
হৃদয়-কানন মম উজাড় করিয়া
সাজানু যে ফুল তব চরণ ভরিয়া
নিঠুর আঘাতে তা'রে ফেলিয়া দিও।
যে ফুল ফুটিল রাতে তোমারি আগুনে,
প্রভাত-আলোকে তা'রে আনিও না মনে;
নিশার স্বপন দিনে নাহি স্মরিও ॥

(বিরাঙ আসিয়া ডাকিলেন)

বিরাঙ্। শ্যামলীয়া!

শ্যামলী। কে? ওঃ! তুমি আবার এ সময় এখানে কেন এলে বিরাঙ্?

বিরাঙ্। না আসিয়ে যে হামি রইতে পারেক্ না শ্যামলীয়া। তুহারে না দেখ্‌লে হামার মহুয়ায় মদে নেশা জমেক্ না। কি আছে তুহার ও দু'টি কালো আঁখে, হামি অবাক্ হইয়ে যায়! তু যদি একবার মিষ্টি করিয়ে চাহিয়ে দেখিস্ হামার পানে, হামার আঁধার আকাশে লাখো তারা ঝিক্‌মিকিয়ে ওঠে! কি দিয়ে ভগবান তুহারে গড়িয়েছিল রে শ্যামলিয়া,—কি দিয়ে তুহারে গড়িয়েছিল! গহীন কালো চুলে তুহার শাওন মেঘের ছায়া দুলে, ডাগর দুটি আঁখে তুহার সবুজ বনের মায়া জাগে, নিটোল তুহার নরম গালে ভোর

আকাশের আবীর ফোটে! ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হামি তুহার স্বপন দেখে শ্যামলীয়া,—জাগিয়ে জাগিয়ে হামি তুহার স্বপন দেখে! কি করিয়েছিস্ তু হামাকে রে,—কি করিয়েছিস্ তু হামাকে! হামাকে তু শেষে পাগল করিয়ে দিলি রে।

শ্যামলী। সত্যই তুমি পাগল হয়ে গেছ বিরাঙ্। তা না হ'লে মর্কট হয়ে তুমি মুক্তোর মালা গলায় দোলাতে চাও? তুচ্ছ তৃণ হয়ে তুমি বনস্পতির উচ্চতা চাও?

বিরাঙ। কেন হামি চাইবেক্ না রে? কোন্ ডরে হামি পেঁছিয়ে যাবেক? এই হাতে হামি সিংহীর ঝুঁটি ধরিয়ে তা'র দাঁত গণিয়ে দেখিয়েছে, নেক্‌ড়ে বাঘের জিব ধরিয়ে টানিয়ে ছিঁড়িয়েছে, গণ্ডারের লেজ ধরিয়ে ঘুরিয়ে মারিয়েছে। কোন্ ভয়ে হামি পেছিয়ে যাবেক্ শ্যামলীয়া? তুহার শিবুয়াকে দেখিয়ে নাকি রে? হাঃ হাঃ হাঃ। হামি শুনিয়েছে সেটা রাজার বেটা ছিল। তা'র বাপের মুলুক পরে লুঠ করিয়ে খাচ্ছেক্, আর সে কিনা হামাদের এই জঙ্‌লা দেশে কুত্তার মত পথে পথে ঘুরিয়ে মর্‌ছেক্।—কেন বল্ দিকি? কেন রে? বুকের পাট্টা আছে তা'র? তা' যদি থাকৃত তা' হ'লে সে আপনার হকের গণ্ডা এমন করিয়ে ছাড়িয়ে দিত না। তু'কি হইয়ে গেলি রে শ্যামলীয়া,—তু কি হইয়ে গেলি! সিংহীর মেইয়া হইয়ে তু ভেড়ার সাথে মজ্‌লি রে!

শ্যামলী। সাবধান হয়ে কথা বল ভৃত্য। মনে রেখ, পৃথিবীতে বীর পুরুষ তুমি শুধু একাই জন্মাওনি। কূপমণ্ডূক তুমি;—সমুদ্রের বিশালতা তুমি বুঝ্‌বে কেমন করে'? তুমি বুঝবে কেমন করে' মূর্খ, বসন্তের স্নিগ্ধ শীতল মলয় হাওয়া, কাল বৈশাখীর প্রলয়-নাচনের বিপুল শক্তি লুকিয়ে রাখে তার' কোন্‌খানে!

বিরাঙ। হামি খুব বোঝে শ্যামলীয়া,—হামি খুব বোঝে। তু কুচ্ছু বুঝিস্ না,—এই তো হামার দুঃখু রে! বাপের মুলুক যা'র পয়ে লুঠ করিয়ে থায়, তা'কে তু বীর বলিস্? তুহার মাথা খারাপ হইয়ে গিয়েছে রে,—তুহার মাথা খারাপ হইয়ে গিয়েছে। শিবুয়া তুকে যাদু করিয়ে রাখিয়েছে। হামি তা'কে খুন করবেক্ শ্যামলীয়া, —হামি তা'কে খুন করবে। তা'র রক্ত মাংস হামি কুত্তাকে দিয়ে খাওয়াবে। তু কি মনে করিয়েছিস, হামি তুহার লেগে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে বেড়াবেক, আর তু শিবুয়াকে নিয়ে হাসিমুখে ঘর করবি? সেটি হ'তে হামি দেবেক না কক্ষনো। তু যদি হামার জীবনকে জ্বালিয়ে দিস্, তবে হামিও তুহার জীবনকে জ্বালিয়ে দেবেক্। তু কাঁদ্‌বি তা'র লেগিয়ে, আর হামি কাঁদ্‌বে তুহার লেগিয়ে।

শ্যামলী। তা'ও যদি কোনোদিন সত্যিই হয়, তা' হ'লেও তোমার মত বর্ব্বরকে আত্মদান করার প্রবৃত্তি আমাকে দেন নি বলে' ভগবানকে আমি ধন্যবাদ দেব বিরাঙ্।

বিরাঙ। বর্ব্বর? বর্ব্বর তো হামাকে তু করিয়েছিস্ শ্যামলীয়া,—হামাকে তো তু বর্ব্বর করিয়েছিস্। আগে তো হামি এমনটি ছিল না রে। তু যেত্তো হামাকে এড়িয়ে চল্‌ছিস্, হামি তেত্তো ক্ষেপিয়ে উঠ্‌ছেক্। হামার ঘুমুনো বাঘটাকে তো তু খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জাগিয়ে তুল্‌ছিস্ শ্যামলীয়া। হামার আঁখের আলো তু কাড়িয়ে লিয়েছিস, হামার ভাল-মন্দ সব তু ভুলিয়ে দিয়েছিস. হামাকে তু পাগলা করিয়েছিস্। হামাকে তু বিয়া কর শ্যামলীয়া,—হামি তুকে দুনিয়ার রাণী করিয়ে দেবেক্,—সারাজীবন হামি তুকে মাথায় করিয়ে রাখবেক্। চা'—একবার তু হামার পানে ফিরিয়ে চা,—

(দাণ্ডিক উপস্থিত হইলেন)

দাণ্ডিক। বিরাঙ!

বিরাঙ্। রাজা! (অভিবাদন করিলেন।)

দাণ্ডিক। শুনিয়েছিস্ রে, গাঁধারের রাজা হামার গুরু-বাবাকে অপমান করিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে! হামার গুরু-বাবাকে যে অপমান করিয়েছে, হামি তা'কে ছাড়বেক, না বিরাঙ। পাড়ায় পাড়ায় কাড়া লাগিয়ে দে-তু এক্ষুনি,--ছেলিয়া-বুড়া যে যেথাকে আছেক সব আসিয়ে হামার কাছকে কাল হাজির হ'বেক্। হামি জান দেবেক, তবু এ অপমান সইবেক না কক্ষনো। যা'তু পাড়ায় পড়ায় কাড়া লাগিয়ে দে এক্ষুনি।

(বিরাঙ চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে দাণ্ডিক তাহাকে আবার ডাকিয়া কহিলেন)

শুন, কাড়া দিয়ে আসিয়ে হামার সাথে তু একবার দেখা করিয়ে যাবি।

(বিরাঙ্ চলিয়া গেলেন)

শ্যামলী। বাবা, সত্যিই তা' হ'লে তোমরা গান্ধারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে?

দাণ্ডিক। হাঁ রে বেটি।

শ্যামলী। এই বুড়ো বয়সে আবার তুমি তলোয়ার ধরবে বাবা?

দাণ্ডিক। ধরবেক বৈকি বেটি। গাঁধারের রাজা হামার গুরু-বাবাকে অপমান করিয়েছে, আর হামি কিনা তাই শুনিয়ে চুপটি করিয়ে বসিয়ে থাকবেক?

শ্যামলী। সব বুঝি বাবা।—কিন্তু একে তোমার এই বৃদ্ধ বয়স, তা'র উপর যুদ্ধের গুরুতর পরিশ্রম, ...তাই ভয় হয় পাছে—

দাণ্ডিক। হামি মরিয়ে যায়! হাঃ হাঃ হাঃ!

(উচ্চ হাস্য করিয়া কহিলেন)

এ হাতে আজ হামি পাহাড় গুঁড়িয়ে সমান করিয়ে দিতে
পারেক বেটি। তু কুচ্ছু ভাবিস না রে—তু কুচ্ছু ভাবিস্ না।
এ লড়াই তো হামি এক লহমায় ফতে করিয়ে দেবেক।

[চলিয়া গেলেন।

শ্যামলী। নাহি জানি, কি ঘটিবে এঘোর আহবে!
সর্ব্বনাশি নিয়তির বিষাক্ত নিশ্বাসে
জীবনের কুঞ্জে মোর শুষ্ক ফুলদল
বাসনার বসন্ত উৎসবে!
ঈশ্বরের অভিশাপ
অকালের পুঞ্জ মেঘ সম ঢাকিয়াছে
জীবনের পরিপূর্ণ পূর্ণিমা আমার!
অন্তরের আলোক-দীপালি
নিবায়েছে মহাকাল প্রলয়-ফুৎকারে!
সুখে আছে প্রিয়তম মোর…
জীবনের শুধু এই সুখ-স্বপ্নটুকু,
ভাঙিয়ো না হে শঙ্কর,
বাজাইয়া প্রলয়ের ভৈরব বিষাণ।
দুঃখের এ দাবানলে পুড়ে যদি—
পুড়ে যাক্ জীবন আমার,
হে শঙ্কর,
তা'রে দিও স্নিগ্ধ সুখ, শীতল প্রশান্তি।

(শিবায়ন আসিয়া উপস্থিত হইলেন)

শিবায়ন। অসম্ভব প্রার্থনা তোমার ;
শঙ্করের সাধ্য নাহি করিতে পূরণ।
মনে পড়ে শ্যামলী তোমার,
একদিন নিজে তুমি বলেছিলে মোরে'—
তোমার-আমার
জীবনের স্বর্ণ-সূত্র দু'টী, যুগে যুগে,
জন্ম-জন্মান্তরে,
নিত্য নব প্রেমের গ্রন্থিতে,
জড়াইয়া গেছে কোন্ অচ্ছেদ্য বন্ধনে।
বাক্য যদি সত্য হয় তব,
তবে বল,—বল তুমি মোরে
কেমনে শঙ্কর,
দুঃখের দাহন-কুণ্ডে দগ্ধ করি'
জীবন তোমার,
দেবে মোরে স্নিগ্ধ সুখ, শীতল প্রশান্তি !

শ্যামলী। ভুল,—ভুল,—
ভুল বলিয়াছি আমি তোমা শিবায়ন।
নিষ্ঠুরা নিয়তি তক্ষী নখে ছিঁড়িয়াছে
আমাদের জীবনের সে গ্রন্থি-বন্ধন।
রাজবংশে জন্ম তব, আর্য্য-পুত্র তুমি ;
আর আমি অনার্য্যের পালিত তনয়া,—
কুলশীল পরিচয় মোর
অজানা সে অতীতের অন্ধকারে ঢাকা।

আকাশের সূর্য্য তুমি প্রদীপ্ত ভাস্কর,
মৃত্তিকার মেয়ে আমি সূর্য্যমুখী ফুল ;
তোমার আমার
অসম্ভব মিলনের নাহি অধিকার।
সুদূর আকাশ-বক্ষে তুমি র'বে জেগে,
বসুধার বক্ষ হ'তে
চেয়ে র'ব অপলক আমি তোমা পানে ;
আমাদের মাঝখানে
দীর্ঘশ্বাসে আন্দোলিবে
অন্তহীন বায়ু-সিন্ধু চঞ্চল তরঙ্গে !—
এ জন্মের ভাগ্য লেখা ইহা আমাদের।

শিবায়ন। মুছে দেব ভাগ্য-লেখা বক্ষের শোণিতে।
কিন্তু একি অসম্ভব কথা
উচ্চারিলে তুমি আজি অম্লান বদনে !
ওগো অকরুণা,
হেন বাণী কহিবার আগে
জড়া'ল না একবার জিহ্বাগ্র তোমার ?
ঝরিল না দীর্ঘশ্বাস
অন্তরের অন্তস্তল হ'তে ?
মুহূর্ত্তের তরে
কাঁপিল না সুকোমল বক্ষস্থল তব ?
এই যদি মনে ছিল তব, তবে,
কেন মোর জীবনের অকূল সমুদ্রে
দেখা দিলে অচঞ্চল ধ্রুবতারা রূপে ?

কেন আঁখি-দীপ জ্বালি উদাস পথিকে
শান্তিময় গৃহ কোণে ডেকেছিলে তুমি ?
কেন তবে, পাতি' দিয়া বক্ষের কুলায়
প্রলোভন দেখাইলে আকাশ-বিহঙ্গে ?

শ্যামলী। তখন বুঝিনি প্রিয়, রাজপুত্র তুমি।
তাই, কুলশীলহারা,
ভাগ্যহীনা ভিখারিণী আমি
অসম্ভব বাসনারে
দিয়াছিনু অন্যায় প্রশ্রয়।

শবায়ন। সত্য বটে রাজ-বংশে জন্ম মোর,—
রাজপুত্র আমি ;
সত্য বটে কুলশীল পরিচয় তব
অজ্ঞাত জগতে ;
সমাজের বিকৃতি বিধানে, সত্য বটে
অসম্ভব আমাদের দাম্পত্য মিলন।
কিন্তু প্রিয়তমে,
সমাজ-শাসন ভয়ে হৃদয়-ধর্ম্মেরে
কণ্ঠে চাপি' করিব বিনাশ ?
হ'তে পারি ভিন্ন জাতি,—
কিন্তু মানব-মানবী মোরা ;—
একসৃষ্টি একই বিধাতার।
সৃষ্টি রক্ষা তরে সেই বিধাতৃ নির্দ্দেশে,
পরস্পর মিলনের যে তীব্র কামনা,
উদ্বেলিত সিন্ধু সম,

উচ্ছ্বসিছে মানব-হৃদয়ে,
পারে কি রোধিতে তা'রে বালির বন্ধন—
জন্ম আর জাতে গড়া তুচ্ছ ব্যবধান !

শ্যামলী। পায়ে ধরি প্রিয়তম তব,
আত্মহারা হইও না তুমি।
বুঝে দেখ মনে,—
ক্ষত্রিয় সন্তান তুমি,—রাজার নন্দন ;
ভিক্ষুক রমণী আমি পরিচয়হীনা !
আমি যদি হই তব জীবন-সঙ্গিনী,
অপযশ বিঘোষিবে জগত তোমার।
আমা লাগি' লোক-চক্ষে হীন হ'বে তুমি,
কোন্ প্রাণে প্রিয়তম, সহিব তা' আমি ?
না—না—
অসম্ভব পরিণয় তোমায়-আমায়।

শিবায়ন। তা'রো চেয়ে অসম্ভব
তোমা ছেড়ে একা মোর বাঁচা এ জগতে।
ঘোষুক জগতময় অপযশ মোর,
করুক্ লাঞ্ছনা মোরে জগতের লোকে,
লোক-নিন্দা, অপমান,
হোক্ মোর অঙ্গের ভূষণ,—
কিছু মাত্র ক্ষতি নাহি গণি।
তুমি যদি সুপ্রসন্ন আঁখি দু'টি তুলি'
চাহ মোর মুখপানে শুধু একবার,
দেবতা-দুর্লভ হ'বে জীবন আমার !

তোমার প্রণয় স্পর্শ আনন্দ-উচ্ছল,
ঝরে যদি গিরিদরী গঙ্গোত্রী সমান
সর্ব্বাঙ্গে আমার, তবে,
কোথা'রবে কলঙ্কের কৃষ্ণ-পঙ্ক-লেখা ?
প্রদীপ্ত সূর্য্যের মত প্রচণ্ড গৌরবে
জ্বলিব উজ্জ্বল আমি চির জ্যোতিষ্মান্,
মোর পানে চাহি-নিমেষে নিবিয়া যাবে
পৃথিবীর লক্ষ আঁখি-তারা !
শ্যামলী,—শ্যামলী,—কর' না বঞ্চনা আর'
ধরা দাও,—ধরা দাও সোনার হরিণী,
আগ্রহ আকুল মোর বাহু-পাশে আজি।

(শিবায়ন আত্মহারা হইয়া শ্যামলীকে আলিঙ্গন করিতে
উদ্যত হইলে সহসা বিরাঙ আসিয়া
গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন)

বিরাঙ্। খবরদার যোয়ান !

(শিবায়ন চমকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিলেন)

বাঘের মুখ হইতে তু শিকার ছিনিয়ে লিয়ে যা'বি, মনে ভাবিয়েছিস্ কি, তুহার গায়ে আঁচড়টিও লাগবেক্ না ? তা' হবেক্ না শিবুয়া। হামি বাঁচিয়ে থাক্‌তে সেটী হ'তে দেবেক্ না কক্ষনো। হামি তুহারে খুন করবেক্। লে তলোয়ার ধর তু। বাঘের মুখে শিকার ধরিয়ে তু টানাটানি করিস্,—হামি আজ পরখ করিরে দেখ্‌বেক্ কেত্তো শক্তি আছে তুহার কব্জিতে ! লে, শির বাঁচা তু আপনার।

(বিরাঙ সহসা তলোয়ার খুলিয়া শিবায়নকে আক্রমণ করিলেন ! শিবায়ন তৎক্ষণাৎ তরবারি খুলিয়া সে আঘাত প্রতিরোধ করিলেন। বিরাঙ ক্ষান্ত হইলেন না, পুনরায় আক্রমণ করিলেন। অগত্যা উভয়ে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর বিরাঙের তরবারি হস্তচ্যুত হইল। শিবায়ন তাহার বক্ষদেশে তরবারির অগ্রভাগ স্থাপন করিয়া কহিলেন।

শিবায়ন। এইবার বিরাঙ,
মোর করতল গত জীবন তোমার।

বিরাঙ। জান লিয়ে লে শিবুয়া—হামার এ জান তু লিয়ে লে। হামি জানে বাঁচিয়ে থাক্‌লে তুহারে সুখে থাক্‌তে দেবেক্ না। এ অপমান হামি সারা জীবন মনে করিয়ে রাখবেক্।

শিবায়ন। তা'র সঙ্গে আরো মনে রেখ,
বিজয়ীর অযাচিত অসীম করুণা,—
করিয়া মূষিক হত্যা
করেনি নে কলঙ্কিত বীরহস্ত তা'র।

[বিরাঙের বক্ষ হইতে তরবারি উঠাইয়া লইয়া কহিলেন]

যাও, স্বচ্ছন্দে গমন কর'।

শ্যামলী। শিবায়ন, চল ওই ছায়া-তরু-মূলে ;
আন্দোলি' অঞ্চল মোর করিয়া ব্যজন
রণক্লান্তি আমি তব করিগে মোচন।

শিবায়ন ও শ্যামলী চলিয়া গেলেন

বিরাঙ। হামাকে না মারিয়ে তু রাখিয়ে গেলি শিবুয়া,—তু আপনার মরণ বীজ পুতিয়ে গেলি। হামি তুকে ছাড়্‌বেক্ না কক্ষনো।

মারবেক্—হামি নিশ্চয় মারবেক্ তুকে। লড়ায়ে তু হামাকে হারিয়ে দিয়েছিস্'—বে-লড়ায়ে হামি তুকে চোরা মার মারিয়ে সাবাড় করবেক্। [চলিয়া গেলেন]

ষষ্ঠ দৃশ্য

মন্ত্রণা-কক্ষ

দীপ্তায়ুধ ও বিরাধন কথা কহিতেছিলেন

দীপ্তায়ুধ। প্রাণপণে ঘোড়া ছুটিয়ে গিয়েও সেদিন আমি তা'দের ধর্‌তে পারিনি। তা'দের ঘোড়ার মত দ্রুতগামী ঘোড়া আমাদের এই গান্ধার-রাজের ঘোড়াশালে একটিও নেই। তবে তা'দের সম্বন্ধে যে সংবাদটুকু আমি সংগ্রহ করেছি, আমার মনে হয়, আমাদের কাছে তা'র মূল্য আছে।

বিরাধন। কি ?

দীপ্তায়ুধ। তা'রা শবর-রাজ দণ্ডিকের আশ্রয়ে শবর-পল্লীতে বাস করে।

বিরাধন। হুঁ।

দীপ্তায়ুধ। তা'দের হত্যা করাই যদি আপনার উদ্দেশ্য হয়, তবে সেইখানেই গুপ্ত-ঘাতক পাঠিয়ে কাজ হাসিল করার চেষ্টা করাই ভাল।

বিরাধন। তা' মন্দ নয়।

দীপ্তায়ুধ। আমি আরো শুনেছি' শবর-সেনাপতি বিরাঙ শিবায়নের ওপর মোটেই প্রসন্ন নয়। চেষ্টা করলে হয়ত সেও আমাদের প্রয়োজনে লাগ্‌তে পারে।

বিরাধন। হুঁ। কিন্তু গুপ্ত ঘাতক নয়, তুমি নিজেই যাও দীপ্তায়ুধ!—এই রাত্রেই। চল, তোরণদ্বার পর্য্যন্ত আমি তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

উভয়ে চলিয়া গেলেন এবং সুব্রত সেই কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল

সুব্রত। ওরে বেটা মিট্‌মিটে ডান, তলে-তলে এতদূর,—য়্যাঁ। অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে দোরের আড়াল থেকে আমি সব শুনেছি। ওঃ! ভগবান, এত পাপও তুমি সইছ ঠাকুর! আচ্ছা, আমিও তোমাদের আশার গুড়ে বালি দিচ্ছি, দাঁড়াও।

[চলিয়া গেল।

বিষদ ও বিরাধন কথা কহিতে কহিতে আসিলেন

বিরাধন। তোমার জন্যেই তোরণ-দ্বারে দাঁড়িয়ে আমি অপেক্ষা করছিলুম বিষদ।

বিষদ। আজ্ঞে, এত রাত্রে আপনি বিশ্রাম না করে"—

বিরাধন। বিশ্রামের অবসর তুমি আর আমাকে দিচ্ছ কই বিষদ?

বিষদ। আজ্ঞে আমি?

বিরাধন। হ্যাঁ-হ্যাঁ তুমি। আমি এখন বেশ বুঝতে পারছি, মূর্খ অপদার্থ যা'রা, তা'দের দরিদ্র থাকাই উচিত।

বিষদ আজ্ঞে—

বিরাধন। এর ভেতরে আর 'আজ্ঞে' নেই। এ একেবারে খাঁটি সত্যি। সামান্য একটা তুচ্ছ কাজের ভার নিতে তুমি যে এত ইতস্ততঃ করবে তা' আমি স্বপ্নেও ভাবিনি কোনোদিন। আজ এখনি আমি তোমার মুখ থেকে একটা শেষ জবাব শুন্‌তে চাই বিষদ। তুমি পারবে কি না? বল।

বিষদ। আজ্ঞে—

বিরাধন। আবার 'আজ্ঞে'! তোমার 'আজ্ঞে' শুনে শুনে আমার কান ঝালাপালা হয়ে গেছে বিষদ! এখন 'আজ্ঞে' বাদ দিয়ে 'হ্যাঁ' কি 'না' তাই বল। মনে কর বিষদ, তোমার সেই পূর্ব্বেকার অবস্থা… তোমার ছেলে-মেয়েগুলির অনাহার শীর্ণ সেই করুণ মুখগুলি,—মৃত্যুচ্ছায়াচ্ছন্ন স্তিমিত নয়নগুলির সেই ম্লান নিষ্প্রভ দৃষ্টি,—জীবন্ত প্রেত-শিশুর মত কঙ্কালসার সেই ক্ষীণ, ক্ষুদ্র দেহ ক'টি। দুধের বাচ্ছা তা'রা—ক্ষুধায় পেট জ্বলে যাচ্ছে, অথচ এত দুর্ব্বল যে ডাক ছেড়ে তা'দের কাঁদবারও শক্তি নেই! ভাঙা কুঁড়ের দাওয়ায় বসে একান্ত নিরুপায় তুমি তাই দেখছ, হাহাকার করছ আর দীর্ঘশ্বাস ফেলছ; অথচ প্রতিকারের উপায় কিছু খুঁজে পাচ্ছ না! মনে কর বিষদ, তোমার স্ত্রীর সেই নিদারুণ রুগ্নবস্থা,—শত ছিন্ন মলিন বস্ত্রে তা'র লজ্জা নিবারিত হচ্ছে না—অর্থাভাবে তা'র ঔষধ নেই, পথ্য নেই, —অথচ সে বাঁচতে চায়,—এ পৃথিবী ছেড়ে যেতে তা'র ইচ্ছে নেই,—কিন্তু তুমি—

বিষদ। কিন্তু আমি গরীব বলে' তা'কে বাঁচাবার জন্যে চিকিৎসক ডাক্‌তে পারিনি, এক ফোঁটা ঔষধ দিতে পারিনি, এক টুকরা পথ্যও দিতে পারিনি! সে আমার মুখের দিকে তা'র যন্ত্রণা-কাতর অসহায় ম্লান চোখ দু'টী মেলে চেয়েছে, অথচ ব্যথা পা'ব বলে' একটি কথাও সে মুখ ফুটে বলেনি। শুধু—

বিরাধন। শুধু নীরব কাকুতিতে নিরক্ত পাণ্ডুর ঠোঁট দু'টি একটু কেঁপেছে, চোখের দু'পাশে চোয়াল বেয়ে হু হু ক'রে জল ঝরে পড়েছে, আর মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাসে বুকের জির জিরে পাঁজ্‌রাগুলো ঠক্ ঠক্ ক'রে বেজেছে! কিন্তু আজ আর তা' কি তোমার মনে

পড়ে বিষদ? বোধ হয় পড়ে না,—কেমন না? আচ্ছা বেশ, আমি তোমাকে আবার সে দৃশ্য দেখা'ব বিষদ। মনে রেখ, এ অক্ষমের মৌখিক আস্ফালন নয়,—এ বিরাধনের প্রতিজ্ঞা।

বিষদ। না, না, আর সে দৃশ্য দেখা'তে হ'বে না আমাকে। আমি জানি. দারিদ্র্যের নরক থেকে উদ্ধার করে' এনে আপনি আমাকে সুখের স্বর্গে বসিয়ে দিয়েছেন।

বিরাধন। কিন্তু নিজের দুর্ব্বলতায় তুমি আজ সে স্বর্গ হারাতে বসেছ বিষদ।

বিষদ। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি আপনাকে, আমি এ দুর্ব্বলতা জয় করব।

বিরাধন। তা' হ'লে তুমি রাজী?

বিষদ। রাজী।

বিরাধন। ঠিক?

বিষদ। ঠিক।

বিরাধন। কিন্তু কাল রাত্রের মধ্যেই।

বিষদ। তাই হবে।

বিরাধন। আচ্ছা, তুমি এখন তবে যেতে পার বিষদ। কিন্তু মনে থাকে যেন।

[বিষদ নীরবে সম্মতি জানাইয়া চলিয়া গেল]

যাক্ আজ তবু বিষদকে নওয়ানো গেছে। কিন্তু যে দুর্ব্বল ওর মন, কাজ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত বিশ্বাস করা যায় না ওকে। দেখা যাক্, কিসে কি হয়। দীপ্তায়ুধ যদি শিবায়নটাকে শেষ করে' আসতে পারে তা' হ'লেই ভবিষ্যৎটা নিষ্কণ্টক হয়। নতুবা আসন্ন যুদ্ধের একটা অনিবার্য্য সম্ভাবনা থেকে যায়! ও কি? কা'র পদ

শব্দ? এত রাত্রে? তবে কি আড়াল থেকে আমার কার্য্যকলাপ কেউ লক্ষ্য করছে নাকি? রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর অতীত, সমগ্র পৃথিবী ঘুমে অচেতন, প্রাণীমাত্র কোথাও জেগে নেই, অথচ—

(গীতকণ্ঠে সনাতন উপস্থিত হইলেন)

সনাতন। (গীত)

ওরে জেগে আছি শুধু আমি।

আমারি মতন আরো একজন

জেগে আছে দিবা-যামী॥

সৃষ্টি হইতে প্রলয় অবধি

জেগে থাকে ওরে সে যে নিরবধি;

করিয়া চালাকী কা'রে দিবি ফাঁকি,

সে যে নিখিল ভুবন-স্বামী॥

বিরাধন। কে তুই? ওঃ, চিনেছি তোকে। তুই পাগল সেজে বেড়াস বটে, কিন্তু তুই তো পাগল ন'স,—তুই বদ্‌মায়েস্। এই কে আছিস্' বন্দী কর এই হতভাগাটাকে।

[সনাতন অট্ট হাস্য করিয়া পুনর্ব্বার গাহিলেন]

সনাতন। (গীত)

আমারে যে তুমি করিবে বন্দী

তোমার তেমন সাধনা কই

কিছুই পারে না বাঁধিতে আমারে

পুণ্য প্রেমের শিকল বই॥

সারাটি জীবন ভরিয়া শুধুই

পাপেরে লইয়া করিলে খেলা,

ভাবিলে না তুমি ভাঙ্গিবে একদা
ভবের হাটের এ মিছে মেলা,
চেয়ে দেখ আজ অস্ত-অচলে
নীরবে তোমার নিবেছে বেলা।
জীবনের রবি পড়িয়াছে ঢলি
আধার নামিছে অদূরে ওই ॥
[চলিয়া গেলেন।

বিরাধন।—কে আছিস্—বন্দী কর্—বন্দী কর্ হতভাগাটাকে।
[সনাতনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাহির হইয়া গেলেন।

সপ্তম দৃশ্য

প্রমোদ-ভবন

সুরাপাত্র ও এক মোড়ক সুতীব্র বিষ লইয়া বিষদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বিষদ। এই পাত্রে সুরা, আর এই মোড়কে সুতীব্র......চুপ,...... দেওয়ালেরও কান আছে,—বাতাস শব্দবহ। কিন্তু......না, আর 'কিন্তু' নয়। ছেলে-মেয়েগুলো না খেতে পেয়ে চোখের ওপর ক্ষিদের জ্বালায় ছট্‌ফট্ করে' মরবে,—আর আমি ধর্ম্মের ছালা পিঠে বেঁধে বসে বসে তাই দেখব,—নাঃ, সে অসম্ভব। পরকালের ভাবনা পরকালেই বসে' ভাবা যা'বে। তা'র জন্যে ইহকাল খোয়ানো আহাম্মুখী ছাড়া আর কিছু নয়। এদিকে মন্ত্রী মহাশয়ের তো সব প্রস্তুত। আমার কাজটুকু শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি রাজপুরীর যে যেখানে আছে, সকলকেই বন্দী করবেন। তা'রপর রাত

পোহালেই তিনি রাজা, আর আমি মন্ত্রী! কিন্তু......না মনটা মাঝে মাঝে বড় বেয়াড়া রকম বিগ্‌ড়ে যাচ্ছে। দু'এক পাত্তর টেনে না নিলে ঠিক সুরে ভিড়ছে না দেখ্‌ছি!

[সুরা-পাত্র হইতে মদ্য লইয়া পান করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে রত্নবাহু আসিয়া উপস্থিত হইলেন।]

রত্নবাহু। বিষদ!

বিষদ। আসুন মহারাজ, ভৃত্য আপনাকে আনন্দ দানের জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

[রত্নবাহুর সম্মুখে মদ্যপূর্ণ পাত্র ধরিলেন]

রত্নবাহু। তোমার এই অকপট রাজভক্তির জন্য আমার ইচ্ছা করে, বিষদ, আমি তোমাকে পুরস্কৃত করি।

[উপবেশন করতঃ মদ্যপান করিয়া কহিলেন]

বিষদ। আপনার সন্তোষই এ গরীবের যথেষ্ট পুরস্কার মহারাজ! [মনে মনে] এবার দেব না কি এক পাত্তর মিশিয়ে? না, আর দু'এক পাত্তর আগে শুধু টানানো যাক্। [প্রকাশ্যে] আসুন মহারাজ!

[মদ্য দান করিলেন]

রত্নবাহু। [মদ্য পান করিয়া] আচ্ছা বিষদ, সেদিন আমার রাজসভায় যে যুবকটি তা'র পিতৃহত্যার জন্য আমার মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে এসেছিল তা'কে তুমি সেদিন দেখেছিলে?

বিষদ। আজ্ঞে, দেখেছিলুম বৈকি।

রত্নবাহু। তা'কে দেখে আর তা'র কথা শুনে তোমার কি মনে হয়েছিল বিষদ, তা'র সে অভিযোগ সত্য?

বিষদ। আজ্ঞে, কি যে তখন মনে হয়েছিল আমার, আর আজ কিন্তু তা' ঠিক স্মরণ নেই।

রত্নবাহু। স্মরণ তোমার না থাকাই উচিত, কারণ তুমি দুর্ব্বল। কিন্তু আমি যে তা'কে কিছুতেই ভুল্‌তে পারছি না বিষদ! সেই উন্নত ললাট, উজ্জ্বল চক্ষু, প্রশস্ত বক্ষ,—আমার অগ্রজের সেই অনির্ব্বচনীয় প্রতিচ্ছবি,—আমি কিছুতেই ভুল্‌তে পারছি না! বিষদ,—বিষদ,—শোনতো, শোনতো, এই বুকে কান পেতে!

[বিষদের মস্তক আপনার বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন]

কি শুন্‌ছ বিষদ?

বিষদ।—আজ্ঞে, ছাদপেটার মত শুধু ঢিপ ঢিপ করে' শব্দ হচ্ছে।

রত্নবাহু। মূর্খ তুমি বিষদ। শুন্‌তে পেলে না—শুন্‌তে পেলে না তুমি,—কে যেন কাঁদ্‌ছে! কাঁদ্‌ছে না? সে যে ডুক্‌রে ডুক্‌রে কাঁদ্‌ছে বিষদ,—তবু তুমি শুন্‌তে পেলে না তার কান্না? কিন্তু আমি পাচ্ছি,—দিনরাত, অবিশ্রান্ত।……বিষদ, মদ কই?—মদ?

বিষদ। এই যে মহারাজ!

(মদ্য দান করিলেন)

রত্নবাহু। [মদ্য পান করিয়া] বিষদ, তোমার নর্ত্তকীদের আজ এখানে দেখছি না যে!

বিষদ। আজ্ঞে, আদেশ হলেই—

রত্নবাহু। হ্যাঁ, নিয়ে এস তা'দের। শুধু সুরা আর সঙ্গীত দিয়ে আমাকে ডুবিয়ে রাখ বিষদ।

বিষদ। কোথায় গো কিন্নরীর দল, আজ তোমাদের গানের গাঙে বান ডাকিয়ে ডুবিয়ে দাও দিকি আমাদের। মনে রেখ, আর যেন ভেসে না উঠি কোনদিন। আসুন মহারাজ!

(মদ্য দান করিলেন)

(গান গাহিতে গাহিতে নর্ত্তকীগণ প্রবেশ করিল ।)

নর্ত্তকীগণ । গীত

দখিণ্ হাওয়ায় কি কথা আজ আস্‌ল ভেসে ফুলের বনে ।
ফুল-কলিরা চোখ মেলে চায় পাতার আড়ে সঙ্গোপনে ॥
কোকিল ডাকে বকুল শাখে নীল আকাশে হাস্‌ছে চাঁদ,
কাহার লাগি' ফুল-পরীরা পাত্‌ল বনে রূপের ফাঁদ ?
কোন্ সে আপন জন,—
যাহার লাগি' গন্ধে পাঠায় প্রাণের নিমন্ত্রণ ?
কোথায় মধুপ সুখের নিশি জাগবে এস ফুল-কাননে ॥

(বিষদের ইঙ্গিতে নর্ত্তকীগণ চলিয়া গেল)

রত্নবাহু ।—[নেশায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন ; বলিলেন] বাঃ ! বেশ গান । চমৎকার নর্ত্তকীগণ ! আমি তোমাদের ওপর ভারি খুসি হ'য়েছি । বিষদ ! ক'ই,—মদ ?

বিষদ । এই যে মহারাজ । [মনে মনে] না, আর দেরী নয়,—এই উপযুক্ত অবসর ।

(বিষ মিশ্রিত করিয়া মদ্য দান করিলেন)

রত্নবাহু । [মদ্য পান করিয়া] একি ! সুরার স্বাদ আজ এমন কেন বিষদ ?

(সহসা কি যেন একটা যন্ত্রণা অনুভব করিয়া)

একি আমার গলার ভেতরটা এমন জ্বালা করছে কেন ?

(ক্রমশঃ যন্ত্রণার তীব্রতা অনুভব করিয়া অস্থির হইয়া উঠিলেন)

উঃ ! জ্বলে গেল,—জ্বলে গেল বিষদ,—জ্বলে গেল ! উঃ ! গলা জ্বলে গেল,—বুক জ্বলে গেল,—আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে গেল !

বিষদ—বিষদ—মদের সঙ্গে তুমি আমাকে কি খাওয়ালে বিষদ? উঃ! যাই!

(যন্ত্রণায় উন্মত্তবৎ পদচারণা করিতে লাগিলেন।)

বিষদ। [ভয়ে ও বিস্ময়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন।] এঁ্যা...... কই......না-না......মহারাজ......বিষ...না-না...আমি তো দিই নি আপনাকে!

রত্নবাহু। দিয়েছ—দিয়েছ—বিষদ,—নিশ্চয়ই তুমি আমাকে বিষ দিয়েছ। উঃ! কি তীব্র! কি ভীষণ! জ্বলে গেল—জ্বলে গেল,—জ্বলে গেল বিষদ,—সর্ব্বাঙ্গ আমার জ্বলে গেল! উঃ! জ্বালা—জ্বালা—বড় জ্বালা—বড় জ্বালা! বিষদ, অগাধ বিশ্বাসে আমি তোমাকে আশ্রয় দিয়েছিলুম—তোমারই জন্য আমি সুরাপানে অভ্যস্ত হয়েছিলুম। উপযুক্ত প্রতিদান আজ তুমি দিলে তা'র।

(অবসন্ন হইয়া মাটিতে বসিয়া পড়িলেন।)

বিষদ। আজ্ঞে......না-না......মহারাজ......আমি নয়...আমি নয়... শুধু ভয়ে পড়ে......অন্যায়......আজ্ঞে......বুঝতে পারিনি।

(ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন)

রত্নবাহু। উঃ! জ্বলে গেল,—জ্বলে গেল,—জ্বলে গেল বিষদ,—আমার শিরা-উপশিরা, অস্থি-মজ্জা, মেদ-মাংস, সব জ্বলে গেল বিষদ,—সব জ্বলে গেল! বিশঙ্ক সেদিন ঠিক বলেছিল। আমি মূর্খ, তাই বিশ্বাস করিনি! উঃ! যাই,—যাই,—যাই আমি বিষদ,—যাই!

[নিস্তেজ হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন]

এই, কে আছিস্, খবর দে,—খবর দে,—তোদের রাজা আমি,—আমার শেষ অনুরোধ,—তোদের রাণী আর রাজপুত্রকে খবর দে

একবার।—বলিস্, শেষ দেখা,—জন্মের মত,—দেখতে চাই আমি। উঃ! আমি যাই!

(মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।)

(সহসা নেপথ্যে সহস্র কণ্ঠে ভীষণ কোলাহল ও আর্ত্তনাদ উঠিল।)

পুরবাসিগণ। [নেপথ্যে] ওরে বাবারে···যাই রে···পালা—পালা··· মলুম—মলুম···কাতারে কাতারে সৈন্য···আট-ঘাট বন্ধ···ওরে বাবারে···উঃ যাই···মাগো···ওঃ ···

পুরবাসীগণের আর্ত্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণকারী সৈন্যগণের বিকট উল্লাস ধ্বনিও শোনা যাইতে লাগিল। এমন সময়ে উপাসনকে বক্ষে লইয়া আলু-থালু বেশে উন্মাদিনীর মত সত্যবতী ছুটিয়া আসিলেন।

সত্যবতী। মহারাজ,—মহারাজ,—সর্ব্বনাশ হ'ল,—সর্ব্বনাশ হ'ল! অতর্কিত আক্রমণে তোমার সোনার রাজপুরী শ্মশান হয়ে গেল! রক্ষা কর মহারাজ,—রক্ষা কর।

(সহসা ধূল্যাবলুণ্ঠীত রত্নবাহুকে দেখিয়া)

একি! তুমি ধূলায় লুটিয়ে কেন? বিষদ—বিষদ,—মহারাজ ধূলায় শায়িত কেন?

(বিষদ বিহ্বলের মত তখনও কাঁপিতে ছিলেন; বলিলেন)

বিষদ। এঁ্যা···এঁ্যা···কই···আমি জানি না তো!···কিন্তু—কিন্তু— দোহাই ধর্ম্ম··আমি নির্দ্দোষ!···শুধু পেটের জ্বালায়··বুঝতে পারিনি রাণী-মা···অন্যায় করেছি!···অত তীব্র বিষ···আমি তা' আগে জানতুম না রাণী-মা···দোহাই তোমার··দু'টি পায়ে পড়ি মা··· আমাকে তুমি ক্ষমা কর!

সত্যবতী। তুমি কি বল্‌ছ বিষদ? অত তীব্র বিষ, আগে জান্‌তে না, অন্যায় করেছ,—এসব কি বল্‌ছ তুমি? অমন অপরাধীর মত মুখ কাঁচু-মাচু করে' আমার কাছে তুমি ক্ষমাই বা চাইছ কেন? তবে কি—তবে কি—বিষদ, তীব্র বিষ দিয়ে মহারাজকে হত্যা করেছ তুমি?

বসিয়া সযত্নে রত্নবাহুর মস্তক কোলে তুলিয়া লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া কহিলেন।

হাঁ,—সত্যই তো তাই। নাসিকায় শ্বাস-প্রশ্বাস নেই,—হৃৎপিণ্ড স্পন্দন শূন্য,—সর্ব্বাঙ্গ বরফের মত হিম! ওঃ! ভগবান—ভগবান—একি কর্‌লে দয়াময়! স্বামী—স্বামী—জীবনসর্ব্বস্ব আমার,—হৃদয় দেবতা,—ওঠ, ওঠ,—কথা কও,—চেয়ে দেখ প্রিয়তম,—একবার চেয়ে দেখ তুমি,—তোমারই অর্দ্ধাঙ্গিনী,—তোমারই সহধর্ম্মিণী আজ বড় অসহায়,—বড় বিপন্ন! লাজ-লজ্জা, মান-সম্ভ্রম, সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়ে উন্মাদিনীর মত প্রকাশ্য রাজ-পথ দিয়ে তোমার প্রমোদ-ভবনে ছুটে এসেছি আজ! আশ্রয় দাও রাজা,—আশ্রয় দাও। রক্ষা কর স্বামী,—রক্ষা কর তোমার ভয়ার্ত্ত স্ত্রী-পুত্রকে।

উপাসন।—বাবা—বাবা,—মা তোমাকে অত ডাকছে, তবু তুমি কথা বল্‌ছ না কেন বাবা?

সত্যবতী। কথা বল্‌বে না উপাসন,—আর তো ও কথা বল্‌বে না কোনো-দিন বাবা!

উপাসন। মা, মা,—তুমি কাঁদ্‌ছ কেন মা?

সত্যবতী। কাঁদ্‌ছি কেন?···কই না, কাঁদিনি তো বাবা। স্বামী,—স্বামী,—আমার জীবন-মরণের পরম দেবতা,—আজ এই শত্রুপুরীর মাঝখানে অসহায় আমাদের ফেলে রেখে কোথায় তুমি

যাচ্ছি প্রিয়তম! ওঠ,—ওঠ,—কথা কও,—একটিবার বলে যাও,—তোমারই দেওয়া আমার নারী-জীবনের এই শ্রেষ্ঠ দান,—তোমারই একমাত্র বংশধর উপাসনকে আমি এই ভীষণ শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করি কেমন করে'! বিষদ—বিষদ,—বিষ আছে?—বিষ? বিষ আছে আর তোমার কাছে? যদি থাকে,—দাও,—দাও, একটুখানি আজ দাও আমাদের দু'জনকে। তোমাকে আমরা জীবনের শ্রেষ্ঠ বন্ধু বলে' মনে করব। মৃত্যুর পরপারে গিয়েও তোমার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব। কই, দাও—দাও—

বিষদ। [বিহ্বলের মত] আর তো নেই! শুধু একটুখানি—

সত্যবতী। শুধু একটুখানি এনেছিলে মহারাজকে মারবার মত? চমৎকার তোমার মিতব্যয়িতা বিষদ,—আর চমৎকার তোমার প্রভুভক্তি! ছুরি নেই? ছুরি নেই তোমার কাছে বিষদ? যদি থাকে,—দাও,—দাও,—আমাদের বুকে আমূল বসিয়ে দাও। আমরা তোমাকে আশীর্ব্বাদ করতে করতে মরব। এতটা যখন করেছ,—তখন এইটুকু আর বাকী রাখ কেন? দাও—দাও—

বিষদ। আমি করিনি রাণী-মা,—আমি করিনি। শুধু পেটের জ্বালায় আর মন্ত্রী মহাশয়ের চোখ রাঙানিতে—

(উন্মুক্ত তরবারি হস্তে সসৈন্যে বিরাধন আসিয়া উপস্থিত হইলেন।)

বিরাধন। সাবধান বিষদ! সৈনিকগণ, বন্দী কর ঐ রাণী আর রাজপুত্রকে।

সত্যবতী। সৈনিকগণ, আমি তোমাদের রাণী, অন্নদাত্রী, মাতৃস্বরূপিণী। —আমি তোমাদের পায়ের তলায় বসে' আজ ভিক্ষা চাইছি সৈনিকগণ,—একটিমাত্র ভিক্ষা,—এই প্রথম আর এই শেষ।

আমাদের বন্দী না করে' বরং হত্যা কর! আমরা তোমাদের স্ত্রী-পুত্রগণের কল্যাণ-কামনা কর্‌তে কর্‌তে অম্লান-বদনে বুক পেতে দেব তোমাদের ঐ তীক্ষ্ণধার অসির সম্মুখে।

বিরাধন। সৈন্যগণ!

বন্দী করিতে ইঙ্গিত করিলেন। সৈন্যগণ অসঙ্কোচে সত্যবতী ও উপাসনকে বন্দী করিল।

যাও, কারারক্ষীর কাছে দাও গে।

উপাসন। মা,—মা,—এরা আমাদের বাঁধ্‌ছে কেন মা? উঃ! বড় লাগ্‌ছে যে!

সত্যবতী। উপাসন,—উপাসন,—বাবা আমার,—ভগবানকে ডাক। সহ্য করবার শক্তি তিনিই তোমাকে দেবেন বাবা।

সৈন্যগণ সত্যবতী ও উপাসনকে লইয়া অগ্রসর হইল। সত্যবতী সজোরে সৈন্যগণের হস্ত হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া রত্নবাহুর বক্ষের উপরে আসিয়া লুটাইয়া পড়িলেন।

সত্যবতী। স্বামী—স্বামী—জীবন-মরণের চিরসাথী ওগো—

(সৈন্যগণ পুনরায় সত্যবতীকে ধরিতে উদ্যত হইল।)

সত্যবতী। সৈনিকগণ, পায়ে ধরি তোমাদের,—বন্দী যদি একান্তই কর্‌তে হয় আমাদের, পরে কর'। চেয়ে দেখ,—আমার স্বামী গতায়ু। অন্ততঃ তাঁ'র শেষের কাজটুকুও করবার অবসর দাও আমাদের। না, না,—আমি যা'ব না—যা'ব না—কিছুতেই না। স্বামী, স্বামী,—জীবন সর্ব্বস্ব,—দেবতা আমার।

(বিরাধন ইঙ্গিত করিলেন। সৈন্যগণ সবলে সত্যবতী ও উপাসনকে টানিয়া লইয়া চলিয়া গেল)

বিরাধন। তোমার কার্য্যে আমি খুব খুশী হয়েছি বিষদ!

বিষদ। আজ্ঞে—আজ্ঞে—কিন্তু—

বিরাধন। এর মধ্যে আর কোন 'কিন্তু' নেই বিষদ। সব একেবারে জলের মত সাফ্ হয়ে গেছে।

বিষদ। আমি কিন্তু এখনও ভাল করে' হাঁফ ছাড়্তে পারছি না।

বিরাধন। পারবে—পারবে। যে গুরুর কাছে হাতে খড়ি হয়েছে তোমার, তা'তে তুমি সব পারবে বিষদ। কিছু আট্‌কাবে না। তোমাকে আমি পুরোদস্তুর শয়তান করে, ছেড়ে দেব।

(কপট স্নেহে বিষদের পিঠ চাপ্‌ড়াইয়া বলিলেন)

নাও,—রাজার মৃত দেহটা এখান থেকে নিয়ে চল দিকি।

বিষদ। আজ্ঞে আমি?

বিরাধন। হ্যাঁ-হ্যাঁ, তুমি। তুমি ছাড়া আমার আদেশ পালন করবার মত এখানে আর আছে কে? নাও—তোল। প্রকাশ্য রাজপথের চৌমাথানীতে একটা দীর্ঘ দণ্ডের ওপর এই মৃত দেহটাকে লট্‌কে দেওয়া হ'বে। সেই হ'বে আমার এই বিজয়-সাফল্যের কীর্ত্তি-স্তম্ভ। নাও,—আর দেরী কর' না। আমার সময় চিরদিনই মূল্যবান বিষদ।

বিষদ। ক্ষমা করবেন মন্ত্রী মশাই! আপনার আদেশে যা' করবার নয়, তা করেছি।—কিন্তু আর নয়। এইবার আমায় রেহাই দিন।

বিরাধন। অবাধ্য হ'য়ো না বিষদ। জেনে রেখ, আমি বৃদ্ধ হলেও দুর্ব্বল নয়।

(সহসা তাঁহার কোষমুক্ত তরবারি বিষদের স্কন্ধে স্থাপন করিয়া কহিলেন)

দেখছ বিষদ, আমার আদেশের পশ্চাতে কি তীক্ষ্ণধার শক্তির প্রাবল্য? নাও,—ওঠাও।

ভয়ে সৈনিকের মুখ শুকাইয়া গেল। তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রাণের ভয়ে রক্তবাহুর মৃত দেহ স্কন্ধে তুলিয়া লইলেন। বিরাধন প্রসারিত হস্তে তরবারির অগ্রভাগ দ্বারা বিষদকে অগ্রসর হইতে ইঙ্গিত করিলেন। বিষদ সভয়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে অগ্রসর হইলেন। বিষদ দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গেলে পর বিরাধন হো হো করিয়া হাসিয়া চলিয়া গেলেন।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

শবর-পল্লী—বিনায়কের কুটিরের সম্মুখভাগ

কথা কহিতে কহিতে বিনায়ক ও সুব্রত উপস্থিত হইলেন।

সুব্রত। আড়াল থেকে আমি স্পষ্ট শুনেছি। শুধু তাই নয়, এখানে এসেও সৈন্যাধ্যক্ষ মশাইকে আমি দেখেছি। শবর-রাজ্যের সেনাপতির সঙ্গে আজ ক'দিন ধরে'ই লুকিয়ে লুকিয়ে তাঁ'র শলা-পরামর্শ চল্‌ছে। যুবরাজকে সাবধান ক'রে না দিলে বিপদ ঘট্‌তে পারে। আমার মনে হয় তাঁর সঙ্গে দিন রাত একজন দেহ-রক্ষী থাক্‌লেই যেন সব চেয়ে ভাল হয়।

বিনায়ক। তুমি আর এখানে ক'দিন থাক্‌বে সুব্রত?

সুব্রত। আজ্ঞে, আজই আমি চলে যা'ব। এতদিন আমি আপনাকে রাতের আঁধারে গা ঢাকা দিয়ে এসে খবর দিয়ে ভোর বেলাতেই ফিরে যাচ্ছিলুম; কিন্তু এবারে এসে দু'দিন দেরী হয়ে গেল। না-জানি, এ দু'দিনে সেখানে কি অঘটনই না ঘট্‌ছে!

বিনায়ক। তাই তো সুব্রত, বড় ভাবিয়ে দিলে তুমি দেখ্‌ছি!

সুব্রত। আজ্ঞে, ভাববার আর এতে কি আছে! আমি তো দেখছি মন্ত্রী মহাশয়ের আহাম্মুখীতে বরং আমাদেরই কাজের সুবিধা হয়ে গেছে।

বিনায়ক। কি রকম?

সুব্রত। গান্ধারে গিয়ে তাঁর যে শক্তি আমাদিগকে নষ্ট করতে হ'ত, এইখানে বসেই আমরা তাঁ'র সে শক্তি ধ্বংস ক'রে দিতে পারব।

বিনায়ক। না সুব্রত। সন্দেহের বশবর্ত্তী হয়ে কা'কেও অস্ত্রাঘাত করা চলে না অপরাধটা প্রত্যক্ষ হওয়া চাই।

সুব্রত। আজ্ঞে, অপরাধটা যখন প্রত্যক্ষ হবে' তখন তা'কে অস্ত্রাঘাত ক'রেও যা' আর না ক'রেও তা'।

বিনায়ক। তা' বুঝি সুব্রত। কিন্তু যোদ্ধার ধর্ম্ম বড় কঠিন, বড় বিচার সাপেক্ষ। আমাদের শক্তি আছে বটে, কিন্তু তা'র প্রয়োগ বড়ই বিবেচনাধীন। বিবেকের লৌহ-শিকলে আমাদের হাত-পা বাঁধা। স্বার্থসিদ্ধির জন্য অস্ত্রচালনা আমাদের ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ সুব্রত। আমরা অস্ত্রচালনা শিখেছি বিপন্নকে উদ্ধার করতে, ভয়ার্ত্তকে অভয় দিতে, জগতের শান্তিকে অব্যাহত রাখ্‌তে। বিরাধন বা দীপ্তায়ুধ তা'দের স্বার্থের কাছে নিজেদের যোদ্ধৃধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দিতে পারে, কিন্তু আমরা তা' দিই কেমন করে' সুব্রত?

সুব্রত। আজ্ঞে, আমি মুখ্যু লোক, অতশত জানি না যেমন বুঝেছিলুম, তেমনই বলেছিলুম। এখন তবে যা' করা উচিত মনে করেন, তা'-ই করুন। আমি তবে আসি এখন।

[প্রণাম করিল]

বিনায়ক। চল, আমি তোমার যা'বার ব্যবস্থা করে' দিই গে।

[উভয়ে চলিয়া গেলেন। গীতকণ্ঠে ধীরে ধীরে শ্যামলী সেইখানে আসিলেন]

শ্যামলী। গীত

বেদনার মত সখা, স্মৃতিটী তোমারই রহিল প্রাণে।
কি যে ছিলে তুমি মোর, আমি জানি আর বিধাতা জানে॥

জনম জনম আমি, অপলকে দিবাযামী,
চেয়ে র'ব সখা, তব পথের পানে ॥
অতি অনুরাগে যবে পাশে এসে তুমি বসিলে মম,
মরু-হৃদি মোর হ'ল কুসুম-কানন হে প্রিয়তম ;
তোমারি বিরহে আজি ঝরিছে সে ফুলরাজি,
গাহে না কোকিল আর মধুর তানে ॥

ওকি ? কে যেন দু'জন পা-টিপে-টিপে এই দিকে আসছে না ? একজন তো বিরাঙ্ ; কিন্তু আর একজন কে ? বোধ হয় কোনো বিদেশী হ'বে। কিন্তু অমন চোরের মত পা-টিপে-টিপে ওরা এদিকে আসছে কেন ? আমার মনে হয়. নিশ্চয়ই ওদের কোনো কু-মতলব আছে। যাই, একটু অন্তরালে গিয়ে দেখি ওরা কি করে।

[চলিয়া গেলেন।

(পা টিপিয়া টিপিয়া অতি সন্তর্পণে বিরাঙ ও দীপ্তায়ুধ প্রবেশ করিলেন)

বিরাঙ্। ওই যে লতা-পাতা দিয়ে ঢাকা একটা কুঁড়ে দেখছিস্ না ? ওইটা শিবুয়াদের ঘর। খুব হুঁসিয়ার হইয়ে তু হেথাকে আস্‌বি। ওই হেথাকে যে ঝুপ্‌সি জঙ্গলটা দেখ্‌ছিস্ না ? ওই জঙ্গলটার ভেতর তু ঘাপ্‌টি মারিয়ে বসিয়ে থাক্‌বি। তারপর সুবিধে যেই মিল্‌বেক অমনি তু তুহার কাজ সারিয়ে লিবি।

দীপ্তায়ুধ। আচ্ছা সর্দ্দার, এমন সুবিধা থাক্‌তেও তুমি কেন এতদিন নিজে ওকে সরিয়ে দাওনি ? শত্রুতা তো ও তোমার সঙ্গে কম করেনি ! তুমি ইচ্ছা করলে তো কোন্ কালে ওকে সরিয়ে দিতে পার্‌তে।

বিরাঙ। হাঁ, পারতো,—হামি তা' পারতো। কিন্তু হামি এত্তোদিন তা' করেনি। কেনো জানিস ? হামি ভাবিয়েছিল, সামনা-সামনি লড়াই করিয়ে হামি ওটাকে কাবার করিয়ে দেবেক্।

দীপ্তায়ুধ। তবে তাই করনি কেন?

বিরাঙ। করিয়েছিল রে,—হামি ত৷ করিয়েছিল। একদিন হামি উহার সাথে লড়াই দিয়েছিল।—কিন্তু হামি পারেক্ নি। শুধু হাতে হামি বাঘ ধরিয়ে তা'র জিব ছিঁড়িয়েছে, ঘুঁসি মারিয়ে হামি সিঙ্গির দাঁত গুঁড়িয়ে দিয়েছে, কিন্তু ডুষমণটার সাথে হামি লড়ায়ে হারিয়ে গেল!

দীপ্তায়ুধ। ভুল করেছিলে সর্দ্দার। যাকে গুপ্ত আঘাতে ঘায়েল করবার সুবিধা আছে, তা'কে যুদ্ধ করে' মারতে যাওয়া বোকামী ছাড়া আর কিছু নয়। তা'তে শক্তি ও সময়ের অপব্যবহার ছাড়া আর কোনও ফল হয় না।

বিরাঙ। হাঁ, তু ঠিক বলেছিস্ মিতে। ভুল করিয়েছিল,—হামি ভুল করিয়েছিল। তা তু যখন আসিয়েছিস্ হেথাকে, সে ভুল হামি নিশ্চয় সারিয়ে লেবেক্ এবার। আর না:—চল চলিয়ে যাই হামরা। হেথাকে আর দাঁড়িয়ে থাক্‌লে কে কোথা দিয়ে দেখিয়ে ফেল্‌বেক্ হামাদের।

(উভয়ে চলিয়া গেলেন। শ্যামলী সেইখানে পুনরায় আসিলেন।)

শ্যামলী। উঃ! বিরাঙ! শয়তান! এতদূর এগিয়েছ তুমি! যুদ্ধে পরাজিত হয়ে শেষে গুপ্তহত্যা করতে চাও তুমি শিবায়নকে?...... কিন্তু ও লোকটা কে? কি স্বার্থ ওর? ওকে তো কোনোদিন দেখিনি আমি! যে-ই হোক্, আমার কিন্তু মনে হয়, ও নিশ্চয়ই গান্ধার থেকে এসেছে! আচ্ছা বেশ, আমিও দেখব,—মনস্কামনা তোমাদের পূর্ণ হয় কেমন করে'!

[চলিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কারাগার

বিশঙ্ক একাকী ভাবিতেছিলেন

বিশঙ্ক। এই অন্ধকার কারাগারে অনাহারে, অনিদ্রায়, দিনের পর দিন, তিলে-তিলে শুকিয়ে কুঁক্‌ড়ে মর্‌তে হ'বে আমাকে! এ-ই আমার অদৃষ্টলিপি! ওঃ! এ কথা মনে হ'লেও সর্ব্বাঙ্গ আমার শিউরে ওঠে! আজ কতদিন হ'ল, আকাশের আলোক চোখে দেখিনি,—বাইরের খোলা হাওয়ায় নিঃশ্বাস ফেলিনি! জানি না, মন্ত্রী তাঁ'র গন্তব্য পথের কোন্‌খানে এসে দাঁড়িয়েছেন এখন! হায় হতভাগ্য রাজা, তোমার এই ভৃত্যের প্রাণ-ঢালা প্রভুভক্তি, অকপট বিশ্বস্ততা, অপ্রমেয় বীর্য্য,—কোনোটাই কোনো কাজে লাগল না তোমার!

(সুজাতা আসিলেন)

সুজাতা। লাগবে। এখনও চেষ্টা করলে সব ক'টাকেই কাজে লাগাতে পার তুমি। রাজা নেই,—কিন্তু রাণী আর রাজপুত্র এখনও আছে। যদি পার, প্রভুভক্ত বীর, এখনও তাদের বাঁচাও। তা'তে পরলোকে বসেও হয়ত রাজার আত্মা শান্তিলাভ করতে পারে।

বিশঙ্ক। কে তুমি নারী, এই অন্ধকার কারাগারে, নিঃসঙ্গ মর্ম্মপীড়িত বন্দীকে বিদ্রূপ করতে এসেছ? একি! মন্ত্রি-কন্যা! তুমি! ওঃ—বুঝেছি। বিজয়-গৌরবে স্ফীত হ'য়ে, আজ একান্ত নিরুপায় পেয়ে তুমি আমাকে উপহাস কর্‌তে এসেছ?

সুজাতা। না বিশঙ্ক। যা' করেছি,—তা' করেছি। কিন্তু আর নয়। সেই একটিমাত্র মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ত সারাজীবন ধ'রেই

করতে হ'বে আমাকে। সেদিন বুঝ্‌তে পারিনি বিশঙ্ক, যে এমনি ধারা মর্ম্মদাহী আত্মগ্লানিতে জীবন আমার জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে যা'বে! সেদিন বুঝতে পারিনি প্রিয়তম, আমার অন্তরের দুর্ব্বলতা কোন্‌খানে। ভেবেছিলুম,—ভালবাসা হয়ত একটা কথার কথা, প্রেম হয়ত একটা মানসিক ব্যাধি। কিন্তু তুমি বন্দী হওয়ার পর থেকে সে ভুল আমার ভেঙে গেছে। তা'রপর তোমার সঙ্গে দেখা করে' ক্ষমা চাইব বলে' কত চেষ্টাই না করেছি আমি, কিন্তু কিছুতেই কোনো সুবিধা করে' উঠতে পারিনি। আজ অতি কষ্টে সে সুযোগ পেয়েছি। আমাকে বিশ্বাস কর প্রিয়তম! আমার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার অবকাশ আজ তুমি দাও আমাকে।

বিশঙ্ক। তা'র মানে? আমি যে তোমার কথা কিছু বুঝতে পারছি না সুজাতা! তুমিই না একদিন নিমন্ত্রণ করে' এনে সিংহাসনের লোভে কৌশলে আমাকে বন্দী করিয়েছিলে?

সুজাতা। হ্যাঁ, করিয়েছিলুম। আবার সেই আমিই আজ লঙ্কা সিংহাসন পায়ে ঠেলে ফেলে দিয়ে নিজের জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন করে', তোমারই জন্য মুক্তির আশ্বাস বহন করে' এনেছি বিশঙ্ক।

বিশঙ্ক। আমার জন্য মুক্তির আশ্বাস বহন করে' এনেছ তুমি,—নিজের জীবন বিপন্ন করে'?

সুজাতা। হ্যাঁ, নিজের জীবন বিপন্ন করে'। পিতা আমাকে যতই স্নেহ করুন, আমি জানি, তোমাকে মুক্তি দান করার অপরাধ কিছুতেই তিনি ক্ষমা করবেন না।

বিশঙ্ক। তুমি কি আমাকে এতই কাপুরুষ মনে কর সুজাতা যে, একজন নারীর জীবনের বিনিময়ে মুক্তিলাভ করতে অগ্রসর হ'ব আমি?

সুজাতা। কাপুরুষ তুমি নও, তা' আমি জানি। কিন্তু মুক্তিলাভ তোমাকে করতেই হ'বে। তোমার মুক্তির বড় প্রয়োজন এখন। জান না তুমি, কি সাঙ্ঘাতিক ওলট্-পালট্ হয়ে যাচ্ছে তোমার কারা-প্রাচীরের বাইরে। রাজভক্ত বীর, রাজা তোমার গুপ্ত ঘাতকের হস্তে নিহত। রাজপুত্র আর রাণী আমার পিতার হস্তে বন্দী। সিংহাসন এখন আমার পিতারই করতলগত।

বিশঙ্ক। কি বল্‌লে—কি বল্‌লে সুজাতা? রাজা নিহত? রাণী আর রাজপুত্র বন্দী? সিংহাসন এখন তোমার পিতারই করতলগত?

সুজাতা। শুধু তাই নয়, রাণী আর রাজপুত্র আজ প্রায় সপ্তাহকাল ধ'রে অনাহারে।

বিশঙ্ক। ওঃ! ভগবান! ভগবান!

সুজাতা। শুধু ভগবানের নাম ধ'রে কারাগারে বসে' আর্ত্তনাদ করলে কোনো প্রতিকারই কর্‌তে পারবে না তুমি। অসহায় শিশুর মত শুধু এই পাষাণ প্রাচীরে মাথা খুঁড়ে ফল কি? যদি সত্যই তুমি রাজভক্ত হও, তবে এই রাজবংশের শেষ প্রদীপটি যাতে নিবে না যায়, তা'র ব্যবস্থা কর। যদি সত্যই তুমি তোমার অন্নদাতার ঋণ পরিশোধ কর্‌তে চাও, তবে উদ্ধার কর রাণী আর রাজপুত্রকে অনাহারের মর্ম্মন্তুদ জ্বালা থেকে। যদি সত্যই তুমি বীর হও, তবে প্রতিবিধান কর এই পৈশাচিক তাণ্ডব-লীলার।

বিশঙ্ক। আমি কিন্তু তোমার কথা যতই শুনছি, ততই আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি। সত্যি কথা বল্‌তে কি সুজাতা, আমি ঠিক বুঝ্‌তে পারছি না, তোমার এ অভিনয়ের উদ্দেশ্য কি?

সুজাতা। অভিনয় নয় প্রিয়তম। তুমি নিশ্চিন্ত মনে বিশ্বাস কর আমাকে। আজ আমার মত ধীর, স্থির, সরল, পৃথিবীতে বোধ হয়

আর কেউ নাই। কোন মন্দ উদ্দেশ্য নিয়ে আজ আসিনি এখানে। আমি এসেছি শুধু আমার মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে। তোমার বন্দীত্ব আমার ক্ষুধার অন্ন বিস্বাদ করে' দিয়েছে, চোখ থেকে আমার ঘুম কেড়ে নিয়েছে, জীবনের আমার প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত অশান্তির আগুনে পুড়িয়ে অঙ্গারে পরিণত করেছে। তুমি যে আমার অন্তরের কতখানি স্থান অধিকার করে'ছিলে, তুমি বন্দী হ'বার পূর্ব্বে আমি তা' বুঝতে পারিনি বিশঙ্ক। সেদিন আমি বুঝতে পারিনি যে, প্রেমাস্পদের প্রসন্ন দৃষ্টির কাছে ঐশ্বর্য্যের বিলাস কত তুচ্ছ। কিন্তু আজ তা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝেছি আমি। চল বন্দী, আর অপেক্ষা নয় বিলম্বে বিঘ্ন ঘটতে পারে।

বিশঙ্ক। কিন্তু সুজাতা, রাণী আর রাজপুত্র অন্ধকার কারাগারে অনাহারে শুকিয়ে মরবে, আর আমি আমার নিজের জীবন রক্ষা করবার জন্য অম্লান বদনে চোরের মত পালিয়ে যা'ব এই কারাগারে থেকে,—এও কি কখনো সম্ভব হ'তে পারে?

সুজাতা। গেলে বরং তুমি তাঁ'দের উদ্ধারের জন্য প্রাণ-পণে একবার চেষ্টা করেও দেখ্‌তে পার্‌বে। কিন্তু এই কারাগারে বসে' তুমি যদি শুধু হা-হুতাশ কর, তা'হ'লে মৃত্যু ছাড়া তাঁ'দের আর কোনো উপায় থাকবে না। অন্নদাতার ঋণ-পরিশোধের এই স্বর্ণ সুযোগ হেলায় হারানো বোধ হয় বুদ্ধিমানের কাজ হ'বে না।

বিশঙ্ক। [চিন্তিত ভাবে] না তা' হ'বে না বটে। কিন্তু তোমার উপায়?

সুজাতা। আমার উপায় তোমায় ভাবতে হ'বে না প্রিয়তম। আমার উপায় আমি নিজেই ক'রে নেব।

বিশঙ্ক। তাই ক'রে নিও সুজাতা। আমি আর ভাবতে পারি না।

ভাববার মত মনের অবস্থা আর নেই আমার। অন্নদাতা, প্রতিপালক, রাজা নিহত,—মাতৃস্বরূপিণী রাণী বন্দিনী,—দুধের বালক উপাসন আজ প্রায় সপ্তাহকাল অনাহারে! না, না,—আমার বিবেক নেই, বিবেচনা নেই বিচার নেই! আমি আজ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য,—উন্মাদ! মুক্তিলাভ আমাকে করতেই হ'বে,—তা' যেমন করে'ই হোক্। ক্ষমা কর' সুজাতা, তোমার ভবিষ্যৎ আমি আর ভাববার অবকাশ পেলুম না। তবে, ভগবান যদি কখনো সুযোগ দেন, তবে তোমার এ উপকারের ঋণ আমি নিশ্চয়ই শোধ করব।

সুজাতা। প্রতিদানের আশা নিয়ে আমি আসিনি প্রিয়তম। কিন্তু আর দেরী কর'না তুমি। চল, গুপ্তদ্বার দিয়ে তোমাকে বাইরে পৌঁছে দিয়ে আসি। সন্ধ্যার ধূসর ছায়া ক্রমেই গাঢ় হয়ে আসছে। রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে অনায়াসে তুমি অনেক দূরে সরে যেতে পারবে।

বিশঙ্ক। বেশ, চল।… হাঁ, একটা অনুরোধ সুজাতা,—বল, রাখবে?

সুজাতা। তোমার জন্য আমি জীবন দিতে চলেছি, আর তোমার সামান্য একটা অনুরোধ রাখ্‌ব না আমি?

বিশঙ্ক। হাঁ, রাখ্‌বে—রাখ্‌বে তুমি সুজাতা।—নিশ্চয়ই রাখ্‌বে। তোমার চোখে-মুখে দিব্য জ্যোতিঃ ফুটে উঠেছে, তা'রই প্রদীপ্ত আলোকে আমি আজ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, এ পৃথিবীতে আমার জন্য অকরণীয় তোমার কিছুই নেই। শোন, আমার চেষ্টা যদি ব্যর্থ হয়, আর তুমি যদি কোনদিন সুযোগ পাও, তা'হলে রাণী আর রাজপুত্রকে উদ্ধার কর' তুমি।

সুজাতা। তোমার নাম নিয়ে আমি শপথ করছি বিশঙ্ক, তোমার এ

অনুরোধ রাখ্‌তে যদি আমার প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে হয়, তা'তেও আমি কুণ্ঠিত হ'ব না! কিন্তু আর দেরী নয়,—এস।

বিশঙ্ক। চল। [উভয়ে চলিয়া গেলেন।

বিরাধন ও ভৈরব আসিয়া উপস্থিত হইলেন

বিরাধন। বিশ্বাসঘাতক শয়তান, কার হুকুমে তুই তা'কে এখানে ঢুক্‌তে দিয়েছিলি?

ভৈরব। আপনারই হুকুমে ধর্ম্মাবতার।

বিরাধন। [সবিস্ময়ে] আমার হুকুমে!

ভৈরব। তা' না হ'লে কা'র ঘাড়ে দশটা মাথা যে, পিঁপড়েটি পর্য্যন্ত এ গর্ত্তে ঢুক্‌তে দেয়!

বিরাধন। তবু সে কেমন করে' ঢুক্‌লো, শুনি।

ভৈরব। তিনি আপনার নাম-লেখা আংটি দেখিয়ে ঢুক্‌তে চাইলেন বলে' আমি আর তাঁ'কে বাধা দিতে সাহস করিনি।

বিরাধন। মূর্খ।

[ক্রোধে ও বিরক্তিতে ভৈরবের গলা টিপিয়া ধরিলেন]

ভৈরব। দোহাই ধর্ম্ম, দোহাই গরীবের মা-বাপ,—সত্যি বল্‌ছি, আমি নির্দ্দোষ।

[বিরাধনের পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিল।

বিরাধন। না, না,—কে মূর্খ? আমি না ভৈরব? [ভৈরবকে ছাড়িয়া] যা', তুই দূর হয়ে যা।

[ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বৈরভ চলিয়া গেল]

আমিই মূর্খ। আমি মূর্খ না হ'লে তা'কে অমন অকপটে বিশ্বাস করব কেন? বিশঙ্ককে যেদিন বন্দী করি, সেদিন তা'র সেই

উচ্ছ্বসিত অশ্রু, বিষণ্ণ মুখমণ্ডল, প্রাণ-পণে চেপে-রাখা সেই আর্তনাদ,...সে তো স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছিল আমাকে বিশঙ্কের প্রতি কতখানি তা'র টান! কিন্তু তবু—তবু আমি তা'কে...এই যে সুজাতা! সুজাতা!

সুজাতা পুনরায় সেইখানে আসিলেন

সুজাতা। পিতা!

বিরাধন। কা'র আদেশে তুমি এখানে প্রবেশ করেছ সুজাতা?

সুজাতা। আমার বিবেকের আদেশে, পিতা।

বিরাধন। [সবিস্ময়ে] তোমার বিবেকের আদেশে!

সুজাতা। হ্যাঁ পিতা। আগে বুঝতে পারিনি আমি যে, সিংহাসনে ওঠ্‌বার সিঁড়িগুলো এমন মড়ার মাথা আর চোখের জল দিয়ে তৈরী! তা' যদি পারতুম, তাহ'লে কখনো তোমাকে আমি এক পাও ফেল্‌তে দিতুম না এ পথে। বাবা, অপযশে তোমার পৃথিবী ভরে' গেল,—দুর্নামে তোমার—

বিরাধন।—[কঠোর কণ্ঠে] আমি তোমার বক্তিতা শুন্‌তে চাইনা কন্যা! আমি যা জান্‌তে চাই, তুমি শুধু তা'রই উত্তর দাও!

সুজাতা। বল, কি জান্‌তে চাও তুমি।

বিরাধন। বিশঙ্ক কোথায়?

সুজাতা। আমি তা'কে ছেড়ে দিয়েছি।

বিরাধন। কেন?

সুজাতা। তা'র বন্দীত্ব আমার অসহ্য বলে'

বিরাধন। বটে! এতদূর! কালনাগিনী!

সুজাতা। তুমি আজ আমাকে যা'খুশী বলেই সম্বোধন কর না কেন বাবা, আমি আজ আর তা'তে একটুও বিচলিত হ'ব না। প্রাণে আজ

আমার অপার শান্তি, অনন্ত আনন্দ অপরিমেয় তৃপ্তি। তুমি তো জান না বাবা, বিশঙ্ককে বন্দী করবার পর থেকে কি অসহ্য যন্ত্রণায় আমার দিন কাট্‌ছিল! রাবণের চিন্তাগ্নির মত কি যেন এক অনির্ব্বাণ জ্বালায় আমার বুকের ভিতরটা হু হু করে' জ্বলে যাচ্ছিল! বিশঙ্ককে মুক্তি দিয়ে আমার বুক থেকে যেন একটা পাষাণ ভার নেমে গেছে!

বিরাধন। ওঃ এতদূর! [উচ্চকণ্ঠে] এই কে আছিস?

জনৈক প্রহরী আসিয়া অভিবাদন করিল

[প্রহরীর প্রতি] বন্দী কর এই শয়তানীকে।

প্রহরী সুজাতাকে বন্দি করিল

একে কারারক্ষী ছন্দকের হাতে দিগে যা।

সুজাতা। ঈশ্বর, সত্যই তুমি করুণাময়। তবে আসি পিতা। প্রণাম।

[বিরাধনকে প্রণাম করিয়া প্রহরীর সহিত চলিয়া গেলেন]

বিরাধন। [সুজাতার চলিয়া-যাওয়া পথের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন] তবু দম্‌লো না। এত বড় একটা শাস্তি অম্লানবদনে মাথা পেতে নিলে! একটুও কাঁপলো না,—একটুও টললো না! অকম্পিত পদে গ্রীবা উন্নত করে' সগর্ব্বে আমার দিকে চেয়ে চেয়ে! চোখের ওপর দিয়ে চলে গেল! একবার ফিরেও চাইলে না আমার অথচ—অথচ ঐ সুজাতা আমারই কন্যা! ওকে আমি কোলে করে' নাচিয়েছি, বুকে তুলে চুম্‌ খেয়েছি, আদর করে, ঘুম পাড়িয়েছি মাতৃহারা ও, কিন্তু ওর মায়ের অভাব একদিনও জান্‌তে দিইনি আমি। আর আজ সেই সুজাতা…ওঃ! মানুষের চরিত্র কি জটিল'—কি দুজ্ঞের্য়,—কি অপার রহস্যময় [চলিয়া গেলেন।

তৃতীয় দৃশ্য

শবর পল্লী।—বিনায়কের কুটিরের সম্মুখভাগ।

ধনুর্ব্বাণ হস্তে গীতকণ্ঠে শ্যামলী আসিয়া উপস্থিত হইলেন

শ্যামলী। (গীত)

বহুকাল হ'ল বসন্তদিনে অতিথি আমার এসেছিল।
ফুলে ভরা মোর কুঞ্জে সেদিন পঞ্চমে পিক গেয়েছিল॥
আমার আধার আকাশ ভরিয়া ফুটেছিল তারা অগণন,
আমার ভুবন ভরিয়া সেদিন জেগেছিল নব শিহরণ,
স্বরগ-সুরভি মাখিয়া সেদিন মধুর মলয়া বয়েছিল॥
আজিকে নিবিড় বিষাদের মেঘে ছেয়ে গেছে সারা নভোতল,
অশ্রুবাদলে অমানিশিথিনী নীরবে ভিজিছে অবিরল;
তবু ভুলে যেতে শুধু মনে পড়ে,—সেজে মোরে ভালবেসেছিল॥

একি! বন্ধ যে কুটির-দ্বার!
অস্ত্রাচার্য্য কিংবা শিবায়ন
কেহ নাই হেথা!
তবে কি তাহারা
ফিরেনি এখনো রাজ-সভা হ'তে!
যেই দিন
বিরাঙেরে হেরিয়াছি বিদেশীর সাথে
সেই দিন হ'তে
ক্লান্তি মোর গেছে দূরে চিরদিন তরে।
অহোরাত্র ফিরিতেছি অলক্ষে পশ্চাতে
রক্ষিবারে শিবায়নে শত্রু হস্ত হ'তে।

ক্ষণেকের তরে না হেরিলে তা'রে, হায়,
অমঙ্গল আশঙ্কায় কেঁপে ওঠে মন!
যাই,—দেখি কোথা শিবায়ন।

শ্যামলী চলিয়া গেলেন। বিরাঙ ও দীপ্তায়ুধ সেইখানে উপস্থিত হইলেন।

বিরাঙ। যা' যা' মিতে, তু ঘর্‌কে ফিরিয়ে যা'। দুষমণকে মারা তুহার কাজ নয় রে,—তুহার কাজ নয়। আজ এক হপ্তা ধরিয়ে তু বসিয়ে বসিয়ে শুধু পাহারা দিচ্ছিস্, তবু তু কাজ সারিয়ে লিতে পারলেক্ না! নাঃ, হামি দেখ্‌ছে, তুহার দিয়ে কুচ্ছু হবেক্ না।

দীপ্তায়ুধ। সত্য সর্দ্দার, এই সামান্য একটা কাজ শেষ কর্‌তে এতগুলো দিন আমার বৃথাই কেটে গেল! জানি না, গান্ধারে এতদিনে কি হ'চ্ছে! কিন্তু কি করব! রাত্রিদিন বাঘের মত ওৎ পেতে বসে' বসে' আমি পাহারা দিচ্ছি, কিন্তু ঝাঁপিয়ে পড়বার মত সুবিধা এক মুহূর্ত্তের জন্যেও পাচ্ছি না। সশস্ত্র প্রহরিণীর মত কে একজন স্ত্রীলোক অহোরাত্র তার পিছনে পিছনে পাহারা দিয়ে ফির্‌ছে। শত চেষ্টা করেও শিবায়নকে আমি ঠিক বাগে পাচ্ছি না সর্দ্দার।

বিরাঙ। বাগ করিয়ে লিতে হবেক্ মিতে,—আপনাকে তু বাগ করিয়ে লিতে হ'বেক। হামি বুঝ্‌তে পার্‌ছে, শ্যামলিয়াটা হামাদের মতলব ধরিয়ে ফেলিয়েছে। কিন্তু হামার মনে হয়, সে একথা কাউকে বলেক্ নি এখনো; খুব হুঁসিয়ার। একথা শিবুয়া যদি জান্‌তে পারেক্ তো তু আর তা'কে ঘায়েল করতে পারবিক্ না।

দীপ্তায়ুধ। সত্য বলেছ সর্দ্দার, শিবায়ন যদি কোনো রকমে এর বিন্দু-বিসর্গও জান্‌তে পারে, তা'হ'লে সে এমনি সাবধান হয়ে যা'বে যে, তা'কে সহজে আর কায়দায় পাওয়া যা'বে না। অথচ……না,

আর নয়। এই সামান্য একটা কাজের জন্য আর সময় নষ্ট করা কিছুতেই আমার উচিত নয়। যেমন করে'ই হোক শীগ্‌গিরই কাজ সেরে নিতে হ'বে আমাকে! শিবায়নকে একান্তই যদি এক্‌লা বাগে না পাই, তবে কি আর করব, একসঙ্গেই দু'টোকে শেষ করে' দিয়ে চলে' যা'ব।

বিরাঙ। তু কি কইলি মিতে? দু'টোকে একসঙ্গে শেষ করিয়ে দিয়ে চলিয়ে যা'বি? সাবধান! অমন কথাটী তু হামার সামনে আর বলিস্ না কক্ষনো। শ্যামলীয়া হামার কে, তু জানিস্? সে হামার আঁখের রোশ্‌নি,—কলিজার হাড়,—জানের জান। শ্যামলীয়াকে তু কুচ্ছু করলে হাম তুহার জান খাইয়ে লেবেক্। হুঁসিয়ার!

দীপ্তায়ুধ। কিন্তু তোমার শ্যামলীর জন্যই তো আমাকে এত বেগ পেতে হচ্ছে মিতে। শুধু তা'রই জন্য শিবায়নকে কিছু করে' উঠ্‌তে পারিনি আমি এতদিন।

বিরাঙ। তা' হামি কি করবে মিতে! কুচ্ছু উপায় নেই,—কুচ্ছু উপায় নেই। কা'রা দু'জন এদিকে আস্‌ছে না রে? চল্, হামরা সরিয়ে পড়ি।

উভয়ে চলিয়া গেলেন। বিনায়ক ও শিবায়ন কথা
কহিতে কহিতে আসিলেন।

শিবায়ন। অদ্ভুত এ সমাচার, না হয় প্রত্যয়।
সত্য বটে আমাদের হিতার্থী সুব্রত,
তাই মনে হয়, সন্দিগ্ধ অন্তর তা'র
কদর্থ করেছে কোনো গুপ্ত মন্ত্রণার।

বিনায়ক। না বৎস,
নাহি জান তুমি দুষ্ট বিরাধনে!

তা'র মত খল, ধূর্ত্ত, কুটিল বঞ্চক,
জন্মে নাই এ জগতে কেহ কোনোদিন।
মূর্ত্তিমান শনি যেন
নররূপে জন্ম লভি' এই ধরাতলে,
গান্ধারের ধ্বংস তরে
মন্ত্রী বেশে রাজগৃহে লভেছে আশ্রয়!
স্বার্থসিদ্ধিতরে, বিরাধন নাহি পারে,
হেন কার্য্য কিছুমাত্র নাহি ত্রিসংসারে।

শিবায়ন। কিন্তু তাই বলি
দীপ্তায়ুধে সম্ভব কি হেন দুঃসাহস?
গুপ্ত হত্যা করিবারে মোরে
আসিবে সে শবর-পল্লীতে?
সর্পেরে বধিতে
অসঙ্কোচে হাত দেবে বিবরে তাহার?

বিনায়ক। বিস্ময়ের কিছু নাহি এতে।
প্রলোভনে ভুলাইয়া মূর্খ দীপ্তায়ুধে
পাঠায়েছে বিরাধন কার্য্যোদ্ধার তরে।
স্থির জানি আমি,
যেদিন সে হেরিয়াছে তোমায়-আমায়
বিচার প্রার্থীরূপে রাজ-সভাতলে,
সেইদিন হ'তে তীক্ষ্ণদৃষ্টি তা'র
পুনর্ব্বার পড়িয়াছে
আমাদের জীবনের' পরে।
তাই সে মোদের সরাইতে ইহলোক হ'তে

সুনিশ্চয় পাঠায়েছে দুষ্ট দীপ্তায়ুধে।
সাবধানতা নহে দোষ,—গুণ মানবের;
অতএব আজি হ'তে
সাবধানে তুমি বৎস, করিও ভ্রমণ।

[চলিয়া গেলেন।

শিবায়ন। সাবধানে আজি হতে
করিব ভ্রমণ আমি দীপ্তায়ুধ-ভয়ে?
বেশ তাই হ'বে।
যদিও জীবনে মোর
থেমে গেছে সব কিছু হাসি-গল্প-গান,
নিবে গেছে আলোকের উজ্জ্বল উৎসব,
ঝরে গেছে ফুলদল বসন্ত-প্রভাতে,
তথাপি—
তথাপি আমারে বাঁচিয়া থাকিতে হ'বে
রুক্ষ এই ধরণীর দগ্ধ মরু-মাঝে!
বেশ,—তাই হ'বে।
পিতৃমাতৃঘাতকের উত্তপ্ত শোণিতে
পূর্ণ করি' পানি দু'টি মোর
যতদিন নাহি পারি করিতে তর্পণ
ততদিন অবশ্যই
মমতা করিব আমি জীবনে আমার।
বিধাতার পরিহাস পুত্র-জন্ম মোর
জীবন আমার
নিষ্ঠুরা নিয়তি করে ক্রীড়নক শুধু

ভাগ্য মোর বিড়ম্বিত প্রতি পদে-পদে।
শুধু প্রতিহিংসা তরে বাঁচা মোর ভবে!

[শিবায়ন চিন্তা করিতে করিতে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন। ঠিক সেই সময়ে উন্মুক্ত ছুরিকা হস্তে দীপ্তায়ুধ ও বিরাণ্ড অতি সন্তর্পণে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিরাণ্ড ইঙ্গিত করিলেন; দীপ্তায়ুধ শিবায়নকে পশ্চাদ্দিক হইতে ছুরিকাবিদ্ধ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই দূরে শর সংযোযিত ধনু হস্তে শ্যামলীকে দেখা গেল। দীপ্তায়ুধ যেমনই শিবায়নকে ছুরিকাঘাত করিতে গেলেন অমনি শ্যামলী নিক্ষিপ্ত শরে আহত হইয়া আর্ত্তনাদ করিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন। বিরাণ্ড তথনই ভয় পাইয়া মুখ ফিরাইয়া পলাইয়া যাইতে গিয়া দেখিলেন, ধনুতে পুনর্ব্বার শর সংযোজনা করিয়া শ্যামলী তাঁহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। দীপ্তায়ুধের আর্ত্তনাদে শিবায়ন চমকিত হইয়া বিস্মিতকণ্ঠে কহিলেন

শিবায়ন। একি! কে তোরা?

শ্যামলী। শত্রু—শত্রু এরা তব।
তোমারে করিতে হত্যা তস্করের প্রায়,
নিঃশব্দ সঞ্চারে এরা এসেছিল হেথা।

শিবায়ন। ঈশ্বর,—ঈশ্বর,—অপূর্ব্ব তোমার লীলা।
তুমি যা'রে রাখ,—হোক্ না, সে অসাবধান,—
কা'র সাধ্য স্পর্শিবারে কেশাগ্র তাহার!
শ্যামলী,—শ্যামলী,—প্রিয়তমা মোর,
ঈশ্বরের অযাচিত মহাদান তুমি
আমা সম এই দীন দুর্ভাগ্যের দ্বারে!

শ্যামলী। শিবায়ন,
কৃতজ্ঞতা প্রকাশের তরে আছে তব

সমগ্র জীবনভরা দীর্ঘ অবকাশ।
উপস্থিত, বন্দী কর
এই দু'টো ঘৃণিত কুকুরে।

শিবায়ন। দুটোরে করিব বন্দী ?
একটা তো হত তব বিষাক্ত শায়কে !

শ্যামলী। নহে বিশাক্ত শায়ক।
সহসা আহত হয়ে হারায়েছে জ্ঞান ;
এখনি লভিবে সংজ্ঞা সমীর পরশে।

শিবায়ন। বিরাঙ্!

বিরাঙ। চুপ শিবুয়া, তু কথা বলিস্ না হামার সাথে। কি করিবে—হামি কি করিবে রে! শঙ্কর হামাকে তুহার চেয়ে কমজুরী করিয়েছে ;—তা'না হলে হামি এতদিনে তুহার হাড়-মাস সব চিবিয়ে চিবিয়ে খাইয়ে লিত।

শিবায়ন। কিন্তু তা'র যখন আর কোন উপায় নেই, তখন চুপটি করে আমাদের বন্দীত্ব স্বীকার কর।

প্রথমে বিরাঙ ও শেষে দীপ্তায়ুধকে বন্দী করিলেন

দীপ্তায়ুধ। [সংজ্ঞালাভ করিয়া] সর্দ্দার,—সর্দ্দার, একি আমি কোথায় ? আমার হাত বাঁধা কেন ? আমায় বন্দী করলে কে ?

শিবায়ন। তুমি যা'কে গুপ্তহত্যা করতে এসেছিলে বন্ধু।

দীপ্তায়ুধ। ওঃ ?

শ্যামলী। শিবায়ন,
বৃথা বাক্যব্যয়ে নাহি প্রয়োজন।
লয়ে এস বন্দীদ্বয়ে পিতার সকাশে।
শ্যামল বনানী ঘেরা আমাদের এই

শান্তিময় শবর-পল্লীতে
জ্বালায়েছে অশান্তির দাবানল যা'রা,
ক্ষমা নাই,—ক্ষমা নাই তাহাদের
অসভ্য অনার্য্য এই ব্যাধের বিচারে।

[অগ্রে শ্যামলী ও পশ্চাতে বন্দীদ্বয়কে লইয়া শিবায়ন চলিয়া গেলেন।

চতুর্থ দৃশ্য

গান্ধার —রাজ-পথ

নাগরিক ও নাগরিকাগণ গাহিতেছিল

(গীত)

সকলে। আজ আমাদের নূতন রাজার অভিষেকের মহোৎসব।
কড়া হুকুম,—তুলতে হ'বে জয়ধ্বনির তুমুল রব॥

নাগরিকগণ। নয়নে যদি গো অশ্রু ঝরে,
হৃদয়ে যদি গো বাজে ব্যথা,—

নাগরিকাগণ। তথাপি হইবে হাসিতে মুখে,
গোপনে রাখিতে হ'বে সে কথা।

সকলে। ভক্তিবিহীন পূজার মন্ত্র, ভয়ে-ভয়ে করা এই যে স্তব,
পশে না কি গো ধাতার কানে? দেবতারা কি পাষাণ সব!

নাগরিকগণ। পিতার মতন ছিল যে রাজা,
মাতার মতন ছিল যে রাণী,

নাগরিকাগণ। ভুলিতে হইবে তাঁদের কথা
নূতন রাজার নিঠুর বাণী।

সকলে। হৃদয় যেন চেতনা বিহীন, ভক্তিশ্রদ্ধা অবাস্তব॥
প্রতিবাদের শক্তি নেই, বেঁচে থেকেও আমরা শব!

[চলিয়া গেলেন।

পঞ্চম দৃশ্য

গান্ধার।—কারাগার

কারারক্ষী ছন্দক শৃঙ্খলিত সত্যবতী ও উপাসনকে
লইয়া প্রবেশ করিল

ছন্দক। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ঐ ঘরটা সাফ্ হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোরা এই ঘরে থাক্। এই মাগী, বুঝ্‌লি?

সত্যবতী। বুঝেছি বাবা।

ছন্দক। আ মর্ মাগী! বলি বাবা ছাড়া কি পাতাবার মত দুনিয়ার আর কোনো সম্বন্ধ নেই? তোমার মত এত বড় একটা ধুমসো মাগীর বাপ হ'বার মত বয়েস কি আমার হয়েছে সোনামণি? তা'র চেয়ে বরং এই ছোঁড়াটা বাবা বলে' ডাক্‌লে মানায় কতকটা।

সত্যবতী। নারায়ণ,—নারায়ণ,—আমাকে বধির করে' দাও ঠাকুর,—আমাকে বধির করে' দাও। তোমার দয়ার তো অন্ত নেই করুণাময়,—তবে আমাদের ওপর এত নিদয় কেন হচ্ছ তুমি? কি পাপ করেছি আমরা? কোন্ পাপে আমাদের এই নির্ম্মম নির্য্যাতন, অকথ্য শাস্তি, অশ্রাব্য অপমান? সে পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত নেই?···না—না, এ আমি করছি কি! অনন্ত প্রেমময় তুমি;—তোমার ওপরে তো অভিমান করতে নেই আমাদের! তুমি যে চির মঙ্গলময়! তুমি যা' কর, তাই যে আমাদের মঙ্গলের জন্যে। বিশ্বাস দাও ঠাকুর,—হৃদয় দৃঢ় কর দয়াল,—অন্তর আলোকিত কর জ্যোতির্ম্ময়!

ছন্দক। [মনে-মনে] আরে ম'লো যা'! মাগীটা আবার বিড়্ বিড়্ করে' বলে কি রে বাবা! পাগল হয়ে গেল নাকি? তা' হ'তেও

পারে। উপোস করে'-করে' হয়ত মাথা গরম হয়ে উঠেছে।... মরুকগে যা'ক্। তা'র চেয়ে বরং সেদিন যে ছুড়িটা এসেছে, তা'কে এ ঘরে এনে একটু ফুর্ত্তি করা যাক্। [প্রকাশ্যে] এই মাগী বিড়্ বিড়্ করে' কি বল্‌ছিস্ ?

সত্যবতী। কি আর বলব বাবা, ভগবানের নাম করছি !

ছন্দক। তা' কর। কিন্তু এই ঘরের চৌকাঠের ওপারে পা দিস্‌নি। তা' যদি দিস, তা'হ'লে আমি এসে বেতিয়ে তোর পিঠের চামড়া গরম করে' দেব। বুঝ্‌লি ?

সত্যবতী। বুঝেছি বাবা !

ছন্দক। হ্যাঁ, খবরদার।

[চলিয়া গেল।

উপাসন। মা, আমার যে বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে, আমি যে আর থাকৃতে পারছি না মা। আমার মাথার ভিতর ঝিম্ ঝিম্ করছে, হাত-পা অবশ হয়ে আস্‌ছে, চোখে যেন অন্ধকার দেখছি ! আর যে আমি সইতে পারছি না মা !

সত্যবতী। নারায়ণকে ডাক বাবা, তিনিই তোমাকে সহ্য করবার শক্তি দেবেন। [মনে-মনে] ঠাকুর, রাজ্য-ঐশ্বর্য্য-স্বামী, সব নিয়েছ তুমি। শুধু একমাত্র এই পুত্রটুকু,—নিরাশার আশা, শোকে সান্ত্বনা, দুঃখে নির্ভর,—একেও কি শেষে তুলে নিতে চাও তুমি ? নিতে চাও,—নাও। আমি কিন্তু আর টল্‌বো না,—গল্‌বো না,—ভাঙ্‌বো না। আমি জানি, সুখ যেমন তোমারই দান,—দুঃখও তেমনি তোমারই দান। তোমার দেওয়া সুখ নিয়ে যদি একদিন আনন্দ করে' থাকি,—তবে তোমার দেওয়া দুঃখ নিয়েও আজ আনন্দ করব আমি।

উপাসন। নারায়ণ, মা বলেছে, তোমাকে ডাকলে, তুমি নাকি সহ্য করবার শক্তি দাও। আমি তোমাকে ডাকছি, নারায়ণ, আমাকে সহ্য করবার শক্তি দাও তুমি। হ্যাঁ মা, নারায়ণ কে?

সত্যবতী। তিনি পিতৃহীনের পিতা, মাতৃহীনের মাতা, অনাথের নাথ। তিনি নিঃসহায়ের সহায়, অশরণের শরণ,—দরিদ্রের বন্ধু।

উপাসন। আমরা তাঁ'কে দেখ্‌তে পাই না কেন মা?

সত্যবতী। তাঁ'কে দেখ্‌ব বলে' কোনোদিন আমরা তাঁ'কে ডাকিনি বাবা, তাই আমরা তাঁ'কে দেখ্‌তে পাই না। তুমি যদি তাঁকে ডাকার মত ডাকতে পার, তা' হ'লে নিশ্চয়ই তিনি তোমাকে দেখা দেবেন।

উপাসন। (গীত)

চোখের জলে বুক ভাসিয়ে
আকুল হয়ে ডাকছি তোমায়।
এস তুমি প্রাণের হরি
আমাদের এই বদ্ধ কারায়॥
কেঁদে কেঁদে ডাক্‌লে পরে,
নাও যে তুমি কোলে কোরে;
তাইতো ডাকি সকাতরে,
পাষাণ হয়ে আছ কোথায়॥
দাও গো মোদের বাঁধন খুলে,
দেখগো হাত উঠ্‌ছে ফুলে;
কোথায় তুমি রইলে ভুলে
নিদয় হয়ে হে দয়াময়॥

সত্যবতী। ভগবান,—ভগবান,—প্রহ্লাদ কি এর চেয়েও করুণ স্বরে ডেকেছিল তোমায়? ধ্রুব কি এর চেয়েও আকুল হয়ে ভেবেছিল

তোমায়? আস্‌তে তোমাকে হ'বেই হ'বে ঠাকুর! এ দুঃখের পার তোমাকে করতেই হ'বে দয়াল! যে কান্নায় তুমি জলে শিলা ভাসিয়েছ, অগ্নির দাহিকাশক্তি কেড়ে নিয়েছ,—এই কান্নায় সেই সুরই বেজেছে হরি। ধ্রুব-প্রহ্লাদের জন্য একদিন যা করেছিলে তুমি, আজ আমার উপাসনের জন্যেও তোমাকে তাই করতে হ'বে দয়াল! ওদের পাশেই স্থান দিতে হ'বে আমার উপাসনকে।

[সুজাতাকে সঙ্গে লইয়া ছন্দক পুনরায় ফিরিয়া আসিল।]

সুজাতা। [রাণী আর রাজপুত্রকে দেখিয়া আপন-মনে] এইতো এইখানে রাণী আর রাজপুত্র! যেদিন থেকে এই কারাগারে আমি এসেছি, সেইদিন থেকেই প্রাণপণে আমি এঁদের অনুসন্ধান করছি; কিন্তু কোথাও এতদিন দেখ্‌তে পাইনি। আজ অতি অভাবনীয়রূপেই এঁদের দেখা পেলুম। ভগবান, সত্যই তুমি পরম করুণাময়। প্রিয়তম, জানি না আজ তুমি কোথায়,—কি করছ! কিন্তু তোমার ইচ্ছা বোধ হয় আমাদ্বারাই পূর্ণ হওয়া ভগবানের অভিপ্রায়।

সত্যবতী। [সুজাতার প্রতি] তুমি আবার কে মা, এই দুর্ভাগাদের সঙ্গিনীরূপে এলে?

সুজাতা। আমার পরিচয় তোমাদের শুনতে নেই মা। মহাপাপে আমার জন্ম, কদাচারে এ জীবন পরিচালিত, অনন্ত নরকে এর পরিসমাপ্তি। আমি ধূমকেতুর জ্যোতিঃ, অজগরের নিঃশ্বাস, অগ্নির দাহিকা। আমি সৃষ্টির কলঙ্ক, স্রষ্টার লজ্জা, জন্মের অপমান। আমার পরিচয় তোমাদের শুন্‌তে নেই মা।

সত্যবতী। কেন মা, তোমার এই আত্মগ্লানি? আমি তো দেখছি, তুমি পুষ্পের মত পবিত্র, অগ্নির মত উজ্জ্বল, দেবতার মত নিষ্পাপ।

তোমার নয়নে বিশুদ্ধতার অপূর্ব্ব দীপ্তি, বদনে পবিত্রতার স্বর্গীয় জ্যোতিঃ, বচনে অমিয়-বর্ষণের অপরূপ মাধুর্য্য। তোমার সঙ্কুচিত হ'বার তো কোনো কারণ নেই মা। বেশ, পরিচয় না দাও, প্রয়োজন নেই। কিন্তু কেন তোমার এই বন্দীত্ব মা?

সুজাতা। ঈশ্বরের অনুগ্রহে, দৈবের আনুকূল্যে, নিয়তির প্রসন্নতায়, মা!

সত্যবতী। তোমার কথা যে আমি কিছু বুঝতে পারছি না মা!

সুজাতা। আমার কথা তুমি বুঝতে পারবে না মা। আর আমার অনুরোধ, আমার কথা বোঝবার জন্য তুমি কোনো চেষ্টাও কর না মা!

ছন্দক। [মনে-মনে] আরে ম'লো যা',—ছুঁড়ি এসেই যে দলে ভিড়ে গেল দেখছি! কিন্তু আমি চিনির বলদ নই বাবা যে, শুধু বয়েই বেড়া'ব, একবার চেখে দেখব না। [প্রকাশ্যে] বলি শুন্‌ছ, ওগো সোনামুখী, কথাগুলো কি বাবা, সব ঐ মাগীটার সঙ্গেই কইতে হয়? এ গরীবের দিকে কি একবার ফিরেও তাকা'তে নেই?

সুজাতা। কেন থাক্‌বে না সোনার চাঁদ! কিন্তু তোমার সঙ্গে বসে দু'দণ্ড কথা যে কইব, তেমন নিরিবিলি জায়গা তো এটা নয়।

ছন্দক। [মনে-মনে] বাহবা রে আমার বরাত! এ যে দেখছি, বেহালায় সুর একেবারে বাঁধা!—ছড়ি টান্‌লেই হয়!

সুজাতা। কি গো কথা কইতে এসে জিব শুকিয়ে গেল নাকি?

ছন্দক। তা'—তা' নয়। তবে এই ভাবছি কি না যে—

সুজাতা। নিরবিলি জায়গাটা কোথায় পাওয়া যায়।...কেমন?

ছন্দক। হ্যাঁ—হ্যাঁ, ঠিক বলেছ মাইরি। প্রাণের কথা একেবারে সাঁড়াশী দিয়ে টেনে বের করেছ তুমি।

সুজাতা। তা' এর জন্যে আর এত ভাবনা কিসের? এই বন্দী দু'টোকে এখান থেকে বিদেয় করে' দিলেই তো সব আপদ চুকে যায়।

ছন্দক। তা' তো যায়, কিন্তু ওদের এখান থেকে বিদেয় ক'রে রাখি কোথায় সুন্দরী?

সুজাতা রাখবার জায়গা যদি তোমার এখানে না থাকে, তবে ওদের একেবারে ছেড়েই দাও না না-হয়।

ছন্দক। আরে চুপ,—চুপ,—চুপ। ও-কথা মশা-মাছিটিরও পর্য্যন্ত কানে গেলে গর্দ্দান যা'বে এখনি। তোমার সঙ্গে পীরিত করতে গিয়ে শেষে কি পৈতৃক প্রাণটা খোয়া'ব সুন্দরী?

সুজাতা। আচ্ছা আহাম্মকখ প্রেমিক তো তুমি! বলি, প্রাণ দিতে যা'বে তুমি কোন দুঃখে? আর পৈতৃক প্রাণটাই যদি খোয়াবে তবে পীরিত করবে কি নিয়ে? তা'র চেয়ে চল না, ওদের পেছন পেছন আমরাও বেরিয়ে পড়ি এখান থেকে।

ছন্দক। আমরাও বেরিয়ে পড়ব এখান থেকে?

সুজাতা। হ্যাঁ; তা'তে দোষ কি? একবার ভাল করে' চেয়ে দেখ দিকি, আমার মত এমন রূপ, এমন যৌবন, আর কোথাও দেখেছ কি তুমি? এমন টানা টানা দু'টি কালো চোখ, বাঁশীর মত এমন টিকলো নাক, আঁটসাঁট এমন নিটোল গড়ন,...সবার ওপরে এই প্রাণঢালা ভালবাসা, এমন উপযাচক হয়ে আপনাকে বিলিয়ে দেওয়া,--এ কি উপেক্ষার জিনিষ?

ছন্দক। তা'তো নয়। কিন্তু যা'ব কোথায়?

সুজাতা। এই গান্ধার ছেড়ে যে কোনও দেশে। সেখানে তুমি আর আমি,—আর কেউ নয়,—দিন-রাত শুধু মুখোমুখী হয়ে বসে থাকব। তুমি গল্প করবে আমি শুনব, আর আমি গান গাইব তুমি শুনবে

দু'টি মাণিক জোড়ের মত সেখানে আমরা সুখের বাসা বাঁধ্‌ব। আকাশে চাঁদ উঠ্‌লে সবুজ ঘাসের ওপর গিয়ে আমি বস্‌ব, আর তুমি আমার কোলে মাথা রেখে চুপ করে' শুয়ে পাপিয়ার গান শুন্‌বে। বর্ষার দিনে আকাশ মেঘে-মেঘে ছেয়ে গেলে আমি তোমার বুকে মুখখানি রেখে গলাটি জড়িয়ে ধরে দেহভার আমার এলিয়ে দেব, আর তুমি আমার মুখের পানে চেয়ে আমার এলো চুলগুল নিয়ে খেলা করবে। সেখানে তুমি আদর করে' আমার খোঁপায় চাঁপা ফুল গুঁজে দেবে, আর আমি সোহাগভরে তোমার ঠোঁটে মিষ্টি একটি চুমু দিয়ে দেব। তা'রপর—

ছন্দক। আর তা'রপর কাজ নেই সুন্দরী।—ঐ পর্য্যন্তই যথেষ্ট। ওতেই আমার মাথার ভিতর ভোঁ ভোঁ করছে, দম বন্ধ হয়ে আস্‌ছে। কুছ্‌ পরোয়া নেই বাবা, তোমায় নিয়ে আমি অকুলে ভাস্‌ব।

সুজাতা। তবে আর দেরী কেন? চল, আজ এখনি আমরা সরে পড়ি এখান থেকে।

ছন্দক। আজ? এখনি?

সুজাতা! হ্যাঁ,—আজ,—এখনি। শুভ কাজে বিলম্ব করে' লাভ কি?

ছন্দক। না, লাভ কিছু নেই বটে! [মনে মনে] আজ সকালে না জানি আমি কা'র মুখ দেখে উঠেছিলুম! এ যে দেখছি আমার কপালের ওপর মাথা নয় রে বাবা, মাথার ওপর কপাল! ভগবান, এত সুখও আমার অদৃষ্টে লিখেছিলে তুমি!

সুজাতা। কি গো চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে যে!

ছন্দক। না,—আমি শুধু ভাব্‌ছি, সুন্দরী এই মাগীটা আর ছোঁড়াটার কি করি!

সুজাতা। কি আর করবে? ছেড়ে দেবে। ওরাও যাক, আমরাও যাই। আমাদের যা'বার সময় ওদের চোখের জল দেখে গেলে আমাদের মঙ্গল হ'বে না কখনো।

ছন্দক। ঠিক বলেছ সুন্দরী। ওরাও যাক,—আমরাও যাই। যা'বার সময় ওদের চোখের জল দেখে গেলে আমাদের মঙ্গল হ'বে না কখনো। দাঁড়াও, বাইরে কেউ কোথাও আছে কি না আমি দেখে আসি আগে। [চলিয়া গেল।

সত্যবতী। মা,—মা,—একি করছ তুমি? নারী জন্মের শ্রেষ্ঠ সম্মান বিসর্জ্জন দিয়ে এই ঘৃণিতে মুক্তি কেন কিন্‌তে যাচ্ছ মা? দেহ, আত্মার আবরণ—পরমেশ্বরের মন্দির। তা'কে কলঙ্কিত করে' কি হ'বে মা, এই তুচ্ছ মুক্তি নিয়ে? কাঁচখণ্ডের বিনিময়ে তুমি যে তোমার অমূল্য হীরক খণ্ড হারা'তে বসেছ! এ কথা না বোঝবার মত বোকা তো তুমি নও মা। আমি তো দেখ্‌ছি, তোমার চোখে-মুখে প্রতিভার একটা উজ্জ্বল জ্যোতিঃ, দেহ-ভঙ্গিমায় এক মহাশক্তির বিদ্যুৎ-স্ফুরণ! কিন্তু তোমার মুখের কথার সঙ্গে—যে আমি এর কোন সামঞ্জস্য খুঁজে পাচ্ছি না মা।

সুজাতা। পূর্ব্বেই তো বলেছি মা, আমার কথা বুঝ্‌তে পারবে না তুমি; আর তা'র চেষ্টাও তুমি কর'না কখনো।

সত্যবতী। জানি না, নারায়ণের মনে কি আছে। বলতে পারি না মা, তোমার এই আচরণের ভিতর দিয়ে তিনি তাঁ'র কোন, মহান, উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চান। তবে এই টুকু আমি বুঝি যে, তিনি চিরমঙ্গলময়।

সুজাতা। তুমি ঠিকই বলেছ মা,—তিনি চিরমঙ্গলময়। তাঁ'রই সৃষ্টির মঙ্গলের জন্য, তাঁরই সৃজিত আমি, আজ তাঁরই ইচ্ছায় পরি-

চালিত। এ ছাড়া আমার কার্য্যের আর কোন সুসঙ্গত ব্যাখ্যা হ'তে পারে না মা।

ছন্দক পুনরায় প্রবেশ করিল

ছন্দক। যদি পালা'তে হয় সুন্দরী, এই তা'র উপযুক্ত সুযোগ। কয়েদ খানার তে-তল্লাটে এখন কেউ কোথাও নেই।

সুজাতা। তবে যাও, তুমি এদের পার করে' দিয়ে এস।

ছন্দক। আর তুমি?

সুজাতা। আমিও যা'ব,—তোমাকে সঙ্গে নিয়ে। কিন্তু এদের পরে।

ছন্দক। এই মাগী, এই ছোঁড়া, আয় আমার সঙ্গে।

সুজাতা। যাও মা, তোমার পুত্রের হাত ধরে' এই দুর্গন্ধময় অন্ধকার কারাগারের বাইরে। এখানে থাকলে অনাহারে আর উৎপীড়নে মৃত্যু-ছাড়া তোমাদের আর কোনো গতি ছিল না। কিন্তু কারাগারের বাইরে যদি আত্মগোপন করবার সুবিধা পাও' তা' হ'লে আর কিছু না হোক, তোমাদের জীবনটা হয়ত রক্ষা পেলেও পেতে পারে। যাও মা, পরমেশ্বরের ওপর পরম নির্ভরপরায়ণা তুমি,—তোমাকে তিনিই সেখানে পথ দেখিয়ে নিয়ে যা'বেন।

সত্যবতী। না মা, আমরা যাব না। তোমার ঐ ফুলের মত সুকুমার দেহের পণে এ মুক্তি আমরা চাই না। কামনার আর কি আছে মা আমাদের যে, আমরা আর বাঁচতে চাইব? আমার স্বামী গেছে, রাজ্য গেছে, ঐশ্বর্য্য গেছে; বেঁচে থাকবার মত প্রলোভন যা' কিছু ছিল আমাদের' তা' সবই গেছে। তবে কোন্ লোভে আর আমরা বেঁচে থাকতে চাইব মা? এখন মৃত্যুই আমাদের পরম মোক্ষ।

সুজাতা। কিন্তু মোক্ষদাতা যে পরমেশ্বর, তাঁ'র তা' ইচ্ছা নয় মা। তা' যদি হ'ত, তা' হলে আমার মুখ দিয়ে তিনি তোমাকে এ কথা শোনাতেন না কখনো। যাও মা, আর বৃথা তর্ক করে' সময় নষ্ট ক'র না।

সত্যবতী। নারায়ণ'—নারায়ণ—সত্যই কি তোমার এই ইচ্ছা দয়াময়? এই অনাঘ্রাত কুসুমের মত একটি পবিত্র বালিকার নবোদ্ভিন্ন যৌবন-লাবণ্য একটা কামাসক্ত পাপিষ্ঠের কাছে বিক্রয় করে' সেই মূল্যে আমাদের মুক্তি কিন্‌তে চাও তুমি? না, না,—তা'ও কি কখনো সম্ভব?

সুজাতা। কেন সম্ভব হ'বে না মা? শঙ্খচূড়-নিধনের জন্য তিনি স্বয়ং যে তাঁ'র সাধ্বী স্ত্রী তুলসীর সতীত্ব নষ্ট করেছিলেন!

সত্যবতী। ঠাকুর—ঠাকুর!

সুজাতা। আর দ্বিধা কর' না মা। অসঙ্কোচে তাঁর নির্দ্দেশ পালন করে' যাও।

সত্যবতী। তবে তাই হোক্ দয়াল। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্। উপাসন, আয় বাবা।

ছন্দকের সহিত সত্যবতী ও উপাসন চলিয়া গেলেন

সুজাতা। বিশঙ্ক,—বিশঙ্ক,—তোমার অনুরোধ অক্ষরে-অক্ষরে প্রতিপালন করেছি প্রিয়তম। আমার ইহকাল-পরকাল, আমার নারী-জীবনের সর্ব্বোচ্চ সম্মান, আমার এই নিঃস্ব জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ,—সব কিছু বিপন্ন করে'ও আজ তোমার ঈপ্সিত সাধন করেছি আমি। বল দাও স্বর্গের দেবতা, বল দাও মা সতীকুলরাণী, হৃদয়ে আমার বল দাও। দাঁড়াও মা বরাভয়করা দশপ্রহরণধারিণী অসুর-দলনী,

দাঁড়াও মা আমার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে দিব্যজ্যোতির্বিভাসিত উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে;—আমি তোমার ঐ সর্ব্বসংহারিণী ত্রিভুবননাশিনী প্রলয়ঙ্করী মহামূর্ত্তির ধ্যান কর্‌তে কর্‌তে হত্যার করাল উত্তেজনায় যেন প্রচণ্ড দাবানল শিখার মত ধূ ধূ করে' জ্বলে উঠি! মা,—মা,—শক্তি দাও মা,—শক্তি দাও।

ছন্দক ফিরিয়া আসিল

ছন্দক। আমি তা'দের নিরাপদ করে' দিয়ে এসেছি সুন্দরী। আর দেরী নয়,—এইবার তুমিও চলে এস। [মনে-মনে] কি আমার অদৃষ্ট রে! বলিহারি যাই বাবা, বরাত তোমায়! তা' না হ'লে প্রহরীগিরি কর্‌তে এসে কারাগার হ'ল কি না বাসর-ঘর! আ মরে যাই,—মরে যাই! কি চেহারা রে! রূপ যেন একেবারে ফেটে পড়েছে! যৌবন যেন উথ্‌লে উথ্‌লে উঠ্‌ছে! [প্রকাশ্যে] এস তো সুন্দরী, তোমাকে বুকে চেপে প্রাণটা একটু তাজা করে' নিই।

সুজাতা। শক্তি দাও মা, কালী করালী, চামুণ্ডরূপিণী, চণ্ডমুণ্ড-বিনাশিনী,—শক্তি দাও মা!

ছন্দক। একি! চুপ করে' যে দাঁড়িয়ে রইলে সুন্দরী? এস।

আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হইল

সুজাতা। [কয়েক পদ পিছাইয়া যাইয়া] সাবধান লম্পট, এ লেলিহান অগ্নি-শিখা।

ছন্দক। আর আমিও যে বরফ-গলা জল! এখন ঠাট্টা রেখে প্রাণ, এগিয়ে এসদিকি।

সুজাতাকে ধরিবার জন্য অগ্রসর হইল

সুজাতা। কামান্ধ কুকুর, সত্যই কি তুই মনে ভেবেছিস্ যে, তোর রূপে মুগ্ধ হয়ে আমি তোকে আত্মদান করবার জন্য লালায়িত? নরকের কৃমি,—এত—উচ্চ আশা তোর?

ছন্দক। এ্যাঁ! বল কি চাঁদমুখী! তবে কি বাবা, তুমি আমাকে শুধু বিচুলী দেখিয়ে লাঙল চষিয়ে নিলে!—তা' হ'বে না সোনার পায়রা। কাজ যখন করেছি, তখন মজুরী আমি নেবই নেব। তা' যদি বাবা, তুমি আমাকে ভালয় ভালয় না দাও তো তা' আমি জোর করে'ই আদায় করে' নেব।

সুজাতাকে ধরিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল।

সুজাতা। [আত্মরক্ষা করিতে করিতে] মা কালী করালী, আমায় শক্তি দাও। মা,—শক্তি দাও। যে শক্তিতে তুমি মহিষাসুর বধ করেছ,—রক্তবীজ বিনাশ করেছ,—শুম্ভ-নিশুম্ভকে ধ্বংস করেছ,—সেই শক্তির কণামাত্র আজ তুমি আমাকে দাও মা। মা সতীকুলরাণী, উপায় দেখিয়ে দাও মা,—আমাকে উপায় দেখিয়ে দাও।

সহসা সুযোগ পাইয়া ছন্দকের কোষ হইতে তরবারি কাড়িয়া লইয়া
সজোরে তাহাকে আঘাত করিয়া কহিলেন

শয়তান, তবে এই নাও আমার প্রেমালিঙ্গন।

ছন্দক। ওঃ! বাপ্!

আর্ত্তনাদ করিয়া পড়িয়া গেল। এমন সময়ে বিরাধন
আসিয়া উপস্থিত হইলেন

বিরাধন। কারাগারের ভিতর থেকে সহসা এমন আর্ত্তনাদ করে' উঠ্‌লো কে?

ছন্দক। রক্ষা করুন—রক্ষা করুন মহারাজ!

বিরাধন। একি! তুমি এমন আহত হ'লে কি করে'?

ছন্দক। ঐ শয়তানী করেছে মহারাজ।

বিরাধন। কারণ?

ছন্দক। ও সেই মাগীটা আর ছোঁড়াটাকে কারাগার থেকে পালিয়ে যা'বার পথ দেখিয়ে দিয়েছে। আমি তাই জান্‌তে পেরে ওকে—

সুজাতা। সাবধান মিথ্যাবাদী। যা' করেছিস্‌ সত্য বল্‌; তা' না হ'লে আমি তোর জিব কেটে দেব।

ছন্দক। দোহাই ধর্ম্ম! আমি সব—

বিরাধন। থাক্‌। সত্য-মিথ্যা শোনবার আর আমার প্রয়োজন নেই! আমি বুঝেছি। সুজাতা, বিশঙ্ককে পালিয়ে য'াবার জন্য একদিন তুমি যেমন সাহায্য করেছিলে, আজ রাণী আর রাজপুত্রের পলায়নেও তুমি তেমনই সাহায্য করেছ।

সুজাতা। করেছি।

বিরাধন। হুঁ। আর ছন্দক!

ছন্দক। মহারাজ!

বিরাধন। তোমাকে আমি আমার কারাগার রক্ষার ভার দিয়েছিলুম। কিন্তু সামান্য একটা স্ত্রীলোকের কৌশলে আজ আমার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় দু'জন বন্দী এই কারাগার থেকে পালিয়ে যাবার সুবিধা পেয়েছে। যা'রই কৌশলে তা'রা সে সুবিধা পাক্‌ তা'র জন্যে কিন্তু তুমিই সবচেয়ে বেশী দায়ী। তোমার এই অপরাধের জন্য আমি তোমাকে নির্ব্বাসিত করলুম আমার রাজ্য থেকে। যাও।

ছন্দক ভয়ে ভয়ে চলিয়া গেল

বিরাধন। আর শয়তানী!

সুজাতা। ও সম্বোধনে আমি অভ্যস্ত পিতা। কিন্তু আপনারও বোঝা উচিত যে আমড়ার বীজে কথনো আম গাছ হয় না।

বিরাধন। জানিস্ রাক্ষসী,—এর শাস্তি কি?

সুজাতা। কেমন করে' জান্‌বো পিতা? আমি তো আর রাজদণ্ড হাতে নিয়ে রাজসিংহাসনে বসিনি কোনোদিন!

বিরাধন। হুঁ। এই কে আছিস্?

জনৈক প্রহরী আসিয়া অভিবাদন করিল

একে হাতকড়া লাগিয়ে সপ্তাহকাল অনাহারে অন্ধকূপে আবদ্ধ করে' রাখগে। যদি সম্ভব হয়, তবে বিচার তা'র পরে! যা'।

প্রহরী সুজাতাকে লইয়া যাইতে উদ্যত হইলে

হ্যাঁ,—আর একটা কথা। খুব সাবধান! মনে রাখিস্, এ একজন সাজ্ঘাতিক প্রকৃতির কয়েদী।

সুজাতাকে শৃঙ্খলিত করিয়া লইয়া প্রহরী চলিয়া গেল

না,—আর বিলম্ব নয়। রাণী আর রাজপুত্র খুব সম্ভব বেশী দূর এখনও যেতে পারে নি। যদি কোথাও আশ্রয় না পেয়ে থাকে, তবে তা'রা নিশ্চয়ই ধরা পড়্‌বে। যাই, তা'দের বন্দী করবার জন্য চারিদিকে এখনই চর ছুটিয়ে দিই। তা' না হ'লে অসন্তুষ্ট প্রজার দল উপাসনকে অবলম্বন করে' অচিরেই বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারে।

[চলিয়া গেলেন।

ষষ্ঠ দৃশ্য

শবর-পল্লী — রাজ-সভা

উচ্চ মৃত্তিকার বেদীতে বাঘ-ছালের উপরে দাণ্ডিক বসিয়াছিলেন।

শবর-শবরীগণ তাঁহার সম্মুখে নাচিয়া

নাচিয়া গাহিতেছিল

শবর-শবরীগণ। (গীত)

হাজার বছর পেরমাই লয়ে বাঁচিয়ে থাক্ তু রাজা।

ভাল লোকদের বকশিস্ দিস্, বদমাস্‌কে দিস্ সাজা॥

সারা জঙ্গল মুলুক তুহার, গাছের আগায় রসদ্ মজুত

বাঘ-ভালুকের মুনিব যে তু, তুহার দাপটে সব মজুত।

দুষমণ সব হুসিয়ার,

বাঘের নখের চেয়েও শানানো এই হামাদের তলোয়ার।

ফুর্ত্তি করিয়ে মাদল বাজারে,—বাজারে মাদল বাজা;

টগবগিয়ে উঠুক ফুটিয়ে শিরার রক্ত তাজা॥

শবর-শবরীগণ চলিয়া গেল। বিনায়ক, শিবায়ন, শ্যামলী ও শৃঙ্খলিত

বিরাঙ এবং দীপ্তায়ুধ আসিলেন।

দাণ্ডিক। বিরাঙ্, বড় সাঙ্ঘাতিক নালিশ হইয়াছে তুহার নামে। তুহার কুচ্ছু জবাব আছে?

বিরাঙ। না রাজা, হামার কুচ্ছু জবাব নেই।

দাণ্ডিক। হুঁ। তু বড় লায়েক্ হইয়েছিস্‌রে—তু বড় লায়েক্ হইয়েছিস্। আচ্ছা, থাক্ তু। তুহারে হামি আচ্ছা করিয়ে সায়েস্তা করিয়ে দেবেক্! [দীপ্তায়ুধের প্রতি] এই ভিন্‌দেশীয়া, তু হামার মুলুকে আসিয়েছিস্ কেন রে?

দীপ্তায়ুধ। সে-কথা আমি তোমার কাছে বল্‌তে প্রস্তুত নই শবররাজ।

দাণ্ডিক। ওঃ! হামি বুঝিয়েছে। যে মতলবে তু আসিয়েছিস্ হামার মুলুকে, তুহার সে মতলবটা হামার সামনে বুক ফুলিয়ে সাহস করিয়ে বলবার মত নয়।—কেমন? আচ্ছা, তুহার ঘর কুথাকে?

দীপ্তায়ুধ। তা'ও তুমি আমার কাছ থেকে জান্‌তে পারবে না রাজা।

দাণ্ডিক। বটে। আচ্ছা, বল্ তু কে?

দীপ্তায়ুধ। না,—তা'ও আমি বল্‌ব না।

দাণ্ডিক। হুঁ।

শিবায়ন। কিন্তু পরিচয় গোপন করে' কোনো লাভ নেই বিদেশী। গান্ধারের রাজ-সভায় নিরীহ বিচারপ্রার্থীদের বন্দী করবার জন্য যা'র কোষবদ্ধ তরবারি অর্দ্ধনিষ্কাসিত হয়, তা'কে শিবায়ন কখনো ভোলে না।

দীপ্তায়ুধ। রক্তচক্ষু দেখিও না যুবক। রক্ত চক্ষু দেখে ভয় করবার মত উপাদান দিয়ে আমার অন্তর গঠিত হয় নি। আমি তোমাদের বন্দী। আমার দেহটা নিয়ে তোমরা যা' খুশী কর্‌তে পার; কিন্তু আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার মুখ দিয়ে কোনো কথাই বার করতে পার না তোমরা।

দাণ্ডিক। হাঁ—হাঁ,—পারে—পারে—হামি সব পারে। জানিস্ তু কুথাকে দাঁড়িয়ে আছিস্?

দীপ্তায়ুধ। জানি বৈকি। একজন অসভ্য বন্য সর্দ্দারের আবাস-গুহায়।

দাণ্ডিক। হাঃ হাঃ হাঃ! ভুল বুঝিয়েছিস্ তু,—ভুল বুঝিয়েছিস্ জোয়ান। এটা জানোয়ারের রাজা সিঙ্গির গর্ত্ত। বাঘ, ভালুক, শিয়াল, কুত্তা, কা'রো ঘারিঘুরি চল্‌বেক না হেথাকে। তু হুঁসিয়ার হইয়ে কথা

বলবি জোয়ান। শ্যামলীয়া, তুহার নালিশটা আর একবার শুনিয়ে দে হামাকে।

শ্যামলী। পিতা—

বিনায়ক। রাজা বলে' ডাক মা,—এটা রাজ-সভা! শবর-রাজ তোমার পিতা হ'লেও তোমাদের সেই স্নেহ-মধুর সম্বন্ধ এখন আর তাঁ'কে স্মরণ করিয়ে দেওয়া উচিত নয়। এখন আর তোমরা পিতাপুত্রী নও শ্যামলী,—এখন তিনি রাজা, আর তুমি তাঁ'র একজন বিচার-প্রার্থী প্রজা। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বুঝ্‌তে দাও যে, অসভ্য বন্য সর্দ্দার হ'লেও শবর-রাজের বিচারে অতি বড় আত্মীয়েরও প্রভাব বিস্তারের অবকাশ নেই।

শ্যামলী। অপরাধ হয়েছে অস্ত্রাচার্য্য,—ক্ষমা করবেন আমাকে। রাজা, আপনার সেনাপতি বিরাঙের সহায়তায় এই বিদেশী শিবায়নকে গুপ্তহত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল। দূর থেকে দেখ্‌তে পেয়ে তীর মেরে আমি ওকে অজ্ঞান করে' ফেলি। পরে উভয়কেই বন্দী করে' আপনার কাছে নিয়ে আসি। বিচার করুন রাজা, এই গুপ্তঘাতকেরা শাস্তি পা'বার উপযুক্ত কি না?

দাণ্ডিক। বিরাঙ্‌, তুহার কুচ্ছু বলবার নেই তো হামাকে?

বিরাঙ। না রাজা, কুচ্ছু বলবার নেই হামার।

দাণ্ডিক। তবে শ্যামলীয়া যা' বলিয়েছে তা' তু সত্যি বলিয়ে মানিয়ে লিচ্ছিস্‌?

বিরাঙ। হ্যাঁ—হ্যাঁ—আমি সব মানিয়ে লিচ্ছি। তু যা' করবি তা' করিয়ে ফেল্‌। হামি আর দেরী করতে পারছেক্‌ না।

দাণ্ডিক। শরম লাগে বিরাঙ,—শরম লাগে। হামার লড়ায়ের সর্দ্দার হইয়ে শিবুয়াকে তু চুরি করিয়ে মারতে গেলি! তুহার মন এতদূর

ছোট হইয়ে গিয়েছে রে! কেন? লড়াই কর্‌তে তু ভুলিয়ে গিয়েছিস্?

শ্যামলী। সে চেষ্টারও ত্রুটি হয়নি রাজা। প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে শিবায়নের কাছে পরাজিত হয়ে বিরাঙ ওকে গুপ্তহত্যা করবার ষড়যন্ত্র করছে।

দাণ্ডিক। বিরাঙ, একথাও সত্যি না কি রে?

বিরাঙ। হাঁ—হাঁ—সত্যি রাজা,—সব সত্যি। আর একথাও সত্যি রাজা, হামি যতদিন বাঁচিয়ে থাকবেক্ শিবুয়াকে মারবার চেষ্টা আমি ছাড়বেক্ না। ও হামার আঁখের মণি উপ্‌ড়িয়ে লিয়েছে, হামার পাঁজরার হাড় ছুটিয়ে দিয়েছে, হামার মাথার ভেতর আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। হামি ওকে ছাড়বেক্ না। শ্যামলীয়াকে বিয়া করিয়ে শিবুয়া সুখে থাক্‌বেক্, আর হামি বনে-বনে পাহাড়ে-পাহাড়ে হা হা করিয়ে কাঁদিয়ে বেড়াবেক্—তা' হামি হ'তে দেবেক্ না কক্ষনো। শ্যামলীয়াকে বিয়া করবার আগে হয় শিবুয়া যাবেক্,—না হয় হামি যাবেক্। দু'টোর একটার জান্ দিতেই হবেক্। হামাকে তু বন্দী করিয়েছিস্,—লে হামার জান্ লিয়ে লে তু রাজা,—হামার জান লিয়ে লে তু রাজা।

দাণ্ডিক। হুঁ। শ্যামলিয়ার লেগে তু ক্ষেপিয়ে উঠেছিস্। তাই খাল কাটিয়ে কুমীর আনিয়েছিস্ তু হামার মুলুকে। আচ্ছা, শ্যামলীয়া, তু কাহারে বিয়া কর্‌তে চাস্ রে?

শ্যামলী। আমি কা'কেও বিবাহ কর্‌তে চাই না। সারা জীবন কুমারী থেকে আমি তোমার সেবাতেই এ জীবনটা কাটিয়ে দেব।

দাণ্ডিক। বহুৎ আচ্ছা বেটি, হামি তুহার কথা শুনিয়ে খুব খুশী হইয়েছে। বিরাঙ, তু হামার সারা শবর জাতটার মুখে কালি মাখিয়ে দিয়েছিস্। শিবুয়া হামার মুলুকে অতিথ্ হইয়ে রহিয়েছে,

আর তু হামার লড়ায়ের সর্দ্দার হইয়ে চুরি করিয়ে তা'রে খুন কর্‌তে গেলি রে! হামার দাপটে হামার মুলুকে বাঘে-বলদে এক ঘাটে তিয়াস্ মেটায়,—আর তুহার আস্কারা পাইয়ে গাঁধার হইতে শয়তান আসিয়েছে কিনা হামার ঘর্‌কে সিঁদ ফুটাতে। না না,—তুহারে হামি ছাড়্‌বেক্ না বিরাঙ! হামি তুহারে খুন করবেক্। কুত্তাকে দিয়ে হামি খাওয়াবেক তুহারে। না না,—তুহার সাজা হামি হয়ত ঠিক বাত্‌লাতে পারবেক্ না। শিবুয়া!

শিবায়ন। রাজা!

দাণ্ডিক। হামি তুহার ওপরে ভার দিচ্ছে। তু তুহার খুশী মত সাজা দে এদের।

শিবায়ন। আমি?

দাণ্ডিক। হাঁ রে হাঁ,— হামি রাজা,—হামি তুকে হুকুম দিচ্ছে।

শিবায়ন। একি ঘোর সমস্যায় ফেলে দিলে মোরে!

মোর আততায়ী যা'রা, রাজা,

তাহাদের দণ্ড-নির্ব্বাচন ভার

মোর হস্তে স'পে দিলে দ্বিধাশূন্য মনে?

বিনায়ক। বৎস, সুকঠিন পরীক্ষা তোমার আজি।

অনাগত ভবিষ্যৎ যেন

আজি আসি' দাঁড়াইয়াছে সম্মুখে তোমার,

পরীক্ষা করিয়া নিতে

যোগ্যতার পরিমাপ তব!

একদিন যা'রে বসি' রাজসিংহাসনে

বিচার করিতে হ'বে নিক্তির ওজনে,

বিধাতৃ-নির্দ্দেশে যেন
আজি তা'র আসিয়াছে মহা সন্ধিক্ষণ !
অন্ততঃ মূহূর্ত্ত তরে
ভুলে যাও, অভিযোক্তা তুমি।
মুছে ফেলে দাও বৎস, অন্তর হইতে
এতদিন জমা-করা সমস্ত বিদ্বেষ,
সব ঘৃণা, সব ঈর্ষা, সকল আক্রোশ ।
মনে রেখ, বিচারক নিরপেক্ষ সদা।
রাজার আদেশ বৎস, কর দণ্ডদান
অভিযুক্ত শত্রুদের তব।

শিবায়ন। উপদেশ-বাণী তব শিরোধার্য্য মোর।
রাজা, আদেশ তোমার করিব পালন।
দিব—দিব শাস্তি আমি, শত্রুদের মোর,
তুলাদণ্ডে করিয়া ওজন।
জীবনের শুভক্ষণ মোর ;—
পাইয়াছি আজি আমি মাহেন্দ্র সুযোগ।
দীপ্তায়ুধ !

দীপ্তায়ুধ। বৃথা চেষ্টা শিবায়ন তব।
ভয় কা'রে বলে' জানি না জীবনে আমি।
মনে রেখ, বীর আমি যুদ্ধব্যবসায়ী।

শিবায়ন। বাক্য যদি সত্য হয় তব,
তবে কহ বীর,
গুপ্তহত্যা—নিঃশব্দ সঞ্চারে,
সমর্থন করিয়াছে কোন্ যুদ্ধনীতি ?

দীপ্তায়ুধ। তব সাথে বাক্যালাপ ঘৃণা করি আমি।
ভাল বলি' বুঝিয়াছি যাহা,
নির্ভয় হৃদয়ে তাহা করিয়াছি আমি।
ভাগ্যদোষে আজি আমি বন্দী তব করে।
করিও না কোনো প্রশ্ন মোরে;
দাও দণ্ড যথা অভিরুচি তব;

শিবায়ন। আর বিরাঙ!

বিরাঙ। জল্লাদকে তু ডাক শিবুয়া, গর্দ্দানা বাড়িয়ে আছে হামি।

শিবায়ন। উত্তম।
তবে শোন বন্দীদ্বয়!
শাস্তিরূপে তোমাদের দু'জনারে
দিনু মুক্তি আমি।
আমরণ অনুতাপে প্রায়শ্চিত্ত করি'
সংশোধিত কর দোঁহে চরিত্র দোঁহার।
যাও, মুক্ত এবে তোমরা দু'জন। [উভয়ের শৃঙ্খল খুলিয়া দিলেন

দাণ্ডিক। [সাশ্চর্য্যে] ছাড়িয়ে দিলি তু এদের, শিবুয়া?

শিবায়ন। রাজা,
পাপীর হত্যায় নহে পাপের উচ্ছেদ।
জাগে যদি অনুতাপ কভু কোনোদিন,
শিক্ষা পা'বে অন্তরের অন্তস্থল হ'তে,
দস্যু রত্নাকর সম
হয়ত বা হ'তে পারে প্রণম্য বাল্মীকি!

বিনায়ক। শিবায়ন,
পরীক্ষায় সুউত্তীর্ণ তুমি।

দীপ্তায়ুধ ও বিরাঙ চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে দাণ্ডিক
তাহাদের উদ্দেশ্যে কহিলেন

দাণ্ডিক। দাঁড়া। শিবুয়া তুহাদের ছাড়িয়ে দিয়েছে, তা'তে হামি কুচ্ছু বল্‌তে চায় না। কিন্তু হামার মুলুকে হামি যেন তুহাদের আর না দেখে। যদি দেখে তবে হামি কুত্তাকে দিয়ে তুহাদের জান খাইয়ে দেবেক্। গুরু বাবা, আর দেরী করিস্ না তু। আজই হামরা লস্করদের তু সব ঠিক করিয়ে রাখ্‌বি। কালই হামরা হামাদের নেকড়ের পাল নিয়ে গাঁধার রওনা হবেক্।

[চলিয়া গেলেন

বিনায়ক। শুনে যাও দীপ্তায়ুধ,
দেশে ফিরে জানাইও প্রভুরে তোমার
রাজ্য-সুখ আর নহে নিরাপদ তা'র।

[চলিয়া গেলেন

শ্যামলী। সুপ্রসন্ন ভাগ্য-লেখা তোমা দোঁহাকার;
তাই, সুনিশ্চিত মৃত্যুমুখ হ'তে
ফিরে গেলে অক্ষত শরীরে।
শঙ্করের ঊর্দ্ধনেত্র
বোধ হয় ভাঙপানে আজো ঢুলু-ঢুলু;
তাই, জ্বলে নাই
সর্ব্বধ্বংসী কালানল এত অনাচারে।
কিন্তু মনে রেখ,
দেবতারও ধৈর্য্য কভু নহে অন্তহীন;

[চলিয়া গেলেন।

শিবায়ন। বাক্যালাপে করিয়াছ ঘৃণা;
কিন্তু যবে রণক্ষেত্রে দেখা হ'বে পুনঃ,
মোর সাথে অস্ত্রালাপে
যদি তুমি না-হও বিমুখ,
জেন বীরবর,
বাধিত হইবে দীন চিরতরে তবে। [চলিয়া গেলেন।

দীপ্তায়ুধ। উঃ! এত অপমান! এর চেয়ে মৃত্যুও যে শতগুণে ভাল ছিল! নাঃ,—এ অসহ্য! যেমন ক'রেই হোক, এর প্রতিশোধ নিতেই হবে। এস সর্দ্দার, শবর-পল্লীতে যদি তোমার স্থান না হয়, তো গান্ধার তোমাকে আদর করে' বুকে তুলে নেবে।

বিরাঙ। তাই চল্ মিতে,—তাই চল্। এবার এরা হামাকে পাগ্‌লা করিয়ে দিয়েছেক্ রে—এবার এরা হামাকে পাগ্‌লা করিয়ে দিয়েছেক। এবার হামি এদের কাকেও ছাড়বেক্ না; শ্যামলীয়াই হোক আর শিবুয়াই হোক, এবার হামি যা'কে বাগে পাবেক্, তা'র হাড়-মাংস, সব খাইয়ে লেবেক্। [উভয়ে চলিয়া গেলেন।

সপ্তম দৃশ্য

গান্ধার রাজ-সভা

সিংহাসনে বিরাধন রাজবেশে উপবিষ্ট। এক পার্শ্বে দীপ্তায়ুধ
ও বিরাঙ এবং অপর পার্শ্বে অন্যান্য
সভাসদগণ আসীন

বিরাধন। সভাসদগণ, বড়ই দুঃখের কথা যে, আজও আমরা আবিষ্কার করতে পারলুম না আমাদের রাজার হত্যাকারী কে, আর কা'রাই

বা সেদিন রাত্রিতে অমনভাবে রাজপুরী আক্রমণ করে' সমস্ত ছারখার করে' দিয়েছে!—তা'র ওপর সকলের চোখে ধূলো দিয়ে বিদ্রোহীরা রাজার মৃতদেহটা রাজপথের চৌমাথানীতে একটা দীর্ঘদণ্ডের ওপর লট্‌কে দিয়ে গেল! এর চেয়ে অপমানের বিষয় আমাদের পক্ষে আর কিছু থাক্‌তে পারে না।

সভাসদগণ। নিশ্চয়—নিশ্চয়।

বিরাধন। তারপর রাণী আর রাজপুত্র যে কোথায় চলে' গেলেন, আর তাঁদের কোনো খোঁজ-খবরই পাওয়া গেল না। যদি পাওয়া যেত, তা' হ'লে রাজপুত্রকেই সিংহাসনে বসিয়ে মহারাণীর সম্মতি নিয়ে আমি না-হয় অভিভাবক রূপেই সমস্ত রাজকার্য্য চালাতুম! কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ তা' আর হ'ল না! অনাথ প্রজাগণের মুখের দিকে চেয়ে এই বৃদ্ধ বয়সে শেষে আমাকেই সিংহাসনে বস্‌তে হ'ল!

সভাসদগণ। মহারাজ মহানুভব।

গীতকণ্ঠে সনাতন উপস্থিত হইলেন

সনাতন। (গীত)

পাপের ভরা পূর্ণ রে তোর ফাঁসবে তলা এইবারে।
ডুবো পাহাড় তুল্‌ছে মাথা, ঘনাচ্ছে মেঘ আকাশ পারে॥
মাঝ নদীতে ডুবলে তরী যে দুঃখ তুই পেতিস্ বুকে,
তা'র শতগুণ জ্বলবে আগুন. ডুবলে তরী ঘাটের মুখে;
তাইতো দয়াল মুখটি বুজে সয়েছেন তোর অত্যাচারে॥
ধর্ম্মের গতি সূক্ষ্ম অতি বাতাসে নড়ে তার সে কল;
পড়্‌বি যেদিন বুঝ্‌বি সেদিন, তোর শক্তি কি দুর্ব্বল!
রাত্রি যতই হোক্‌না আঁধার প্রভাত আছে তা'র ওপারে॥

[চলিয়া গেলেন।

বিরাধন। "পাগল—পাগল!" একেবারে বদ্ধ পাগল! মহারাজ বেঁচে থাক্‌তে ওর যেটুকুও বা হুঁস্‌ ছিল এখন আর দেখ্‌ছি সেটুকুও নেই। কোথায় কা'কে কি যে বলে ওর আর তা' খেয়াল নেই। [সভাসদগণের প্রতি] হ্যাঁ. এই বিশৃঙ্খল সাম্রাজ্যের শৃঙ্খলা বিধান কর্‌তে আপনারা যে কঠোর পরিশ্রম করেছেন তা' বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। এখন অনর্থক আমি আর আপনাদের কষ্ট দিতে চাই না। যান, আপনারা বিশ্রাম করুন গে! [সভাসদগণ চলিয়া গেলেন] দীপ্তায়ুধ শেষে অকৃতকার্য্য হয়ে ফিরে এলে তুমি?

দীপ্তায়ুধ। ফিরে আসবার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না মহারাজ। এসেছি শুধু দৈবানুগ্রহে—একান্তই পরমায়ু আমার শেষ হয়নি বলে'।

বিরাধন। আমি কিন্তু আশ্চর্য্য হচ্ছি দীপ্তায়ুধ এই ভেবে যে, হত্যাকারীকে হাতে পেয়েও এমন অক্ষত শরীরে তা'রা ছেড়ে দিলে!

দীপ্তায়ুধ। তা'দের রীতিনীতি আমরা ঠিক বুঝ্‌তে পারব না। সত্য বল্‌তে কি মহারাজ, শত্রুর প্রতি অমন উপেক্ষা জীবনে আমি সেই প্রথম দেখলুম।

বিরাধন। তুমি তা'দের মহত্ত্ব দেখে মুগ্ধ হয়েছ দীপ্তায়ুধ!

দীপ্তায়ুধ। ভুল বুঝেছেন মহারাজ। তা' যদি হ'তুম তা' হ'লে ফিরে এসে আজ আর তাদের বিরুদ্ধে তরবারি তুল্‌তে উদ্যত হতুম না। তুচ্ছ একটা তৃণখণ্ডের মত হেলায় তা'রা আমাকে উপেক্ষা করে' ছেড়ে দিয়েছে। তাই আমি আজ তা'দের দেখাতে চাই, 'তুচ্ছ তৃণ বলে' হেলায় যা'কে তারা উপেক্ষা করেছে, সেটা মহামহীরুহের মত তা'র সহস্র শাখা-প্রশাখা নিয়ে তা'দের মাথায় ভেঙে পড়তে পারে কি না!—আমি তা'দের বুঝিয়ে দিতে চাই, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ক্ষুদ্র হ'লেও বিশ্বদহনের শক্তিটা তা'র অনায়ত্ত নয়।

বিরাঙ। আর হামাকে তু হুকুম কর রাজা, হামি হামার শবর-মুলুকের সারা জঙ্গল ভরিয়ে দাউ দাউ করিয়ে একটা আগুন জ্বালিয়ে দেয়।

বিরাধন। দীপ্তায়ুধের কাছে আমি সব শুনেছি সেনাপতি। অগ্রসর হোন্ আপনি, আপনার প্রতিহিংসা নিতে,—আপনার পিছনে আমার সমস্ত শক্তি। দীপ্তায়ুধ, আজই তুমি তোমার সৈন্যদের মধ্যে ঘোষণা করে' দাও, যুদ্ধের জন্য যেন তা'রা প্রতি মুহূর্ত্তেই প্রস্তুত থাকে।

দীপ্তায়ুধ। যথা আজ্ঞা মহারাজ। [বিরাঙের প্রতি] এস বন্ধু।

[দীপ্তায়ুধ ও বিরাঙ চলিয়া গেলেন।

বিরাধন। বিশ্বাসঘাতকতা, রাজদ্রোহিতা, পরস্বাপহরণ, নরহত্যা,—কিছুই আর বাকী রইল না দেখ্ছি। বেশ ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছি! জানি না এর শেষ কোথায়! কিন্তু কেন? ক'ার জন্য? আমি আর এ পৃথিবীতে ক'দিন। ওঃ! আমার নিজের মেয়ে হয়েও সে……

গীতকণ্ঠে সনাতন পুনরায় আসিলেন

সনাতন। (গীত)

তুমি ভাবছ কি গো বসে বসে।
অনেক খেটে ঘাস নিড়িয়ে কি ফল পেলে জমি চষে।
পাওনিক হায় সময় তুমি মুছতে মাথার ঘাম
কলুর বলদ হালে জুড়ে,
চষ্‌লে জমি তেড়ে ফুঁড়ে,
ভাবলে বুঝি ফাঁকের ঘরে বাগিয়ে নিলে কাম।
তোমার পাকা ধানে মই যে এখন।—
আপন মেয়ে নয় সে বশে॥

বিরাধন। আবার তুই আমাকে জ্বালাতে এসেছিস শয়তান! তোকে আমি হত্যা করব। [তরবারি নিষ্কাশিত করিয়া সনাতনকে আঘাত করিতে উদ্যত হইলেন]।

বিরাধনের অসি শুদ্ধ উদ্যত হস্তখানি ধরিয়া ফেলিয়া গাহিলেন :—

সনাতন। (পূর্ব্ব গীতাংশ)

হত্যা তুমি করছ আমায় প্রতি পদক্ষেপে,
এর বেশী কি করবে বল ?
বসুন্ধরা টল-মল,
তোমার জ্বালায় কোণ-ঠাসা আজ,—ছিলাম জগৎব্যেপে।

শুধু জাত খেয়ালে ভরল না পেট ;—
লোক হাসালে অপযশে ॥

[তরবারি কাড়িয়া লইয়া চলিয়া গেলেন ।

বিরাধন। এই, কে আছিস্ ? বন্দী কর—বন্দী কর শয়তানকে।

এমন সময়ে বিষদ আসিয়া কহিলেন :—

বিষদ। কা'কে বন্দী করবেন মহারাজ ?

বিরাধন। তুমি আবার কে ?

বিষদ। আমাকে চিনতে পারছেন না মহারাজ? (মনে মনে কহিলেন) তা' না পারবারই কথা বটে! এই তৈলহীন রুক্ষ কেশে, অন্নহীন শীর্ণ দেহে ছিন্ন মলিন এই বেশ-ভূষায় আমাকে আর সেই পূর্ব্বেকার রাজ-পার্শ্বচর বিষদ বলে' এখন আর চেনা যায় না বটে!

বিরাধন। ওঃ! তুমি বিষদ! কিন্তু আমার কাছে আবার কি মনে করে' তুমি ? আমি তো তোমাকে পূর্ব্বেই জানিয়ে দিয়েছি, আমার

রাজ-সভায় তোমার মত পারিষদের কোনো প্রয়োজন নেই।—
কারণ, আমি মদও খাই না, নাচওয়ালীদের গানও শুনি না।

বিষদ। আপনি কিন্তু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মহারাজ, কার্য্যোদ্ধারের পর আপনি আমাকে পুরস্কার স্বরূপ এরাজ্যের মন্ত্রীত্ব দেবেন।

বিরাধন। হাঃ হাঃ হাঃ! এরাজ্যে মন্ত্রীত্ব কর্‌বে তুমি বিষদ?

বিষদ। আপনি কিন্তু সেই প্রস্তাবই করেছিলেন মহারাজ।

বিরাধন। এ্যাঁ! করেছিলুম নাকি? কিন্তু কই, আমার তো তা' আর স্মরণ হয় না বিষদ!

বিষদ। দোহাই মহারাজ, মন্ত্রীত্ব না দেন না-ই দেবেন। কিন্তু যে-কোনো একটা কাজ—

বিরাধন। কাজ? তোমাকে? হাঃ হাঃ হাঃ! [অট্টহাস্য করিয়া কহিলেন] মহারাজ রত্নবাহুর আমলে যে কাজের জন্য নিযুক্ত হয়েছিলে তুমি, সেই কাজের জন্য আমি যদি আজ আবার তোমায় নিয়োগ করি, সেটা কি আমার আহাম্মুখী হ'বে না বিষদ?

বিষদ। দয়া করুন মহারাজ!

বিরাধন। বিশ্বাসঘাতকদের দিয়ে আমি আমার কার্য্যোদ্ধার-করিয়ে নেই।—কিন্তু তাই বলে' আমি কখনো তা'দের দয়া করি না বিষদ। যাও।

বিষদ। আপনি অনুগ্রহ না করলে আমার ছেলে-মেয়েগুলো না খেয়ে মারা যা'বে মহারাজ!

বিরাধন। তা'দের মরাই উচিত। তোমার মত পিতার ঔরস-জাত সন্তান পৃথিবীর কোনো উপকারেই লাগ্‌বে না বিষদ, শুধু অপকারই করবে।

বিষদ। তা'হ'লে যে সর্ব্বাগ্রে আপনারই মরা উচিত মহারাজ—কারণ,

আপনার মত পৃথিবীর অপকার আর কেউ করেনি। মানুষের মন থেকে আপনি সততা মুছে ফেলে দিয়েছেন, পৃথিবীর বুক থেকে আপনি ধর্ম্মকে নির্ব্বাসিত করেছেন। ঈশ্বর আপনাকে সৃষ্টি করে' লজ্জায় আর চোখ চাইতে পারছেন না। তা' যদি তিনি পারতেন, তা'হ'লে তাঁ'র রোষ কশায়িত নেত্রের বজ্রস্ফুলিঙ্গে ভস্ম হ'য়ে আপনি এতদিনে কোথায় উড়ে চলে যেতেন।

বিরাধন। সতর্ক হয়ে কথা বল মূর্খ। জান, কা'র সামনে দাঁড়িয়ে তুমি কথা বল্‌ছ?

বিষদ। জানি বৈকি। একটা শঠ, মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চকের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বল্‌ছি আমি। চোখ রাঙিয়ে আজ আর তুমি আমাকে কি ভয় দেখাচ্ছ শয়তান? যদি স্বয়ং মৃত্যু এসেও আজ আমার টুঁটিও টিপে ধরে, তবু ভয় পেয়ে আমার হৃদয় একটুও কাঁপ্‌বে না যেন। যে পুত্র কন্যাদের মুখে দু'বেলা দু মুঠো অন্ন যোগাবার জন্য তোমার প্ররোচনায় আমি রাজাকে পর্য্যন্ত হত্যা করেছি, সেই পুত্রকন্যাদের আমার সুনিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছ তুমি। কিন্তু-জেনে রেখ পিশাচ, যে দারিদ্র্যের দুর্ব্বলতায় আমি রাজাকে পর্য্যন্ত হত্যা করেছি, সেই দারিদ্র্যের তাড়নায় তাঁর সামান্য একজন মন্ত্রীকে হত্যা কর্‌তেও পশ্চাদ্‌পদ হ'ব না আমি।

বিরাধন। [সক্রোধে] কি ঘৃণিত কুক্কুর!

বিষদ। হ'তে পারি কুক্কুর। কিন্তু আঘাত পেলেও যে পায়ের তলায় বসে' লেজ নাড়ব আমি, তেমন ধাতুতে ঈশ্বর গড়েন নি আমাকে। আমি গরীব ছিলুম বটে, কিন্তু আমি বিশ্বাসঘাতক ছিলুম না। আমি মাতাল ছিলুম বটে, কিন্তু আমি হত্যাকারী ছিলুম না। আমি মানুষ ছিলুম,—শয়তান ছিলুম না। শয়তানীতে তুমিই আমার

হাতে-খড়ি দিয়েছ। আমার গুরু তুমি। গুরুদক্ষিণাটা আমি তোমাকে হাতে-হাতেই দিয়ে যা'ব শয়তান!

বিরাধন। বটে! এতদূর! নরকের কৃমি, দূর হ' তুই এখান থেকে।

পদাঘাত করিয়া বিষদকে মাটিতে ফেলিয়া দিলেন

বিষদ। [মাটিতে পড়িয়া গিয়া সরোষে গর্জ্জিয়া উঠিলেন] বিরাধন! [পর মূহূর্ত্তেই কিন্তু আত্মসংবরণ করিয়া কহিলেন] না—না, এইতো—এইতো আমার উচিৎ পাওনা,—ন্যায্য পুরস্কার! [সহসা আকাশের দিকে চাহিয়া উন্মত্তের মত কহিলেন] মহারাজ, পেয়েছ,—পেয়েছ,—পেয়েছ দেখ্‌তে তুমি, তোমার হত্যাকারী আজ কি তা'র কৃতকার্য্যের চরম পুরস্কার মাথা পেতে নিলে? পেয়েছ দেখতে? কিন্তু কই, তোমার অট্টহাসিতে তবে আকাশ বিদীর্ণ হচ্ছে না কেন? ওকি!—ওকি!—ওকি মহারাজ! ওতো হাসি নয়,—ওযে আর্ত্তনাদ! যে আর্ত্তনাদ করতে করতে ইহলোক হ'তে চলে গেছ তুমি, পরলোকে গিয়েও সে আর্ত্তনাদ আজও থামল না তোমার! পাচ্ছি,—পাচ্ছি,—আমি স্পষ্ট শুন্‌তে পাচ্ছি। সেই একই ভাষা,—একই কণ্ঠে!—"জ্বালা—জ্বালা—বড় জ্বালা,—জ্বলে গেল—জ্বলে গেল বিষদ—সর্ব্বাঙ্গ আমার জ্বলে গেল! উঃ, কি তীব্র বিষ!"—বল,—বল মহারাজ, কিসে জুড়ুবে তোমার ও বিষের জ্বালা। আমি প্রাণ দিয়েও তা' করব। বল—বল মহারাজ।

বিরাধন। এই, কে আছিস্? [জনৈক প্রহরী আসিয়া অভিবাদন করিল।] গলা ধাক্কা দিয়ে দূর করে' দে এই উন্মাদটাকে।

[প্রহরীকে আদেশ দিয়া চলিয়া গেলেন।

প্রহরী। এই চল্‌। [বিষদকে গলা ধাক্কা দিল।]

বিষদ। [কিছুই গ্রাহ্য না করিয়া আপন মনে বলিয়া যাইতে লাগিলেন] এঁ্যা!—কি বল্‌ছ তুমি? বল—বল মহারাজ। কি চাই তোমার? কি চাই তোমার?—কিসে জুড়ুবে তোমার ও জ্বালা? রক্ত? রক্ত? বিরাধনের রক্ত? [সহসা অট্টহাস্য করিয়া] হাঃ হাঃ হাঃ! দেব,—দেব।—তাই দেব আমি তোমাকে মহারাজ!—তাই দিয়ে আমি তর্পণ করব তোমার।—তাই দিয়ে আমি প্রায়শ্চিত্ত করব আমার। [আবার অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন] হাঃ হাঃ হাঃ! বিরাধন!

প্রহরী। এই চল্‌,—চল্‌।

[পুনঃ পুনঃ গলা ধাক্কা দিয়া বিষদকে বাহিরে লইয়া গেল।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বন-পথ

কাঠুরিয়া বালক

বালকগণ [নৃত্যসহ]   (গীত)

পাহাড়তলীর গহীন বনে আমরা বেড়াই নেচে নেচে।
কাঠ কাটি আর গান করি ভাই, কুড়ুল মোদের থাক বেঁচে॥
আমাদের হাতের পেশী লোহার চেয়েও শক্ত,
আমাদের শিরায় তাজা নাচে পাগল রক্ত,
আমরা করি না কা'কেও ডর,—
বাঘ-সিঙ্গির সাথে মোরা করি এক ভিটাতেই ঘর।
আসলে তেড়ে বাগিয়ে কুড়ুল ব্যাঘ্রের দিই নাক ছেঁচে।
(আর) সিঙ্গিমামার গোঁফ্‌জোড়াটি এক কোপে নিই সাফ চেঁছে॥

কাঠুরিয়া বালকগণ চলিয়া গেল এবং বনমালী আসিয়া উপস্থিত হইল

বনমালী। কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করে' রাণী সত্যবতী আর রাজপুত্র উপাসন এই পথেই আস্‌ছে। আসুক্। এইখানেই ওরা আশ্রয় পা'বে। কিন্তু ওদের পরীক্ষার শেষ এখনও হয়নি আমার। আমি আরও পরীক্ষা করব,—আরও কঠোরতর দুঃখে ফেলে যাচাই করে' দেখ্‌ব, ওদের ভক্তির গভীরতা কত! রাণী সত্যবতী সাবধান হও-মা, তোমার অন্তরের সোনা খাঁটি কি না তাই পরীক্ষা করবার জন্য এবার আরও তীব্র আগুন জ্বালবার আয়োজনে চল্লুম আমি

বনমালী চলিয়া গেল। উপাসনের সহিত সত্যবতী
সেই পথে আসিলেন

উপাসন। তার কতদূর আমাদের যেতে হ'বে মা?

সত্যবতী। কতদূর যে যেতে হ'বে তা'তো জানি না বাবা! ভগবান যতদূর আমাদের নিয়ে যা'বেন, ততদূরই আমাদের যেতে হ'বে। আমরা তো নিজের ইচ্ছায় কিছু কর্‌তে পারি না বাবা। যা' করি তা' সবই তাঁ'রই ইচ্ছা। তুমি রাজপুত্র, আমি রাজরাণী—আমরা যে আজ সামান্য ভিক্ষুকের মত এই অসহায় অবস্থায় পথে বেরিয়ে পায়ে হেঁটে চলেছি,—এও তাঁ'রই ইচ্ছা। আবার তিনি যেদিন ইচ্ছা করবেন, সেই দিনই আমাদের এ চলার শেষ হ'বে বাবা।

উপাসন। কিন্তু আমি যে আর চল্‌তে পার্‌ছি না মা। পথের পাথরে পা ফেটে চৌচির হয়ে গেছে,—রক্ত পড়্‌ছে! অসহ্য ক্ষুধার জ্বালায় পেটের ভিতর জ্বলে যাচ্ছে। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। মাথার ভিতর ঝিম্ ঝিম্ কর্‌ছে, হাত-পা সব অসাড় হয়ে আস্‌ছে। আর যে সোজা হ'য়ে আমি দাঁড়াতে পার্‌ছি না মা!

সত্যবতী। [মনে-মনে। আমায় তুমি পরীক্ষা কর্‌ছ ঠাকুর? কর। পরীক্ষা তোমার যত কঠোরই হোক্, তোমার নাম নিয়ে আমি তা'তে উত্তীর্ণ হ'বই হ'ব।

উপাসন। আমার বুক যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে মা! এখানে কি কোথাও একটু জল পাওয়া যায় না?

সত্যবতী। [মনে-মনে] এ বিজন অরণ্যের কোথায় যে কি পাওয়া যায়, তা'তো কিছুই জানি না আমি। [প্রকাশ্যে] উপাসন, হরিকে ডাক বাবা, তিনিই তোমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলিয়ে দেবেন, তোমার অবসন্ন শরীরে আবার নতুন শক্তি জুগিয়ে দেবেন।

উপাসন। (গীত)

ওগো হরি, ওগো দয়াময়।
তোমারি কৃপায় রবি-শশী উঠে, বনভূমি ফুলে ফুলময়॥
আঁধার আকাশে তুমি দাও গো তারার প্রদীপ জ্বালিয়া,
মা'র বুকে দাও শিশুদের লাগি' অপার করুণা ঢালিয়া।
এত যদি সব কর কর তুমি ওগো, এত যদি তুমি প্রেমময়,
তবে বলে দাও, আমাদের এই দুখ-রাতি কিসে ভোর হয়॥

গীত-কণ্ঠে বনমালী পুনরায় আসিল

বনমালী। (গীত)

ভোর হ'তে ঢের আছে দেরী,
কাতর কেন দীর্ঘশ্বাসে।
সময় হ'লেই ঘুচ্‌বে আঁধার,
হাস্‌বে রবি পূব আকাশে॥
রাত কবে ভাই রয় চিরকাল?
রাতের পরে আছে সকাল,—
আঁধার-আলোর জটিল এ জাল
তাঁ'রই মহিমা পরকাশে॥

উপাসন। তুমি কে ভাই?

বনমালী। (পূর্ব্ব গীতাংশ)

কে যে আমি জানি না ভাই,
আমার জন্ম-মৃত্যু নাই;
যা'র যা' খুশী সে বলে তাই,—
যে যা' বলতে ভালবাসে।

সত্যবতী। তোমার বাড়ী কোথায় বাবা?

বনমালী। (পূর্ব্ব গীতাংশ)

জানি না মোর বাড়ী কোথায়,
কেউ বলেছিলে গয়লা পাড়ায়,
কেউ বলে থাকে যেথায়-সেথায়,—
যাহার যাহা প্রাণে আসে॥

উপাসন। হ্যাঁ ভাই, এখানে কোথাও একটু জল পাওয়া যায় বল্‌তে পার?

বনমালী। খুব পারি। এখানকার সবই যে আমার খুব জানা-শোনা। আচ্ছা, তোমরা এখানে একটু বস, তোমাদের জন্যে কিছু ফল আর জল নিয়ে এখনই আমি আস্‌ছি।

বনমালী চলিয়া গেল। কাঠের বোঝা মাথায় লইয়া দামোদর ও ভুণ্ডুল সেই পথে আসিল।

দামোদর। ওরে ভুণ্ডুলে, আস্‌ছিস্?

ভুণ্ডুলে। যাচ্ছি বৈকি বাবা! জেলের পিছে কেলে হাঁড়ির মত ঠিক আমি তোমার পেছনে আছি বাবা। চল,—চল,—পা চালিয়ে চল।

দামোদর। আরে চলেছি তো বাবা। কিন্তু তুই পেছনে কেন? এগিয়ে সামনে আয় না।

ভুণ্ডুল। হুঁ হুঁ বাবা, তুমি বড় চালাক, আর আমি বড় বোকা—নয়? সেটি মনেও কর' না। যেন, বাঁশের চেয়েও কঞ্চি টন্‌কো।

দামোদর। সে আবার কি কথা রে ভুণ্ডুলে?

ভুণ্ডুল। হুঁ হুঁ বাবা, তোমার মতলব আমি ঠিক বুঝে নিয়েছি। বোঝার ভারে তুমি যে রকম দুম্‌ড়ে পড়েছ, তা'তে আমি তোমার সামনে গেলেই টুক্ করে' বোঝাটি আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিজে সরে দাঁড়াও আর কি! পিছনে তো আমার চোখ নেই যে, তুমি তাগ চ

দেখলেই অমনি ছুটে পালা'ব। হুঁহু বাবা সেটি হচ্ছে না। চল,—চল,—পা চলিয়ে চল।

দামোদর। বলিস্ কি রে ব্যাটা?—এঁ্যা! তুই যে দেখ্‌ছি গান্ধারের মন্ত্রীর চেয়েও শয়তান হয়ে উঠেছিস্ রে! এঁ্যা!

ভুতুল। তা' না তো কি? তুমি কি মনে করেছ বাবা! এই, আমি যখন মা'র পেটে ছিলুম, তখন আমার মা'র পেটে স্বাতী নক্ষত্তোরের জল পড়েছিল।

দামোদর। না বাবা, না! সে স্বাতী নক্ষত্তোরের জল নয়, সে দেবরাজের ঘোঁড়ার চোনা। তা' যা'ক্ বাবা, বাজে কথা থাক্। এখন কাঠের বোঝাটা তুই একটু নে বাবা। আর কতটুকু পথই বা বাকী! এক্ষুনি বাড়ী পৌছুব। নে বাবা, নে। তোকে খুব ভাল দেখে একটা কুড়ূল কিনে দেব।

ভুতুল। আহা, বাবার কি দয়ার শরীর গো! ভালবেসে উনি আমাকে একটা কুড়ূল কিনে দেবেন! আমি শালা কাঠ কেটে মরি আর কি।

দামোদর। নে বাবা, নে। ধর্—ধর্। আমার পিঠের শিরদাঁড়া বেঁকে ধনুক হয়ে গেল বাবা! নে,—নে ধর্—ধর্—ধর্ শীগ্‌গির।

ভুতুল। ধর্‌তে পারি; কিন্তু—

দামোদর। 'কিন্তু' কি? বল্—বল্। বলে ফেল বাবা,—বলে ফেল।

ভুতুল। কাঠের বোঝাটা আমি না-হয় মাথায় করে' নিতে পারি; কিন্তু—

দামোদর। আর 'কিন্তু' কেন' বাবা, যা' বল্‌বার বলেই ফেল্ না।

ভুতুল। কিন্তু বাবা, তুমি যদি আমায় কাঁধে করে' নিয়ে যাও।

দামোদর। তবে রে ব্যাটা ধরিবাজ, পেটে পেটে তোর এত বুদ্ধি!—এঁ্যা! ওরে ধর্—ধর্—ধর্। [মস্তক হইতে কাঠের বোঝাটী পড়িয়া

গেল] যাঃ! গেল তো! গেল তো! বোঝাটা এখন তুলে দেয় কে বল্ দিকি?

ভুণ্ডুল। গেল তো আমার কি! আমার কলাটা। আমি এই চললুম। [চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল]।

দামোদর। ওরে ফের্—ফের্। বাড়ীতে ফিরে এবার দিব্যি একটি টুক্‌টুকে বৌ তোকে এনে দেব।

ভুণ্ডুল। [ফিরিয়া আসিয়া] দেবে? হাঁা বাবা, দেবে? সত্যি বল্‌ছ দেবে? মাইরি?

দামোদর। দেব বাবা, দেব। তুমি আমার এমন সোনার চাঁদ তৈরী হয়েছে, তা' আর আগে কে জানত বল! এখন নাও বাবা, কাঠের বোঝাটী আস্তে আস্তে লক্ষী-ছেলের মত মাথায় তুলে নাও। [পুত্রের মাথায় কাঠের বোঝাটি তুলিয়া দিল।]

ভুণ্ডুল। দেবে? হ্যাঁ বাবা, সত্যি দেবে তো? [সহসা সত্যবতীর দিকে দৃষ্টি পড়ায় সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল] ও বাবা—আ—আ —আ—[ভয়ে কাঁপিতে লাগিল ও তাহার মাথা হইতে কাঠের বোঝা পড়িয়া গেল।]

দামোদর। কি রে ব্যাটা, অমন কচ্ছিস্ কেন?

ভুণ্ডুল। [মালাবতীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল] ঐ পথের ধারে শিমূল-তলায়, ঘোম্‌টা মুড়ি দিয়ে, সাদা ধব্‌ধবে কাপড় পরে'— ভয়ে কাঁপিতে লাগিল।]

দামোদর। [সভয়ে] তাই তো রে! ওরে ও ভুণ্ডুলে—এ—এ—এ [ভয়ে কাঁপিতে লাগিল।]

ভুণ্ডুল। বাবা, পেত্নী—ঈ—ঈ—ঈ—[কাঁপিতে লাগিল।]

দামোদর। না রে ব্যাটা, শাঁকচুন্নী—ঈ—ঈ—ঈ—[কাঁপিতে লাগিল।]

ভুণ্ডুল। ওরে ও বাবা—আ—আ—আ—[কম্পন]

দামোদর। ওরে ভুণ্ডুলে, তোর মা আজ বিধবা হ'ল রে বাবা [কম্পন]।

ভুণ্ডুল। তা' হ'লে তো বাঁচতুম। কিন্তু তুমি যে আজ নির্ব্বংশ হলে গো বাবা! [কম্পন]।

শেষে উভয়ে জড়াজড়ি করিয়া প্রবলবেগে কাঁপিতে কাঁপিতে রাম নাম জপিতে লাগিল

উভয়ে। [সমস্বরে] হরে কৃষ্ণ হরে রাম, রাম রাম হরে।

কিছু ফল ও জল লইয়া বনমালী সেইখানে পুনরায় আসিয়া উপস্থিত হইল

বনমালী। তোমরা অমন করে' কাঁপ্‌ছ কেন বাপু?

দামোদর। [কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল] হরে কৃষ্ণ,—ওদিকে যেওনা মাণিক। হরে রাম,—ঐ দেখ্‌তে পাচ্ছ না? রাম রাম,—ঐ শিমুল তলায়,—হরে হরে,—ঐ দাঁড়িয়ে রয়েছে।

বনমালী। তোমরা ভুল করেছ বাপু। উনি ভুত প্রেত ন'ন,—উনি মানুষ, আমার মা। কখনো একলা বাড়ীর বা'র হন নি, তাই অপরিচিত তোমাদের দেখে লজ্জায় জড়ো সড়ো হয়ে পড়েছেন।

দামোদর। তাই শুন্‌তে ভাল! আরে, আমিও তো তা'ই বলি। রোজ আমরা যাওয়া আসা করছি এ পথে, কই, কখনো তো কিছু দেখিনি কোনোদিন! [ভুণ্ডুলকে ধাক্কা দিয়া] কেবল এই ব্যাটাচ্ছেলের, জন্যেই তো! ব্যাটা আমার আলালের ঘরের দুলাল! নিজের ছায়া দেখেই অমনি ভাঁ—এঁ্যা—এাঁ—!

ভুণ্ডুল। আর তুমি কি? তুমি? তুমি যে ভয়ের চোটে জড়িয়ে আমার দম বন্ধ করে' দেবার যোগাড় করেছিলে।

দামোদর। বলিল্ কি রে ব্যাটা? তাই আর না? ভয় পেয়ে তুই ঠক্ ঠক্ করে' কাঁপ্‌ছিলি বলে' জড়িয়ে ধরে' আমি থামাতে গিয়েছিলুম তোকে।

বনমালী। উপাসন, এই নাও ভাই, তোমার জন্যে আমি ফল আর জল নিয়ে এসেছি। [সত্যবতীর প্রতি] মা, দুর্ভাগ্যের তাড়নায় যখন পথে বা'র হয়েছ তুমি, তখন অমন লজ্জা করলে তো আর চলবে না মা।

সত্যবতী। না বাবা, লজ্জা আমি করিনি। তবে ওঁদের দেখে প্রথমটা আমি কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলুম।

দামোদর। [সত্যবতীকে ভাল করিয়া দেখিয়া সবিস্ময়ে] ওরে ভুতুলে, এ যে মা লক্ষ্মী ঠাকৃরুণ রে! রূপের ছটায় বন একেবারে আলো হ'য়ে উঠেছে! এঁ্যা! আর, এঁকে কিনা তুই ব্যাটা, পেত্নী মনে করেছিলি! খা' ব্যাটা খা',—নাক' কান মলা খা। গড় হয়ে পেন্নাম কর। [নিজে নাক-মলা খাইয়া প্রণাম করিয়া] অপরাধ নিওনা মা। আমরা কাঠুরে কাঠ কেটে খাই,—আমাদের জ্ঞান-গম্যি কিছু নেই মা।

সত্যবতী। না বাবা, তোমাদের সঙ্কুচিত হ'তে হ'বে না। অপরাধ তো তোমরা কিছুই করনি বাবা।

দামোদর। তোমরা কোথায় যা'বে মা?

সত্যবতী। ভগবান যেখানে নিয়ে যাবেন, সেইখানেই যা'ব বাবা।

দামোদর। তোমাদের কি কোনো ঘর-বাড়ী নেই মা?

সত্যবতী। একদিন আমাদের সবই ছিল বাবা, কিন্তু আজ আর আমাদের কিছুই নেই। আজ পথই আমাদের আশ্রয়,—উপবাসই একমাত্র অবলম্বন।

দামোদর। তুমি যদি কিছু মনে না কর মা, তা' হ'লে একটা কথা আমি তোমাকে বলি।

সত্যবতী। বল বাবা! মনে করব কেন?

দামোদর। আমরা গরীব; কিন্তু মাথা গুঁজে থাক্‌বার মত আমাদের খান দুই কুঁড়ে আছে। আমরা কাঠ কেটে খাই; গতর যদি ভাল থাকে দু'বেলা দুমুঠো শাক্-ভাতের অভাব আমাদের হয় না মা। দয়া করে' তুমি যদি আমার বাড়ীতে পা'র ধুলো দাও মা, তা হলে তোমাকে আমরা মাথার মণি করে' রাখব।

সত্যবতী। না বাবা, তা'র দরকার নেই। জানি কি, যদি আমায় আশ্রয় দিলে তোমার আবার কোনো বিপদ হয়!

দামোদর। [মনে-মনে] আমাকে আর তুমি ছলনা করে' ফাঁকি দিয়ে যেতে পারবে না মা। আমি তোমাকে ঠিক চিনেছি। তুমি লক্ষ্মী ঠাক্‌রুণ না হয়ে আর কিছুতেই যায় না। [প্রকাশ্যে] যত বিপদ হয় হ'বে মা, তোমার ঐ রাঙা পা-দু'খানি আমি আর কিছুতেই ছাড়্‌ব না। দেখা যখন দিয়েছ, তখন দয়া তোমাকে করতেই হ'বে মা।

সত্যবতী। বুঝেছি ভগবান, এ তোমারই করুণা। মানুষকে তুমি বিপদে ফেল,—আবার বিপদ থেকে তাকে উদ্ধারও কর। তবে তাই হোক্। তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক্ দয়াময়। চল বাবা, আমি তোমারই আশ্রয় গ্রহণ করলুম।

দামোদর। ওরে ভুতুলে, আনন্দ কর ব্যাটা,—আনন্দ কর। মা লক্ষ্মী ঠাক্‌রুণ আমাদের ওপর সদয় হয়েছেন রে—মা লক্ষ্মী ঠাক্‌রুণ আমাদের ওপর সদয় হয়েছেন। আনন্দ কর্ ব্যাটা,—আনন্দ কর্।

ভুণ্ডুল। কর্‌তে হয়,—তুমি করগে যাও বাবা। আমার অত দায় পড়েনি—কোথাকার কে একটা মাগী ধরে' পথের মাঝখানে রকম দেখ না! আমি এই চল্লুম। মা'র কাছে গিয়ে আমি আচ্ছা করে' তোমার নামে ঠক্ লাগাচ্ছি, দাঁড়াও।

[চলিয়া গেল।

দামোদর। যা' ব্যাটা'—গোল্লায় যা'। এস মা লক্ষ্মী,—এস। হ্যাঁ,—দাঁড়াও। আমার কাঠের বোঝাটা আমার মাথায় কে তুলে দেয় বলদিকি?

বনমালী। তা'র আর ভাবনা কি! আমি তুলে দিচ্ছি। নাও, ধর।

বনমালীর সাহায্যে দামোদর তাহার কাঠের বোঝা মাথায় তুলিয়া লইল

দামোদর। [সবিস্ময়ে] এ কি! বোঝা থেকে আমার একটাও কাঠ খসে নি, তবে বোঝা আমার এত হাল্কা হয়ে গেল কি করে'! [মনে মনে] বুঝেছি মা লক্ষ্মী এ তোমারই লীলে! [প্রকাশ্যে] এস মা—এস।

[সকলে চলিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ভৃত্যাবাসের একটি কক্ষ

সুব্রত ও তরলা কথা কহিতেছিল

সুব্রত। তারপর?

তরলা। তারপর আর কি। একে অন্ধকার রাত,—তা'র ওপর আকাশেও ছিল সেদিন ভয়ানক মেঘ। এমন সময় হঠাৎ দুপুর

রাতে কা'রা যে রাজপুরীতে চড়াও হ'ল তা কিছুই বোঝা গেল না। পরের দিন সকালে দেখা গেল, রাজপুরীতে যে যেখানে ছিল সবাই খুন হয়েছে! রাজার মৃত দেহটা তো চৌমাথানীতে মস্ত একটা খুটির গায়ে লট্‌কানো রয়েছে! কেবল রাণী আর রাজপুত্ত্রকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না!

সুব্রত। হুঁ। আচ্ছা তরলা, রাজপুরীতে সেদিন যে যেখানে ছিল সবাই খুন হ'ল—আর তোর গায়ে আঁচড়টিও লাগ্‌ল না রে!

তরলা। লাগ্‌বে কি করে' রে মুখ-পোড়া! আমি যে সেদিন আঁশ বঁটি বাগিয়ে ধরেছিলুম। বল্লুম—যে আস্‌বে এদিকে তা'কে আমি কেটে দু'খানা করে' ফেল্‌ব।

সুব্রত। এঁ্যা বলিস্ কি? আহা, তোর সেই রণরঙ্গিণী চামুণ্ডা মূর্ত্তিটা দেখে আমি জন্ম সার্থক কর্‌তে পারলুম না রে!

তরলা। পারবি কি করে'! আজ কাল যে তুই মাঝে মাঝে উড়ো মার্‌তে শিখেছিস্। এই তিন চার দিন যদি তুই ঘর ছেড়ে না থাক্‌তিস তা' হ'লে তোর জন্মসার্থক হ'তে কি আর বাকী থাকত?

সুব্রত। তা' যা' বলেছিস্ মাইরি! অদৃষ্টটা দেখ্‌ছি আমার নেহাৎ মন্দ।

তরলা। না রে না, অদেষ্ট তোর খুবই ভাল। তা' না হ'লে ফিরে এসে আর আমাকে দেখ্‌তে পেতিস্ না।

সুব্রত। তা বটে!

(দ্বৈত গীত)

সুব্রত। ভাগ্যি আমার নেহাৎ ভাল তাইতো তুই যাস্‌নি মরে।
মরে গেলে ভূতের ভয়ে একলা ঘরে শু'তুম কি করে'।

তরলা। আমি মলে তোর উপায় হ'ত কি?

সুব্রত। দড়ি-কলসী; তা'তে আর এমন খরচ লাগ্‌ত কি?

তরলা। বলিস্ কি তুই ?—বাসিস্ মোরে এত ভাল ?

সুব্রত। মাইরি বলছি,—

তুই আমার চোখের মণি,—আঁধার রাতে চাঁদের আলো !

তরলা। জানি-জানি.—তোর সব চালাকী ; উড়ে বেড়াস বায়ে বায়ে,

ঘরে এসে লোক দেখানো সোহাগ করিস্ পড়ে গায়।

সুব্রত। শোন্, সত্যি বলছি তোরে,—

যা' বলিস্ তা' মিথ্যে সবই বলিস্ কেবল গায়ের জোরে।

তরলা। কোনো কথা শুনব না আর, ছাড়ব না আর এমন করে'

চাবির মত আঁচলে মোর রাখব বেঁধে এবার তোরে ॥

[উভয়ে চলিয়া গেল।

তৃতীয় দৃশ্য

গান্ধার সীমান্ত।—শিবির সম্মুখ ভাগ

শ্যামলী ভাবিতেছিলেন

শ্যামলী। হিমাদ্রির তুঙ্গ শৃঙ্গ হ'তে

ঝরে পড়া জাহ্নবীর সেই খর স্রোতে

ভেসে গেছে ঐরাবত প্রমত্ত বারণ,

তা'রো চেয়ে তীব্রতর

এই মোর হৃদয়-আবেগ,—নারী আমি,—

কেমনে বাঁধিয়া রাখি

সংযমের বালুকা-বন্ধনে !

হে শঙ্কর,

সহিবার শক্তি আমি নাহি চাই আর...

অবিরাম অন্তর্দ্বন্দ্বে বড় শ্রান্ত আমি,...

নিঃশেষে ফুরায়ে গেছে
সুযুক্তির যত শর
ছিল মোর বিবেকের তূণে।
আর নয়,—মৃত্যু দাও,—
মৃত্যু দাও আজি মোরে হে ধ্বংস-দেবতা :

শিবায়ন আসিলেন

শিবায়ন। ভক্তাধীন সকল দেবতা।
শঙ্কর সকাশে যদি
পূর্ণ হয় প্রার্থনা তোমার,
তবে তাঁহারি চরণ তলে
আমারো প্রার্থনা কভু ব্যর্থ নাহি হ'বে।—
আমি যেচে ফিরে ল'ব জীবন তোমার।
কিন্তু কেন? কেন প্রিয়তমে,
এহেন কঠিন পণ করিয়াছ তুমি?
কেন এই স্বেচ্ছাব্রত কৃচ্ছ্র সাধনার?
ফিরে চাও,—ফিরে চাও,—শ্যামলী আমার,…
আয়ত তোমার ওই
স্নিগ্ধনীল আঁখি দু'টি হ'তে
ঝরিয়া পড়ুক মোর
এই দু'টি তৃষাতুর নয়নের পরে
সুনির্ম্মল প্রণয়ের স্বর্ণালোক রেখা;…
সিন্ধু যথা দুলে উঠে
চন্দ্রিকার আলোক চুম্বনে, সেই মত,
উঠুক দুলিয়া মোর

জীবনের শুদ্ধ দিনগুলি
সহ্যাতীত আনন্দের চঞ্চল-হিল্লোলে।
শ্যামলী—শ্যামলী—

শ্যামলী। না—না, শিবায়ন,
ক্ষমা কর—ক্ষমা কর মোরে প্রিয়তম
ক্ষত্রিয়-সন্তান তুমি,—রাজার তনয় ;
অনার্য্য-পালিতা আমি,—পরিচয়হীনা !
মোর সাথে পরিণয় অসম্ভব তব।
মোর আশা ছেড়ে দাও প্রিয় ;
হৃদয় হইতে তব মোর স্মৃতিখানি
মুছে ফেল' চিরদিন তরে।
স্বর্গের দেবতা
মুগ্ধ কি গো হয় কভু মানবীর প্রেমে ?

শিবায়ন। ভুলেছ কি পুরাণের আখ্যান শ্যামলী ?
দেবকন্যা নহে কুন্তী,—মানবী সে ;
তা'রি গর্ভে যুধিষ্ঠির আর ভীমার্জ্জুন
কাহাদের অনুগ্রহে জন্ম লভি'
হয়েছে কৃতার্থ ?
মানবী অহল্যা ;—তবু তা'রি প্রেমে মজি'
দেবরাজ ইন্দ্র আজি সহস্র-লোচন !
মানবী তারার প্রেমে মুগ্ধ চন্দ্র দেব
অসুর সহায় করি'
নেমেছিল দেবতার বিরুদ্ধ-সংগ্রামে।
শ্যামলী—শ্যামলী—

শ্যামলী। না—না, শিবায়ন;

ক্ষমা কর মোরে।

জ্ঞানহীনা নারী আমি,—তুমি শাস্ত্রবিদ্,

তোমারে বুঝাতে পারি যুক্তি তর্ক দিয়ে,

নাহি সাধ্য মোর।

ধরি পায়,—ভুলে যাও মোরে,—

দেখা আর দিও নাক জীবনে আমায়।

শিবায়ন। শক্তি নাই লঙ্ঘিবারে আদেশ তোমার।

কিন্তু কেন—কেন এই নিষ্ঠুর আদেশ ?

শ্যামলী। নহেক আদেশ,—অনুরোধ মম ;—

রাখ প্রিয়তম।

নারী—নারী আমি,—তুচ্ছ তৃণ হতে,...

শাস্ত্র কহে,—তনু আমাদের

ঘৃণ্যতম নরকের দ্বার !

অবিদ্যারূপিণী নারী,

চির মূক ধিক্কারের ছবি।

তা'রি তরে সু-উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তব

ডুবায়োনা কলঙ্কের গাঢ় অন্ধকারে।

শিবায়ন। কলঙ্কের স্থান

চন্দ্রের প্রশস্ত বক্ষে,—নহে তারকায়।

কিন্তু কি কহিলে প্রিয়তমে,

নারী ঘৃণ্য নরকের দ্বার !

যেই নারী মাতৃরূপে রাখিয়াছে

আজ এই সৃষ্টির শৃঙ্খলা,

যেই নারী দানি' নিজ বক্ষের অমৃত
বাঁচাইয়া রাখিয়াছে
সুনিশ্চিত মৃত্যু হ'তে এ মর জগত,
মমতার মহোৎসবে যেই নারীকুল
অম্লান-বদনে করে আত্মবলি দান,
সেই নারী—না—না, কভু নহে নরকের দ্বার,—
ঈশ্বরের সৃষ্টির মহিমা।

শ্যামলী। না—না,—
কোনো কথা শুনিব না আমি।
সুচতুর বাক্যজালে তব, ওগো প্রিয়তম,
দেখায়ো না প্রলোভন তুমি আর মোরে।
নারী আমি,— স্বভাবতঃ দুর্ব্বল হৃদয়া,……
অবিরাম অন্তর্যুদ্ধে শক্তিহীনা আজি'
সাধ্য নাই প্রবৃত্তির গতি রোধি আর।
বীর তুমি, কর তব স্বকার্য্য উদ্ধার,……
মোর চিন্তা কভু আর আনিও না মনে।

[চলিয়া গেলেন।

শিবায়ন। স্বকার্য্য উদ্ধার !……শ্যামলী—শ্যামলী—
নিষ্ঠুর ফুৎকারে তব
নিবাইয়া দিয়া গেলে
যদি মোর ক্ষীণালোক আশার বর্ত্তিকা,
ভবিষ্যৎ যদি মোর ডুবাইয়া দিলে তুমি
মৃত্যুসম নিরাশার গাঢ় অন্ধকারে,
তবে 'ল'—বল,—

কিসের উৎসাহে আর বাঁধি বক্ষ মোর,
স্বকার্য্য উদ্ধারে আমি হ'ব অগ্রসর!
যদি আঁখিদীপে তব
না জ্বলিল আনন্দের সমুজ্জ্বল শিখা,
তবে কি হইবে রাজ্যৈশ্বর্য্যে মোর!
যদি জয় লক্ষ্মী তুমি
না দানিলে বরমাল্য কণ্ঠদেশে মোর,
তবে কি হইবে এই বৃথা রক্তপাতে!

বিনায়ক আসিলেন

বিনায়ক। নহে বৃথা;
এই রক্তপাতে হ'বে বৎস,
পিতৃমাতৃ তর্পণ তোমার।
অঞ্জলি করিয়া পূর্ণ
পান করি' এই তপ্ত রক্ত-গঙ্গোদক,
হ'বে তৃপ্ত বহুযুগ পিপাসিত
শুষ্ক-কণ্ঠ পিতা-মাতা তব।
কিন্তু পুত্র একি হেরি বিকলতা তব?
গর্জ্জমান সিন্ধু সম উন্মত্ত আক্রোশে
যুদ্ধোৎসুক সৈন্যদল
রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষিছে আদেশ তোমার,—
আর তুমি জড় সম উৎসাহ বিহীন
নির্জ্জন শিবির-প্রান্তে যাপিছ প্রহর
নিশ্চিন্ত আলস্যে বসি' আরামের কোলে!

শিবায়ন। নহে আরামের কোলে,—কণ্টক শয্যায়;

পিতা, ক্ষমা কর' বাচালতা মোর।
জানি আমি পিতা-মাতা-আত্মীয় বান্ধব,—
সব কিছু একাধারে তুমিই আমার।
তোমার সম্মুখে যদি নাহি খুলি
রুদ্ধ মম অন্তরের দ্বার,
তবে কহ,—কহ পিতা,—
কাহার চরণ-প্রান্তে
নামাইব দুর্ব্বহ এ জীবনের ভার!

বিনায়ক। শিবায়ন,—শিবায়ন,—
সত্য বটে নহি আমি জন্মদাতা তব,
কিন্তু তবু পুত্রাধিক তুমি যে আমার;
কহ বৎস, কোন্ মনস্তাপে আজি
কর্ত্তব্যের পথ হ'তে পরাঙ্মুখ তুমি।

শিবায়ন। কর্ত্তব্যের পথ হ'তে নাহি পরাঙ্মুখ।
ইচ্ছা তব করিতে পূরণ
উৎসর্গ করেছি আমি জীবন আমার।
কিন্তু পিতা, মেরুদণ্ড মোর
গিয়াছে ভাঙ্গিয়া।
সুস্থ মনে ঋজু দেহে চলি পথ,
হেন শক্তি নাহি আর মোর।

বিনায়ক। বিস্তারিয়া কহ পুত্র মনোব্যথা তব।

শিবায়ন। পিতা,
নিদারুণ ইচ্ছা তব জেনেছে শ্যামলী।
তুমি কহিয়াছ,—রাজপুত্র আমি,

তা'র সাথে পরিণয় অসম্ভব মোর :—
সে কথা সে শুনিয়াছে নিজে।
তাই পাছে লোক চক্ষে নেমে যাই আমি,
সেই ভয়ে উপেক্ষিয়া সহস্র কাকুতি,
আমরণ কুমারীত্ব করেছে বরণ।

বিনায়ক। [সবিস্ময়ে] আমরণ কুমারীত্ব করেছে বরণ ?

শিবায়ন। শুধু তাই নয় পিত',
প্রবৃত্তির প্রতিরোধে বিক্ষত অন্তর,
দিবানিশি যাচিতেছে শঙ্কর সকাশে
শান্তিময় মৃত্যু-কোলে
জুড়াইতে অভিশপ্ত জীবনের জ্বালা।

বিনায়ক। [মনে মনে] শ্যামলী,—শ্যামলী,—জননী আমার,—
সীতা-সাবিত্রীর চেয়ে
কোনো অংশে ন্যূন নহে আত্মদান তব।
পরীক্ষায় সুউত্তীর্ণা তুমি।
আসন্ন এ যুদ্ধশেষে বেঁচে থাকি যদি,
বিফল হ'বে না মাতা তপস্যা তোমার।

শিবায়ন। পিতা, অতীতের মত ভবিষ্যৎ মোর
ভেসে গেছে অভিশপ্ত তিমির বন্যায়।

বিনায়ক। বৎস শিবায়ন,
আগে বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ পরে।
নহ জ্ঞানহীন তুমি ;
বুঝে দেখ মনে, কা'র সাথে পরিচয়
এ জগতে প্রথম তোমার '—

পিতামাতা অথবা শ্যামলী ?
কা'র অনুগ্রহ দেখা'ল তোমারে
এই সুন্দর ভুবন ?
কা'র বক্ষ রক্ত
বাঁচাইল অসহায় শৈশবে তোমায় ?
শাস্ত্র যাঁহাদের দানিয়াছে
স্বর্গ হ'তে উচ্চতর স্থান,—
শ্রেষ্ঠ যা'রা সর্ব্ব ধর্ম্ম হ'তে,
সেই পিতা-মাতা তব,—
নির্দ্দোষ নিষ্পাপ,—
তবু হায়, নির্য্যাতিত রূঢ় অত্যাচারে,
আর্ত্ত-কণ্ঠে দীর্ণ করি' ঝঞ্ঝাকুল ব্যোম,
লয়েছে বিদায় বৎস, ইহলোক হ'তে !
তুমি পুত্র তাঁহাদের ;—
পশে নাকি শ্রবণে তোমার প্রতিরাত্রে
সমীর-স্বননে সেই তীব্র হাহাকার ?

শিবায়ন। পিতা—পিতা—বাক্যবাণে তব
জাগিয়াছে ঘুমন্ত শার্দ্দূল—
শুষ্ক-কণ্ঠ শোণিত তৃষায়।
ধ্যান-ভঙ্গে জাগিয়াছে রুদ্র মহাকাল
এলাইয়া জটাজাল অনন্ত আকাশে
প্রদীপ্ত ত্রিশূল তুলি' বজ্র-হুহুঙ্কারে
গ্রহমণি-বিখচিত
মহাব্যোম-চন্দ্রাতপ শিরে,

পদতলে শ্যামাঞ্চলা মাতা বসুন্ধরা,
সম্মুখেতে গুরু তুমি
চিরারাধ্য ইষ্টদেব মোর
শোন আজি প্রতিজ্ঞা আমার,—
যতদিন
বিরাধন-বক্ষ-রক্তে ভরিয়া অঞ্জলি
তর্পণ না করি আমি পিতৃপুরুষের,
ততদিন আর বিশ্রাম গ্রহণ আমি
করিব না এ জীবনে মুহূর্ত্তের তরে।

বিনায়ক। করি আশীর্ব্বাদ,
পূর্ণ করি প্রতিজ্ঞা তোমার
শান্তনু নন্দন সম হও কীর্ত্তিমান।

দাণ্ডিক আসিলেন

দাণ্ডিক। হাঁ রে গুরুবাবা, আর কেত্তো দিন হামরা এম্নি করিয়ে ছাউনী ফেলিয়ে হেথাকে বসিয়ে থাকবেক্ রে? যদি লেলিয়ে দিয়েছিস্ তু, তবে শিকলি ধরিয়ে রাখিস্ না আর। ছাড়িয়ে দে তু, হামি হামার নেকড়ের পাল লিয়ে একবার ঝাঁপিয়ে পড়ি দুষমনটার ওপর।

শিবায়ন। না রাজা,
অনর্থক বিলম্বের নাহি প্রয়োজন।
কাল সূর্য্যোদয়ে দুর্গদ্বার লক্ষ্য করি।
চালাইব বাহিনী মোদের।

দাণ্ডিক। হাঁ শিবুয়া, দেরী করিয়ে তো কুচ্ছু লাভ নেই হামাদের।

তুহারে হামরা হামাদের এ লড়ায়ের সর্দ্দার করিয়ে দিয়েছেক্, তাই হামরা তুহার মুখ চাহিয়ে বসিয়ে আছেক্। তা' না হ'লে কোন কালে এত্তোদিন হামরা গাঁধারের কেল্লা গুঁড়িয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিত! হাঁ, একটা কথা হামি তুহারে বলিয়ে দিতে চায়।— এ লড়াই তু খুব হুঁসিয়ার হইয়ে চালাবি শিবুয়া। হামি শুনিয়েছে, বিশঙ্কু বলিয়ে গাঁধারের খুব জবর একটা লড়ায়ের সর্দ্দার আছেক্।

বিনায়ক। একদিন ছিল বটে রাজা।
কিন্তু বিশ্বাসী চরের মুখে
শুনিয়াছি আমি,
বহুদিন হ'ল
উদ্দেশ্য নাহিক আর গান্ধারে তাহার।
বোধ হয় মোর, স্বার্থ সিদ্ধি তরে,
বন্দী তা'রে করিয়াছে ধূর্ত্ত প্রমোদক।

বিশঙ্ক আসিয়া উপস্থিত হইলেন

অনুমান মিথ্যা নহে তব।
ছিনু বন্দী বটে, কিন্তু মুক্ত আজি আমি
ধর্ম্ম-যুদ্ধে তোমাদের সাহায্যের তরে।

বিনায়ক। কে বা তুমি বীর,
অসঙ্কোচে পশিয়াছ শিবিরে মোদের?

বিশঙ্ক। মিত্র আমি গান্ধারের রাজদ্রোহীদের।
মনে পড়ে, যেই দিন সুবিচার আশে
গিয়াছিলে গান্ধারের রাজসভামাঝে,
সেইদিন—

বিনায়ক। পড়িয়াছে মনে,—
দেখাইয়াছিলে তুমি রক্ত-চক্ষু মোরে।

বিশঙ্ক। সম্ভবতঃ অপরাধ নহে তাহা মোর।

বিনায়ক। নহে অপরাধ,—রাজ-ভক্তি তাহা!
কিন্তু বীর, একি হেরি আজি
বিপরীত আচরণ তব?
রাজা তব মজ্জমান বিপদ্-তরঙ্গে,
আর তুমি,—সেনাপতি তাঁ'র,
কৃতজ্ঞতা দিয়া জলাঞ্জলি,
অম্লান বদনে
আসিয়াছ শত্রুসনে সখ্যতা স্থাপনে?

বিশঙ্ক। কোথা রাজা?—রাজা কোথা' অমাত্য-প্রধান?
রাজা যদি রহিতেন জীবিত ধরায়,
তাহা হ'লে আজি তব শিবির-সম্মুখে
মিত্ররূপে মিলিত না সাক্ষাৎ আমার।
দেখা হ'ত শবাকীর্ণ রণভূমি-মাঝে
অসিহস্তে কালান্তক বেশে।

শিবায়ন। কি কহিলে বীর,
রাজা নহে জীবিত ধরায়?

বিশঙ্ক। না যুবরাজ,
মন্ত্রী বিরাধন করি' গুপ্তহত্যা তাঁরে
বসিয়াছে নিজে সিংহাসনে।

বিনায়ক। কি কহিলে বীর,
সত্য কথা তব?

এমন সময় সুব্রত সেইখানে আসিল

সুব্রত। শুধু সত্যি নয়,—একেবারে বর্ণে বর্ণে সত্যি। ঐটুকুই সব নয়। আরো সংবাদ আছে। রাণী আর রাজপুত্রের কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। আমার মনে হয়, তাঁ'রা বন্দী।

বিনায়ক। শিবায়ন!

শিবায়ন। অনিবার্য্য পরিণাম দীর্ঘসূত্রতার!
পিতা বড় অনুতাপ জাগিতেছে মনে,
কেন মোরা এতদিন
করি নাই আক্রমণ দুষ্ট বিরাধনে!
পিতা—পিতা—এর চেয়ে অপমান আর
কিবা হ'তে পারে!
না—না,—ক্ষণমাত্র আর
বিলম্ব না সহিতেছে মোর।
[বিশঙ্কের প্রতি] বন্ধু,
একদিন কৃষ্ণ যথা রথরশ্মি ধরি'
কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে
অর্জ্জুনেরে দেখাইয়াছে ধর্ম্মযুদ্ধে পথ,
সেই মত অন্যায়ের দণ্ড দিতে আজি
তুমি মোরে দেখাও সরণি।

বিশঙ্ক। প্রভুপুত্র তুমি,—
তব দত্ত এই মোর মহৎ সম্মান
মাথা পেতে মেনে নিনু আমি।

শিবায়ন। [দাণ্ডিকের প্রতি] রাজা,

সৈন্যগণে জানাও বারতা,
আজি রাত্রে আক্রমিব শত্রুদুর্গ মোরা।

[দাণ্ডিক চলিয়া গেলেন।

[বিনায়কের প্রতি] পিতা. কর আশীর্ব্বাদ,
হয় জয় নয় মৃত্যু যেন
লভি রণাঙ্গনে।

[বিনায়কের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। পরে বিশঙ্ককে
কহিলেন] এস বন্ধু,
জীবনের ঝঞ্ঝাপূর্ণ এই যাত্রা পথে
আজি হ'তে তুমি মোর চির-সহচর।

[বিশঙ্ককে সঙ্গে লইয়া শিবায়ন চলিয়া গেলেন।

বিনায়ক। সুব্রত, তোমার স্ত্রীকে নিয়ে আমাদের শিবিরে এসে এইবার আশ্রয় নাও তুমি।

সুব্রত। যে আজ্ঞে।

[উভয়ে চলিয়া গেলেন।

চতুর্থ দৃশ্য

দামোদরের কুটীর-প্রাঙ্গন

সম্মার্জ্জনী হস্তে সত্যবতী আঙ্গিনা পরিষ্কার করিতেছিলেন, এমন সময়ে উপাসন সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

উপাসন। তুমি এখানে ঝাঁট দিচ্ছ কেন মা? কই, আমাদের বাড়ীতে তো কখনো তুমি ঝাঁট দাও নি। আমাদের বাড়ীতে ঝিয়েরা ঝাঁট দিত,—না মা?

সত্যবতী। ভগবান যখন যাঁকে যে কাজে নিযুক্ত করেন, তখন তা'কে মুখ বুজে সেই কাজই যে করতে হয় বাবা। ভগবান সেদিন আমাদের দিয়ে দাস-দাসীদের সেবা নিয়েছিলেন, আমরা নিয়েছিলুম। আজ আবার তিনি আমাদের দিয়ে দাসদাসীদের মত অপরকে সেবা করাচ্ছেন, আমরা করছি। এতে দুঃখ বা অভিমান, কিছুই তো করতে নেই বাবা।

দামোদর আসিয়া উপস্থিত হইল

দামোদর। তোমার হাতে ঝাঁটা কেন মা? মাগী বুঝি তোমাকে উঠোন ঝাঁট দিতে বলেছে?

সত্যবতী। না বাবা, কেউ আমাকে বলেনি,—আমি নিজেই এসেছি। আমরা যে মেয়েমানুষ!—আমাদের কি বসে খেতে আছে বাবা? খেটে খাবার জন্যেই যে আমাদের জন্ম।

দামোদর। তা' বলে' আমার মত কাঠুরের বাড়ীতে? মা লক্ষ্মী তুমি;—তুমি খেটে খেতে যাবে মা কোন দুঃখে? তুমি আমার কাছে লুকুচ্ছ মা। আমার পরিবারকে কি আমি চিনি নে? নিশ্চয়ই সে তোমাকে এই উঠোন ঝাঁট দিতে পাঠিয়েছে! দাঁড়াও, আজ আমি কুলুক্ষেত্তোর করব। পিটে আজ আমি মাগীর ধুনধুবড়ি ওড়াব।

এমন সময় মুরলা সেইখানে আসিল

মুরলা। বটে রে হাড়-হাভাতে, হতচ্ছাড়া মিন্সে! পিটে আমার ধুনধুবড়ি ওড়াবি তুই?

দামোদর। এ্যা—এ্যা—তা' কেন? আমি কি তোর নাম ধরে' বলেছি নাকি? সব কথা তুই অমন গায়ে পেতে নিস্ কেন বল্‌দিকি?

মুরলা। আমাকে বল্‌ছিলিনি তো কা'কে বল্‌ছিলি রে মুখপোড়া।

দামোদর। আমি—আমি—আমি ঐ বেলগাছটাকে বল্‌ছিলুম। আচ্ছা আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, জিজ্ঞেস কর এই লক্ষ্মী মাঠাকরুণকে।

মুরলা। আহা, কি বিশ্বাসের যুগ্যি লোকটা গো! বলে,—শুঁড়ীর সাক্ষী মাতাল।

দামোদর। [লজ্জায় জিব কাটিয়া] এ্যাঁ! তুই বল্‌লি কি! তোর বাক্যি শুন্‌লে ও মহাপাপ! মা গো, তুমি যদি আমার যথার্থ মা-লক্ষ্মী হও, তা হ'লে এমনি কর মা, যেন তে-রাত্তির পেরয় না,—ঐ মাগীর জিব খসে পড়ে! [চলিয়া গেল।

মুরলা। তা' আর পড়বে না!—পড়্‌বে বৈকি! [উপাসনের প্রতি] বলি, হ্যাঁরে ছোঁড়া, সকালে উঠে যে বড় মার আঁচল ধরে আদর কাঁড়াচ্ছিস্‌,—কাঠ ভাঙতে যা'বি না?

উপাসন। [সত্যবতীর প্রতি] কাঠ যে আমি ভাঙতে পারি না মা!

মুরলা। আহা হা হা, কি আমার আল্লালের ঘরের তুলাল রে! কাঁড়ি কাঁড়ি ভাত গিল্‌তে পারেন' আর কাঠ ভাঙ্‌তে পারেন না? আচ্ছা, দাঁড়া, দিচ্ছি আমি ভুগুলকে পাঠিয়ে। [সত্যবতীর প্রতি] বলি, কি গো, এঁটো বাসনগুলো আজ আর মাজতে হ'বে না নাকি?

সত্যবতী। কেন মাজ্‌বো না মা! চল, আমি এখুনি মেজে দিচ্ছি। বাবা উপাসন!

উপাসন। কেন মা?

সত্যবতী। না-না, তোকে বল্‌বার আমার কিছু নেই। দয়াময়, এই অন্ধের নড়িটুকুকে তুমিই দেখ ঠাকুর। [চলিয়া গেলেন।

মুরলা। মাগী যেন ঠ্যাকারে মট্ মট্ কর্‌ছে। শুধু মুখ-পোড়া মিন্সের জন্যেই ওর অত বাড়! আচ্ছা, ও বাড়্ আমি ভাঙ্‌তে পারি কিনা দেখ্‌ছি!

[চলিয়া গেল।

উপাসন। নারায়ণ,—নারায়ণ,—আমার মাকে তুমি এত কষ্ট কেন দিচ্ছ ঠাকুর? আমার মা যে কখনো ঝাঁটও দেয় নি,—বাসনও মাজে নি! আমার মাকে আর তুমি কষ্ট দিও না ঠাকুর। দেখা দাও—দেখা দাও—দেখা দাও হরি, আমার মনের কথা আমি তোমার কানে কানে চুপি চুপি বল্‌ব। দেখা দাও—দেখা দাও—দেখা দাও দয়াময়।

ভুণ্ডুল আসিয়া উপস্থিত হইল

ভুণ্ডুল। এই দিচ্ছি দেখা। হ্যাঁ রে শালা' এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যে বড় 'দয়াময় দয়াময়' করছিস,—বলি, কাঠ ভাঙ্‌তে যাবি কখন? [বলিয়া উপাসনের একটি কান টানিয়া ধরিল।]

উপাসন। আমি যে কাঠ ভাঙ্‌তে পারি না ভাই!

ভুণ্ডুল। [উপাসনের গালে এক চড় মারিয়া] ওঃ! শালা আমার কি রাজপুত্তুর রে! দু'বেলা দশ সের চালের অন্ন ধ্বংসাবেন, আর কাঠ ভাঙ্‌তে পার্‌বেন না!

উপাসন। [আঘাতের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।] উঃ! মা গো!

ভুণ্ডুল। শালার বকামোটা দেখ একবার! শালা আমার এমনি ননির পুতুল যে, এক চড়েতেই কুঁপোকাৎ! আর উঠ্‌তে পারছেন না যেন! [উঠাইবার জন্য উপাসনের একটি কান ধরিয়া টানিয়া] ওঠ শালা,—

ওঠ। [উপাসন উঠিয়া দাঁড়াইল] চল্ শালা,—চল্। কাঠ ভাঙ্গবি চল্।

উপাসন। চল ভাই'—(আমি) যাচ্ছি।

ভুতুল। হেঁ হেঁ বাবা, লাথির ঢেঁকি কি কখনো চড়ে উঠে! ঠিক ওষুধটি পড়েছে, আর অমনি রোগও সেরেছে। আয়, আমি কুড়ুল আর আঁকসী ঠিক করে দিচ্ছি।

[চলিয়া গেল।

উপাসন। (গীত)

যত পার তুমি দুঃখ দাও মোরে, আমি তো তোমারে ভুল্‌ব না।
যত পার তুমি কর' গো আঘাত, অভিমানে আমি ফুল্‌ব না॥
শুনেছি যে আমি দয়াময় তুমি, চির প্রেমময় হরি গো,
তুমি নাকি এন চোখের জলের নদীতে ভাষায়ে তরী গো,
তুমি কাঁদায়েছ ধ্রুব প্রহ্লাদে,
তাই তো তোমার সকল আঘাত মাথা পেতে লই আহ্লাদে;—
তাই তো তোমায় বিচারের ছলে মনে কোনো দ্বিধা তুল্‌ব না॥

গীতকণ্ঠে বনমালী উপস্থিত হইল

বনমালী। (গীত)

পরীক্ষায় পার হয়েছিস্,
চিন্তা তোদের আর কিছু নাই।
তোদের তরে এই যে আমার
সব-জুড়ানো কোল পাতা ভাই॥
আয় রে বুকে আয় রে চলে,
দুষিস্ না আর নিদয় বলে';
সোনা খাঁটি কর্‌তে হ'লে
আগুন জ্বেলে পুড়ানো চাই॥

উপাসন। বনমালী দাদা, তুমি আবার এখানে কেন এলে ভাই? এরা আমাদের বড় বকে,—বড় মারে। তোমাকে দেখ্‌লে তোমাকেও এরা বক্‌বে,—মারবে। তুমি এখানে কেন এলে দাদা?

বনমালী। (পূর্ব্ব গীতাংশ)

বুক ভিজিয়ে আঁখির লোরে,
ডাকিস্ যে মোর নামটি ধরে'
সকল ভুলে এমনি করে'
হয় যে আমায় আস্‌তে তাই॥

উপাসন। কই বনমালী দাদা, আমি তো তোমাকে ডাকিনি। আমি যে হরিকে ডাক্‌ছিলুম! মা বলে' দিয়েছেন দুঃখ হ'লেই তাঁ'কে ডাক্‌তে। তাই, আমি তাঁ'কেই ডাক্‌ছিলুম যে দাদা।

বনমালী। ওঃ! তুমি হরিকে ডাক্‌ছিলে? তা'তো আমি বুঝ্‌তে পারি নি ভাই। আমি মনে করেছিলুম বুঝি তুমি আমাকেই ডাক্‌ছ।

উপাসন। দেখ বনমালী দাদা, তোমাকে দেখ্‌লেই আমার শুধু মনে হয়, তুমি যেন ইচ্ছে কর্‌লেই আমাদের সকল দুঃখই দূর করতে পার। তুমি কি তা' পার না ভাই?

বনমালী। তোমাদের সকল দুঃখ দূর কর্‌তে পারি এমন ক্ষমতা আমি কোথায় পাব ভাই? তবে ছোটলোকদের সঙ্গে মিশে মিশে গোটাকতক উঞ্ছ কাজ শিখে রেখেছি;—যেমন গরু চরান, গাড়ী হাঁকান। দরকার হ'লে চুরিও করতে পারি,—বাঁশীও বাজাতে পারি। চল উপাসন, আজ তোমায় কাঠ কেটে দেব'খন।

উপাসন। না বনমালী দাদা, তা'তে কাজ নেই। কুড়ুল ধ'রে কাঠ কাট্‌তে তোমার ঐ নরম—নরম হাত দু'খানিতে যে ব্যথা লাগ্‌বে ভাই!

বনমালী। কুড়ুল ধরলে কি আর আমার হাতে ব্যথা লাগ্‌বে ভাই! পাঁচন-বাড়ী ধরে' ধরে' এ হাতে যে কড়া পড়ে গেছে! এস, আর দেরী করে' কাজ নেই।

[উভয়ে চলিয়া গেল।

পঞ্চম দৃশ্য

গান্ধারের মন্ত্রণা-কক্ষ

বিরাধন ও দীপ্তায়ুধ কথা কহিতেছিলেন

বিরাধন। তারপর?

দীপ্তায়ুধ। বিশঙ্ক এখন শিবায়নের আশ্রয়ে।

বিরাধন। সে সংবাদ আমি পূর্ব্বেই পেয়েছি!

দীপ্তায়ুধ। শুনলুম শিবায়ন নাকি তা'কে বন্ধু বলে' গ্রহণ করেছে।

বিরাধন। হুঁ। এটা তা'র বুদ্ধিমানের মতই কাজ হয়েছে। আচ্ছা, ওদের সৈন্য-সংখ্যা কত?

দীপ্তায়ুধ। প্রায় পাঁচ হাজার হ'বে।

বিরাধন। অত অল্প সংখ্যক!...আচ্ছা, তোমার সৈন্যগণকে প্রস্তুত কোরে রাখগে দীপ্তায়ুধ। কাল প্রভাতেই আমরা আক্রমণ করব।

দীপ্তায়ুধ। যথা আজ্ঞা।

[চলিয়া গেলেন।

বিরাধন। এই, কে আছিস ?

জনৈক প্রহরী আসিয়া অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল

অন্ধকূপের বন্দিনী।

[প্রহরী অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল।

শয়তান—শয়তান—আমি শয়তান! আমার স্নেহ নেই, মায়া নেই, দয়া নেই,—কিছু নেই.—আমি একা, নিঃসঙ্গ, নির্ব্বান্ধব। আমার তুলনা নেই, জোড়া নেই,—আমি অদ্বিতীয়! আমাকে নিয়ে বিধাতাকেও একদিন ভাব্‌তে হ'বে।…এই যে সুজাতা!

সুশৃঙ্খলাবদ্ধ সুজাতাকে লইয়া প্রহরী পুনঃপ্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল

সুজাতা। বাবা—

বিরাধন। চুপ—চুপ—শয়তানী চুপ। আমার পিতৃত্ব বহুদিন মরে গেছে। [প্রহরীর প্রতি] এই !

প্রহরী। মহারাজ!

বিরাধন। জল্লাদ।

[প্রহরী অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল

[সুজাতার প্রতি] তোর মত মেয়েকে জন্মদান করার মহাভুল আমি আজ তোর মরণ দিয়ে সংশোধন করব শয়তানী। প্রস্তুত হ' তুই।

সুজাতা। [হাসিয়া উঠিলেন] হাঃ হাঃ হাঃ! তুমি আমাকে মৃত্যু-ভয় দেখাচ্ছ বাবা? কিন্তু মরণ কি আমার আজ হয়েছে? সে অনেক দিন—অনেক দিন পূর্ব্বে—যেদিন তুমি আমারই সম্মুখে বিশঙ্ককে বন্দী কর—সেই দিন। সেইদিনই তোমার নিজেহাতে গড়া

সুজাতার মৃত্যু, আর পবিত্র প্রেমের সঞ্জীবনী সুধায় এই নূতন সুজাতার নব জন্ম-লাভ। এখনো আমাকে দেখে তোমার কি আর সেই পূর্ব্বেকার সুজাতা বলে' মনে হয় পিতা ?

বিরাধন। হুঁ জন্মান্তর হয়েছে বটে, কিন্তু দেহান্তর ঘটেনি। সেই ত্রুটিটুকু বিধাতার হয়ে আমিই সংশোধন ক'রে' দেবো আজ।... এই যে জল্লাদ !

জহ্লাদ আসিয়া অভিবাদন করিল

[জল্লাদের প্রতি] একে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাও।

শবর-সৈন্য। [নেপথ্যে] হর হর হর শঙ্কর।

বিরাধন। [সবিস্ময়ে] ও কি ! সহসা এই গভীর রাত্রে ও কিসের কোলাহল।

সুজাতা। এত দিনের পর বাসুকি বোধ হয় আজ মাথা নাড়া দিয়েছে বাবা !

শবর-সৈন্য। [নেপথ্যে] হর হর হর শঙ্কর।

বিরাধন। অস্ত্র—অস্ত্র—একখানা অস্ত্র। এই, কে আছিস ?

দীপ্তায়ুধ ছুটিয়া আসিলেন

দীপ্তায়ুধ। কেউ নেই—কেউ নেই মহারাজ। যে যেদিকে পারছে সে সেইদিকে পালাচ্ছে। শত্রুরা আমাদের অতর্কিতে আক্রমণ করেছে দুর্গ প্রাকার ভেঙ্গে ফেলেছে' নির্ব্বিচারে হত্যা কর্‌ছে। বহু চেষ্টাতেও আমি সৈন্যগণকে শ্রেণীবদ্ধ কর্‌তে পারিনি মহারাজ। বেচারারা ঘুম ভেঙে জেগে ওঠ্‌বার পূর্ব্বেই নিহত হচ্ছে। আর যা'রা জেগে ওঠবার অবকাশ পাচ্ছে, তা'রা কোনো দিকে দৃষ্টিপাত না করেই পালিয়ে যাচ্ছে। আপনিও পালিয়ে যান

মহারাজ! এ সময়ে দুর্গে থাকলে কিছুতেই আত্মরক্ষা করতে পার্‌বেন না।

শবর-সৈন্য। [নেপথ্যে] হর হর হর শঙ্কর।

দীপ্তায়ুধ। ঐ আবার জয়ধ্বনি! অতি নিকটে! মহারাজ,—না—না,—আর নয়। আর বিলম্ব কর্‌লে কিছুতেই রক্ষা পাওয়া যা'বে না। কোনও রকমে যদি একবার দুর্গের বাইরে যেতে পারা যায় তা' হ'লে ভবিষ্যতের জন্যও একটা আশা থাক্‌বে মহারাজ। আর তা' হ'লে—

বিরাধন। দীপ্তায়ুধ।

দীপ্তায়ুধ। না—না, কোন তর্ক তুল্‌বেন না মহারাজ। আসুন, আমি আপনার শরীর-রক্ষী হয়ে নিরাপদ স্থানে আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি।

বিরাধন। জহ্লাদ, বধ্যভূমিতে নিয়ে যা'বার প্রয়োজন নেই। এইখানে—এই কক্ষে—এই মুহূর্ত্তেই তোমার কাজ শেষ কর। চল দীপ্তায়ুধ।

[বিরাধন ও দীপ্তায়ুধ চলিয়া গেলেন।

জহ্লাদ। ইষ্ট দেবতাকেও আর স্মরণ করতে দেবার সময় নেই। প্রস্তুত হও বন্দিনী।

সুজাতা। কিসের জন্য জহ্লাদ?

জহ্লাদ। মৃত্যুর জন্য।

সুজাতা। আমাকে দেখে কি তোমা'র অপ্রস্তুত বলে' মনে হচ্ছে?

কক্ষের বাহিরে শবরসৈন্যগণের কোলাহল শোনা গেল

বিশঙ্ক। [নেপথ্যে] সৈন্যগণ, এই কক্ষে মনুষ্য-কণ্ঠস্বর শোনা গেছে। কিন্তু সাবধান, কক্ষমধ্যে যদি নারী থাকে তবে সসম্মানে তাঁ'কে পথ ছেড়ে দেবে,—আর যদি পুরুষ থাকে তবে তৎক্ষণাৎ তা'কে বন্দী কর্‌বে।

সুজাতা। ওকি কা'র কণ্ঠস্বর! ওযে আমার অতি পরিচিত। সহস্র বজ্র ধ্বনির মধ্যে শুন্‌লেও ও কণ্ঠস্বর যে আমি ঠিক চিন্‌তে পারি। তবে কি—তবে কি—এতদিনের পর তুমি মুখ তুলে চেয়েছ ভগবান্? জহ্লাদ,—জহ্লাদ,—শুধু এক মুহূর্ত্ত—এক মুহূর্ত্ত মাত্র আমি ভিক্ষা চাচ্ছি তোমার কাছে,—যা'ব আর আসব, জীবন-মরণের এই সন্ধিস্থলে শুধু মুহূর্ত্তের জন্যে একবার চোখের দেখা দেখে আসব তাকে।

[বাহির হইয়া যাইতে উদ্যত হইলেন।

জহ্লাদ। [পথ-রোধ করিয়া] ফাঁকি দিয়ে কোথায় পালাবে নারী? আজ দশ বছর আমি এই কাজ করছি। আমার চোখে ধুলো দিয়ে যা'বে তুমি?

সুজাতা। [জহ্লাদের পদতলে বসিয়া পড়িয়া] তোমার পায়ে ধরছি জহ্লাদ, তুমি বিশ্বাস কর আমাকে! জীবনের আমার সকল কর্ত্তব্য শেষ হয়েছে, মরতে আমার এখন এতটুকুও ভয় নেই। হয়ত এ করুণাটুকুও আমি চাইতুম না তোমার কাছে, কিন্তু ঈশ্বরের অযাচিত অনুগ্রহ আজ দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছে আমার।—আমার সকল শক্তি, সকল গর্ব্ব, সকল সংযম আজ ধুলিসাৎ হয়ে গেছে তাই। দাও,—দাও জহ্লাদ, শুধু একটি মুহূর্ত্ত··· যা'ব আর আসব··· দেখা দেব না···শুধু দূর থেকে একবার চোখের দেখা দেখে আস্‌ব—শেষ চোখের দেখা!

জহ্লাদ। [অট্ট হাস্য করিয়া উঠিল] হাঃ হাঃ হাঃ! আমাকে তুই এতই বোকা ভেবেছিস্—এঁ্যা? [হত্যা করিবার জন্য খড়্গ তুলিল] জয় মা তারা!

বেগে কতিপয় সৈন্যসহ বিশঙ্ক প্রবেশ করিয়া স্বীয় তরবারির আঘাতে জহ্লাদের খড়্গ প্রতিহত করিলেন

বিশঙ্ক। সাবধান দুর্ব্বৃত্ত। পুরুষ হয়ে নারী অঙ্গে অস্ত্রাঘাত! লজ্জা করে না! [সহসা সুজাতাকে চিনিতে পারিয়া] একি! কে তুমি? সুজাতা? এ স্বপ্ন না সত্য? সুজাতা—সুজাতা—

সুজাতা। প্রিয়তম—প্রিয়তম—

উভয়ে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইলেন

বিশঙ্ক। ঈশ্বর! ঈশ্বর! তোমার এ পুরস্কারের জন্য ধন্যবাদ দিই। আমার ভাষার ভাণ্ডারে এমন শব্দ একটিও নেই! সৈন্যগণ, বন্দী কর ঐ দুর্ব্বৃত্তকে। [সৈন্যগণ জল্লাদকে বন্দী করিল।] সুজাতা!

সুজাতা। প্রিয়তম!

বিশঙ্ক। একদিন তোমারই অনুগ্রহে কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেছিলুম আমি।—সে ঋণ থেকে আমি আজ মুক্ত।

সুজাতা। ঋণমুক্ত হলেও কিন্তু তুমি দায়মুক্ত নও প্রিয়তম। মুহূর্ত্তপূর্ব্বে ঘাতকের উদ্যত খড়্গ থেকে আমার জীবন রক্ষা করেছ তুমি। শাস্ত্রমতে রক্ষিত জীবন রক্ষকেরই।

বিশঙ্ক। বেশ। মাথা পেতে নিলুম আমি তোমার দেওয়া এ মহৎ সম্মান। তবে আজ এস প্রিয়তমে, এই মরণোল্লাস মুখরিত দুর্গ-শিখরে দাঁড়িয়ে আমাদের এই বিবাহ-রাত্রের উৎসব-বিভীষিকা দেখ্‌বে এস।

বিশঙ্ক সুজাতাকে সঙ্গে লইয়া বাহিরে যাইতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু বাহিরে দাণ্ডিক প্রভৃতির কণ্ঠস্বর শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন। ঠিক সেই মুহূর্ত্তেরই শিবায়ন বিনায়ক, দাণ্ডিক ও সুব্রত সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন

শিবায়ন। একি! বিশঙ্ক!

বিশঙ্ক। হ্যাঁ বন্ধু।

শিবায়ন। পার্শ্বে উনি ?

বিশঙ্ক। ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ,—
পুরস্কার এ যুদ্ধের মোর।

শিবায়ন। অর্থাৎ ?

বিশঙ্ক। ধর্ম্মপত্নী মোর।

শিবায়ন। বন্দিনী ছিলেন বুঝি দুর্গ-কারাগারে ?

বিশঙ্ক। নহেক বন্দিনী শুধু ;
সম্ভবতঃ প্রাণদণ্ডে হইয়া দণ্ডিত
কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে
ঘাতকের খড়্গতলে শির পাতি বসি'
স্মরিতেছিলেন ওঁর ইষ্ট দেবতারে।
ভাগ্যবলে এই কক্ষে এসেছিনু আমি,
চরম নিঃশ্বাস তাই মেশেনি বাতাসে।

শিবায়ন। সুখী হ'নু সৌভাগ্যে তোমার।
কিন্তু বন্ধু
রাণী আর রাজপুত্র,—
যাঁহাদের উদ্ধারের তরে
এই রাত্রে করিয়াছি
অতর্কিতে আক্রমণ মোরা,
খুঁজিয়াছি সর্ব্বস্থান পাতি পাতি করি'
কিন্তু তবু না পেলুম সন্ধান তাঁদের।

বিনায়ক। হয়ত বা বিরাধন
করিয়াছে হত্যা তাঁহাদের !

সুজাতা। অনুমান সত্য নহে তব।
রাণী আর রাজপুত্র উপাসন সহ
আমিও বন্দিনী ছিনু এক কারাগারে।
ভাগ্যক্রমে একদিন পাইয়া সুযোগ
আমারি সাহায্যে তাঁ'রা কারাকক্ষ হ'তে
গিয়াছেন নির্ব্বিঘ্নে পলায়ে।
সম্ভবতঃ কোনস্থানে ছদ্মবেশে তাঁরা
যাপিছেন দুঃখময় অজ্ঞাত জীবন।
করুণ সন্ধান পুনঃ,
অবশ্যই মিলে যা'বে সাক্ষাৎ তাঁদের।

শিবায়ন। বড় প্রীতি হনু দেবী, বাক্যে আপনার।
পিতা, মুহূর্ত্ত বিলম্ব নহে,
দিকে দিকে অনুচর করুন প্রেরণ,
জল স্থল-অরণ্য-পর্ব্বত,
পাতি পাতি করি সর্ব্ব ঠাঁই
করুক সকলে মিলি' সন্ধান তাঁ'দের।
নগরের পথে পথে' প্রতিজ্ঞা আমার
করে' দিন ঘোষণা প্রভাতে,—
সর্ব্বাগ্রে আনিবে যে সংবাদ তাঁ'দের,
সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা
দিব আমি পুরস্কার তা'রে!

বিনায়ক। আজ্ঞা তব বর্ণে বর্ণে হইবে পালিত। [চলিয়া গেলেন।

শিবায়ন। সুব্রত,
পিতার সাহায্যে তোমা করিনু নিয়োগ।

সুব্রত ' যথা আজ্ঞা।

[চলিয়া গেল।

শিবায়ন। রাজা,

বিজিত এ দুর্গ-ভার বন্দিগণ সহ

তোমারে দিলাম আমি যোগ্য পাত্র বলি'।

দাণ্ডিক। প্রাণ দিয়েও হামি তুহার এ ভার রাখ্‌বে শিবুয়া।

[চলিয়া গেল।

শিবায়ন। চল বন্ধু,

মরণ-সমুদ্র আজি করিয়া মন্থন

অমৃত উদ্ধার করি' করি আস্বাদন।

[সকলে চলিয়া গেলেন।

———

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রণস্থল

শাণিত ছুরিকা হস্তে উন্মত্তের মত বিষদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন

বিষদ। ওই—ওই—আবার! আবার সেই তীব্র আর্ত্তনাদ! পাচ্ছি—পাচ্ছি—স্পষ্ট শুন্‌তে পাচ্ছি আমি,—"জ্বালা—জ্বালা—বড় জ্বালা বিষদ—বড় জ্বালা!"—এই রণহুহুঙ্কার, অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা, দামামা-ধ্বনি, ভেরী-নিনাদ,—সব ছাপিয়ে সেই করুণ আচ্ছনাদ ..পাচ্ছি—পাচ্ছি—ঠিক সেদিনকার মতই তেমনি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু কই? সে কই? যা'র রক্তে প্রেতাত্মার পিপাসা মিট্‌বে,—সে কই? ওই—ওই না সে হ্যাঁ, ওই তো বটে! যুদ্ধ কর্‌ছে।—শবর রাজ দাণ্ডিকের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌ছে। চাই—চাই—রক্ত চাই—রক্ত চাই—রক্ত—রক্ত! সেদিন ছিল বিষ, আর আজ এই ছুরি! হাঃ হাঃ হাঃ!

উন্মত্তবৎ চলিয়া গেলেন। দীপ্তায়ুধ ও শিবায়ন যুদ্ধ করিতে করিতে আসিলেন ও যুদ্ধ করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। দাণ্ডিক ও বিরাধন যুদ্ধ করিতে করিতে আসিলেন ও যুদ্ধ করিতে করিতে চলিয়া গেলেন উভয় পক্ষীয় সৈন্যদল যুদ্ধ করিতে করিতে আসিল চলিয়া গেল। শেষে রক্তাক্ত কলেবরে দাণ্ডিক আসিলেন।

দাণ্ডিক। হাঁ—হাঁ,—লড়ছেক্—লড়ছেক,—হামার শবরজাত জান দিয়ে লড়ছেক্ লড়াই হামরাই ফতে করিয়ে দেবেক্ কিন্তু হামি বোধ হয় আর সেটা দেখিয়ে যেতে পারুলেক্ না। ওঃ!

স্তম্ভের উপর ভর দিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এমন
সময়ে বিনায়ক সেইখানে আসিলেন

বিনায়ক। একি! শবররাজ! রক্তে তোমার সর্ব্বাঙ্গ ভেসে যাচ্ছে। বড় গুরুতররূপে তুমি আহত হয়েছ যে রাজা!

দাণ্ডিক। হাঁ গুরু-বাবা, হামি বুঝ্‌তে পারছেক, হামি আর বাঁচবেক্ না। হামার শামলীয়া রইল, মুলুক রইল,—তু সব দেখিস্ গুরু-বাবা। [অতি কষ্টে যন্ত্রণা সহ্য করিয়া] হাঁ, আর একটা হামি তুহারে বলিয়ে যেতে চায়! শ্যামলীয়া হামার খুব বড় ঘরের মেইয়া; তু উহার সমান ঘরে একটা ভাল ছেলিয়ার সাথে বিয়া দিস্ গুরু-বাবা।

বিনায়ক। তোমার এ অনুরোধ আমি প্রাণ দিয়েও রাখ্‌তে চেষ্টা করুব রাজা। কিন্তু শ্যামলীয়ার বংশ পরিচয় তো আমার জানা নেই।

দাণ্ডিক। হামি সব কথা আজ খুলিয়ে বল্‌ছেক্ তুহারে,—তু শুনিয়ে রাখ। একবার হামরা প্রাগ্‌জ্যোতিষ লুঠ করিয়ে ফিরিয়ে আস্‌ছে, পথে লৌহিতোয়া নদে ভারি তুফান উঠে সেদিন। যেমনি তুফান, তেমনি ঝড়। সারা রাত হামরা নদীর কিনারে নোঙর করিয়ে বসিয়ে রইল। পরের দিন ঝড় থামিয়ে গেলে হামি দেখ্‌তে পেল, বালু-চড়ায় ছোট্ট একটা মেইয়া পড়িয়ে আছেক্! সেই মেইয়া হামার ঐ শ্যামলীয়া। হামি কোলে পিঠে করিয়ে উহারে মানুষ করিয়েছে গুরু-বাবা,—আজ চোদ্দা বরষ।

বিনায়ক। চৌদ্দ বৎসর?

দাণ্ডিক। চোদ্দা বরষ।

বিনায়ক। কুড়িয়ে পেয়েছ তুমি ওকে লৌহিত্য নদের তীরে?

দাণ্ডিক। লৌহিতোয়া নদের বালুচড়ায়।

বিনায়ক। সেদিন তিথি ছিল বোধ হয় বৈশাখী পুর্ণিমা?

দাণ্ডিক। হাঁ বোশেখ মাসের ভরা চাঁদ্‌নী।

বিনায়ক [সহসা অস্থির ভাবে পদচারণা করিয়া অন্তরের উদ্বেলিত আবেগ কষ্টে চাপিয়া] দাঁড়াও—দাঁড়াও রাজা।···আচ্ছা, ওর বুকের ডানদিকে পাঁজরার কাছে ছোট্ট একটা লাল জড়ুল আছে ?

দাণ্ডিক। আছেক্।

বিনায়ক। বাঁ কানের ওপরে চুলের ভিতরে একটা কাটা দাগ ?

দাণ্ডিক। আছেক্।

বিনায়ক। আছে ? আছে ? তুমি ঠিক জান ?

দাণ্ডিক। ছিল হামি ঠিক জানেক্। হামি যে ওকে এতটুকুটি আনিয়ে মানুষ করিয়েছে গুরু-বাবা।

বিনায়ক। আচ্ছা, তুমি যখন ওকে কুড়িয়ে পাও, তখন ওর বাঁ-হাতে একটা সোনার কবচ বাঁধা ছিল না ?

দাণ্ডিক। ছিল। কিন্তু তু অমন করছিস্ কেন গুরু-বাবা ?

বিনায়ক। কেন যে আমি অমন কর্‌ছি তা' এখন আর তোমাকে ঠিক্ গুছিয়ে বল্‌তে পারব না রাজা। এক অসহ্য আনন্দের তীব্র উত্তেজনায় আমার জিব জড়িয়ে আস্‌ছে, শিরার রক্ত উত্তাল হয়ে উঠ্‌ছে,—বক্ষ-স্পন্দন হয়ত বা এখনি স্তব্ধ হয়ে যা'বে! রাজা—রাজা—আচ্ছা, তা'তে কিছু লেখা ছিল ?

দাণ্ডিক। হামি একবার একটা পণ্ডিতকে দিয়ে পড়িয়েছিল সেটা। সে বলিয়েছিল, সেটাতে লেখা আছেক্ "জয়ন্তী"।

বিনায়ক। [আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া] জয়ন্তী ? সে বলেছে জয়ন্তী ? রাজা—রাজা—বুঝ্‌তে পার্‌ছি না, কি বলে' আমি আজ তোমায় আশীর্ব্বাদ কর্‌ব। আনন্দের আতিশয্যে আমার ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে,

ইন্দ্রিয় অবশ হয়ে আস্‌ছে,—চেতনাটুকুও বুঝি বা লোপ পেয়ে যায়! রাজা—রাজা—তোমার শ্যামলী কে জান? সে আমারই একমাত্র মেয়ে জয়ন্তী!

দাণ্ডিক। আঃ! আমায় একটা মস্ত বড় ভাবনা ঘুচিয়ে দিলি তু গুরু-বাবা। এখন হামি হাল্কা হইয়ে মর্‌তে পারবেক্। তবে তুহার মেইয়া,—তুই দেখিস গুরু-বাবা!—আমি তো আজ চল্লো রে!

বিনায়ক। কোথায় তুমি যা'বে রাজা! এ দুর্ব্বহ আনন্দের বোঝা একা তো আমি বইতে পারব না। চল,—প্রাণ পাত করে'ও আমি তোমাকে বাঁচিয়ে তুল্‌ব।

দাণ্ডিককে লইয়া বিনায়ক চলিয়া গেলেন। বেগে বিরাঙ
আসিয়া সেইখানে উপস্থিত হইলেন

বিরাঙ। জ্বলিয়েছে—জ্বলিয়েছে আগুন—দাউ দাউ করিয়ে জ্বলিয়েছে। পুড়ছেক্—বোকা বুনো শবরগুলো লটপট্ করিয়ে পুড়িয়ে মর্‌ছেক্। পুড়্‌ক্,—পুড়্‌ক্,—যে যেথাকে আছেক্, সবাই পুড়িয়ে ছাই হইয়ে যাক্। শ্যামলীয়া যাক্—হামি যাক্—শিবুয়া···হাঁ শিবুয়া—ওই,—ওই না সে লড়ছেক্? হাঁ, শিবুয়াই বটেক্। তবে যা' তু শিবুয়া, হামাদের আগে তু-ই চলিয়ে যা'।

শিবায়নকে লক্ষ্য করিয়া বিরাঙ শরত্যাগ করিলেন। শ্যামলী
তৎক্ষণাৎ আসিয়া সেই শর আপন বক্ষে ধারণ করিয়া
শিবায়নের প্রাণরক্ষা করিলেন

শ্যামলী। কা'র যাওয়া না যাওয়ার নিয়ন্তা তুমি নয় কাপুরুষ। ওঃ-হো-হো-হো! [আহত হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন]।

বিরাঙ। [সাশ্চর্য্যে] একি! কে তু? শ্যামলীয়া? শ্যামলীয়া···
যাঃ! বেশ হইয়েছে! এ-ই তুহারে ঠিক হইয়েছে। তবে
যা' তু সেথাকে চলিয়ে যা' যেথাকে হামিও নেই,—শিবুয়াও
নেই।

উন্মুক্ত তরবারি হস্তে বেগে শিবায়ন সেইখানে
আসিয়া উপস্থিত হইলেন

শিবায়ন। পলায়েছে দীপ্তায়ূধ বিরাধন সহ,
ছত্রভঙ্গ সৈন্যদল···
[সহসা শ্যামলীর দিকে দৃষ্টি পড়ায়]
একি! কে তুমি? শ্যামলী?
শ্যামলী—শ্যামলী,—
একি হেরি অবস্থা তোমার!
[উপবেশন করিয়া শ্যামলীর মস্তক কোলে
তুলিয়া লইলেন।]
কহ,— কহ প্রিয়তমে,—
কে করিল হেন দশা তব!

শ্যামলী। প্রিয়তম,
রণোন্মত্ত হেরি' তোমা পিশাচ বিরাঙ,
তোমারে করিতে হত্যা পশ্চাৎ হইতে
ছেড়েছিল তীর এক বিষাক্ত শায়ক;
দূর হ'তে লক্ষ্য করি' তাহা,
রক্ষিবারে বহুমূল্য জীবন তোমার,
অনন্য উপায় হয়ে
নিজ বক্ষে সেই শর করেছি গ্রহণ।

প্রিয়তম, বিদায়! বিদায়! উঃ! যাই!—
যাই আমি প্রিয়তম!—
এই—এই শেষ দেখা এ জন্মের মত। [মৃত্যু]

শিবায়ন। শ্যামলী—শ্যামলী,—
কোথা যা'বে প্রিয়তমে মোর!
বিরাঙ,—বিরাঙ,—

বিরাঙ। [অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন] হাঃ হাঃ হাঃ! হামি ঠিক আছেক্ শিবুয়া। কাঁদ্,—কাঁদ্,—বুকে পিঠে হাত চাপড়িয়ে তু কাঁদ্। তুহার কান্নায় আকাশ, বাতাস, পাহাড়, জঙ্গল, সব কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে উঠুক। কাঁদ্—কাঁদ্ তু—কাঁদ্। আর হামি তুহারে কুচ্ছু বল্‌বেক্ না শিবুয়া। তুহার সাথে হামি আর লড়্‌বেক্ না। শ্যামলীয়া যে মুলুকে যাইতেছে, তু যে সেই মুলুকে যাইয়ে তা'র সাথে জুটিয়ে যা'বি,—হামি সেটি হ'তে দেবেক্ না আজ থেকে হামি হামার জান দিয়েও তুকে বাঁচিয়ে রাখবেক্ শিবুয়া। কাঁদ্—কাঁদ্ তু—ডাক্ ছাড়িয়ে, গলা ফাটিয়ে তু কাঁদ। হাঃ হাঃ হাঃ।

[হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন।

শিবায়ন। ওঃ—হো—হো—হো! শয়তান! শয়তান!
[শ্যামলীর বক্ষে লুটাইয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন]
শ্যামলী,—শ্যামলী,—
কথা কও,—কথা কও প্রিয়তমে!
একবার—একবার চেয়ে দেখ
স্নিগ্ধ তব আঁখি দুটি মেলি'।
দেখ—দেখ একবার মুখপানে মোর।
দেখিবে না? কহিবে না কথা?

ভগবান,—ভগবান,—
করিনি তো এ জীবনে কোন পাপ আমি ;
তবে কেন—কেন এই শাস্তি স্থকঠোর
দিলে তুমি আজি মোরে নির্দ্দয় বিধাতা ?
দাও—দাও—ফিরে দাও দেব,
অবিচারে যে জীবন লইয়াছ তুমি।
দিবে নাক ফিরে ? দিবে না তথাপি ?
জেন তবে আজি হ'তে হে বিশ্ব-বিধাতা,
মহাশত্রু আমি তব, অবিচারে বক্ষে মোর
জ্বালিয়াছ তুমি যেই ভীম কালানল,
প্রচণ্ড প্রদাহে তা'র হবে ছারখার
যত্নে গড়া এই তব সোনার সংসার।
বিশ্বব্যাপী বেদনার আর্ত্ত হাহাকারে
ছিঁড়ে যা'বে কর্ণপট তব।
সতী শোকে আত্মহারা মহেশ্বর সম
স্কন্ধে বহি' প্রেয়সীর মৃত অস্থিরাশি,
বিশ্বধ্বংসী সংহারের অগ্নি আঁখি জ্বালি।
গ্রহে গ্রহে বাজাইয়া মায়াহীন মৃত্যু করতালি,
অরণ্য-পর্ব্বতসহ সপ্ত পৃথ্বী তব
প্রলয়-তাণ্ডব-ছন্দে করি' রেণু রেণু,
ধূলিমুষ্টি সম
উড়াইয়া দিব আমি মহাশূন্যপথে !

উন্মাদের মত শ্যামলীর মৃতদেহ স্কন্ধে তুলিয়া
লইয়া চলিয়া গেলেন

দ্বিতীয় দৃশ্য

বন-পথ

সুব্রত একাকী যাইতেছিলেন

সুব্রত। দাঁওটা পাওয়া গেছে মন্দ নয়। মারুতে পারুলে,—বাস্,—একেবারে রাতারাতি বড়লোক! টাকাটা তো আর কম নয়!—এক হাজার স্বুবর্ণ-মুদ্রা। আমার চোদ্দ পুরুষেও কেউ কখনো এত টাকা এক জায়গায় দেখিনি! কিন্তু আজ তিন-চার দিন করে' এত খুঁজছি, অথচ কোন সন্ধানই তো পাচ্ছি না কোথাও! আচ্ছা, কোনো গণকঠাকুর তো ঝাঁ করে' খড়ি পেতে সন্ধানটা বলে দিতে পারে! তা হয়ত পারে,—কিন্তু এই বনের মাঝখানে গণক-ঠাকুরই বা পাই কোথায়? হায়,—হায়,—বাপ মা যদি আমায় ছেলেবেলায় আর কিছু না শিখিয়ে ঐ বিদ্যেটা শেখাত!

বনমালী সেই পথে আসিল

বনমালী। কি হে কর্ত্তা, পথের মাঝখানে খাড়া তালগাছের মত হাঁ করে' দাঁড়িয়ে ভাবছ কি?

সুব্রত। [বিরক্তির সহিত] যাই ভাবি না কেন, তোর সে খবরে কাজ কি রে ছোঁড়া?

বনমালী। আমার কাজ না থাকে না-ই থাক্, কিন্তু তোমার কাজও তো থাকতে পারে! তা' বেশ, তুমি না বল্‌তে চাও, না-ই বা বল্লে। কিন্তু আমি জানি তুমি কি ভাব্‌ছ।

সুব্রত। জানিস্—এ্যাঁ? আচ্ছা কই, বল্ দেখি আমি কি ভাবছি।

বনমালী। তুমি ভাব্‌ছ, একহাজার স্বর্ণ-মুদ্রার দাঁওটা মারা যায় কি করে'। কেমন,—ঠিক কি না?

সুব্রত। [মনে-মনে] তাই তো, আমার মনের কথা এ ছোঁড়া জান্‌লে কি করে' ?

বনমালী। তা'রপর তুমি ভাবছ, তোমার মনের কথা আমি জান্‌লুম কেমন করে' ! তাই কি না ?

সুব্রত। [মনে-মনে] তাই তো ! ছোঁড়াটা অবাক্ কর্‌লে যে ! [প্রকাশ্যে] হ্যাঁ, দেখ ছোক্‌রা, তুমি সব একেবারে হুবহু ঠিক বলেছ বাবা। তুমি বেশ ছেলে। বাঃ, কি সুন্দর তোমার চেহারাটি ! তোমাকে দেখেই আমার যেন কেমন ভালবাস্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে। আচ্ছা বাবা, আমি তোমাকে যা' জিজ্ঞেসা কর্‌ব, তুমি তা' বলে দিতে পার্‌বে ?

বনমালী। কেন পার্‌ব না ? খুব পার্‌ব।

(গীত)

সব পারি আমি, সকলি যে পারি, জগত চলিছে আমারি পারায়।
এ জগতে যেথা যা' কিছু ঘটিছে, ঘটিছে সকলি আমারি মায়ায়॥
আমি সকলেতে, সকলি আমাতে, আমা ছাড়া কিছু নাহিরে ;
যেথা যা' ঘটুক, কিছু নহে মোর এদু'টি আঁখির বাহিরে।
সকল দুঃখ, সব আনন্দ,—সকল মিলন সকল দ্বন্দ্ব,
জগৎ চলার সকল ছন্দ, স্পন্দিত সদা মোর ইসারায়॥

সুব্রত। বাঃ ! খুব বাহাদুর ছোক্‌রা তো তুমি ! তা বেশ বাবা, বেশ। এখন বলদিকি বাবা, আমাদের গান্ধারের রাণী আর রাজপুত্র কোথায় ?

বনমালী। এই পথ ধরে' বনের ভিতর দিয়ে বরাবর সোজা চলে যাও।

সুব্রত। আচ্ছা, গেলুম না-হয়।

বনমালী। খানিক দূর গেলেই দেখ্‌বে, তোমার ডানদিকে প্রকাণ্ড একটা শিমুল গাছ।

সুব্রত। আচ্ছা, তাই না-হয় দেখ্‌লুম।

জনৈক পথিক সেই পথে আসিল

পথিক। [সুব্রতর প্রতি] হঁ্যা মশাই, এই পথ দিয়ে গেলে কি গান্ধারে যাওয়া যা'বে?

বনমালী। সেই শিমুল গাছটা পার হয়ে—

সুব্রত। ওরে ছোঁড়া চুপ—চুপ—চুপ বাবা—চুপ। [পথিকের প্রতি] শুধু গান্ধারে কেন বাবা, এই পথ দিয়ে গেলে যমের বাড়ীতেও যাওয়া যা'বে। যাও। [মনে-মনে] ব্যাটা পথ জানবার আর লোক পেলে না!

সুব্রতর অকারণ বিরক্তিতে বিস্মিত হইয়া পথিক নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল

বনমালী। বাঁ দিকে যে সরু রাস্তাটা পাওয়া যা'বে—

সুব্রত। ওরে চুপ—চুপ—চুপ ব্যাটা—চুপ। [বনমালীর মুখ চাপিয়া ধরিল।]

বনমালী। [তথাপি বলিতে লাগিল] সেই রাস্তা দিয়ে বরাবর সোজা গেলেই—

সুব্রত। [অত্যন্ত বিব্রত হইয়া] চুপ আবাগের ব্যাটা—চুপ। [শেষে ক্রোধ সংবরণ করিতে না পারিয়া ছুটিয়া যাইয়া পথিকের গলা টিপিয়া ধরিয়া বলিল] হ্যাঁরে শালা, সণ্ডের মত খাড়া হয়ে এখানে দাঁড়িয়ে তুই কি শুন্‌ছিস্ বল্ তো? বেরো শালা,—বেরো বল্‌ছি শীগগির এখান থেকে। [গলা ধাক্কা দিল।]

পথিক। কেন বাপু, তুমি মিছামিছি আমাকে গলা-ধাক্কা দিচ্ছ?

সুব্রত। শুধু গলা-ধাক্কা দিচ্ছি, আর কিছু করিনি,—এই তোর বাবার

ভাগ্যি। ফের যদি তুই এখানে আর এক মুহূর্ত্তও দাঁড়িয়ে থাক্‌বি তো তোকে আমি খুন করব।

বনমালী। দেখ্‌বে কতকগুলি কাঠুরের বাড়ী—

সুব্রত। যা—যা—যা—যাঃ! সর্ব্বনাশ করলে ছোঁড়া'—সর্ব্বনাশ কর্‌লে। ওরে চুপ ব্যাটা,—চুপ। [ছুটিয়া যাইয়া বনমালীর মুখ টিপিয়া ধরিল]

পথিক। [মনে-মনে] আচ্ছা শালা, বাগে যদি কোনো দিন পাই তোমাকে, তবে এর শোধ তুল্‌ব আমি।

[চলিয়া গেল।

সুব্রত। বল বাবা,—বল। এইবার প্রাণ-ভরে বল। [বনমালীর মুখ হইতে হাত সরাইয়া লইল।]

বনমালী। বল্‌ব আর কি! সেই কাঠুরেদের বাড়ীর ধারে গেলেই দেখ্‌তে পা'বে তোমার রাণী আর রাজপুত্রকে।

সুব্রত। তা বেশ বাবা,—বেশ। বেঁচে থাক তুমি। কিন্তু যে ভোগানটা ভুগিয়েছ তুমি, তা'তে আমার কি ইচ্ছে হচ্ছে জান?

বনমালী। কি?

সুব্রত। তোমার কান দুটি ধরে' তোমার দুই গালে চারিটি চড় কসিয়ে দিই।

বনমালী। তা' তো দেবেই,—কলিকাল কি না! কলিকালের লোকে প্রত্যুপকার ওই রকম করে'ই করে' থাকে। আচ্ছা, এখন যদি আমি তোমার সেই এক হাজার স্বর্ণ-মুদ্রা থেকে কিছু ভাগ চাই?

সুব্রত। ছিঃ বাবা, তা' কি চাইতে আছে! তুমি ছেলেমানুষ টাকা নিয়ে তুমি কি কর্‌বে বাবা? যাও বাবা,—যাও। যে দিকে যাচ্ছিলে, সেই দিকে যাও। লক্ষ্মী আমার, সোনা আমার, যাদু

আমার, ধন আমার,—চল বাবা,—চল, আমি না-হয় কষ্ট করে' খানিক দূর তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসছি।

বনমালী। আমায় তোমার আর এগিয়ে দিতে হ'বে না, তা'র চেয়ে বরং চল, ঠিক জায়গায় আমি তোমাকে দেখিয়ে দিয়ে আস্‌ছি।

[উভয়ে চলিয়া গেল।

তৃতীয় দৃশ্য

দামোদরের কুটিরের বহির্ভাগ

মুরলা সত্যবতীর একখানি হাত ধরিয়া হিড়্ হিড়্ করিয়া টানিয়া লইয়া আসিল। উপাসনও পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া উপস্থিত হইল

মুরলা। হাড় হা-ভাতী, হতচ্ছাড়ী ডাইনী মাগী, আমি শুধু তোর পায়ে ধর্‌তে বাকী রেখেছি, তবু তোর এত অহঙ্কার যে, তুই আমাকে খড় গাছটাও জ্ঞান করিস্ না!— এঁ্যা কেন রে মাগী,—আমি কি এ বাড়ীর দাসী বাঁদী! বেরো,—বেরো আমার বাড়ী থেকে,— বেরো শীগ্‌গির।

সত্যবতী। তোমার কোনো কথারই তো অবাধ্য হয়নি মা! তুমি যা' বল্‌ছ, আমি তো তাই শুন্‌ছি।

মুরলা। শুন্‌ছিস! ওমা! কি অভাগ্যির দশা! কি পাহাড়ে মিথ্যেবাদী গো! এঁ্যা! বলি, শুন্‌ছিস্ যদি, তবে সুবিধে পেলেই আড়ালে দাঁড়িয়ে আমার কত্তার সঙ্গে অমন ফুস্‌র্ ফুস্‌র গুজুর-গুজুর্ করিস্ কেন রে মাগী? আমি বুঝি, বুঝি না কিছু,— না? আমি কি নেকীর পেটের কচি খুকী? আমি ঘাসে মুখ দিয়ে চরি?

সত্যবতী। ছি—ছি—মা! অমন কথা উচ্চারণ কর্‌লেও পাপ হয়! তোমার স্বামী রোজ সকালে উঠে 'মা' বলে এসে আমাকে প্রণাম করে। সারাদিনের মধ্যে তা'র সঙ্গে আমার সেই একবারটি মাত্র দেখা হয়। 'মা' বলে যদি কেউ প্রণাম করতে আসে, কেমন করে' তাকে বিমুখ করি মা!

মুরলা। না,—তা করবে কেন? আদর করে' দাড়ি ধরে' চুমু খাবে। বেরো—বেরো কালামুখী আমার বাড়ী থেকে। ফের যদি তুই আমার সদর দরজার এধারে পা দিস, তো ঝাঁটিয়ে আমি তোর বিষ ঝাড়্‌ব।

[চলিয়া গেল।

উপাসন। আমরা কোথায় আর যা'ব মা?

সত্যবতী। তা জানি না। তবে ভগবান আজ আমাদের আবার পথের বুকেই ডাক দিয়েছেন বাবা।

উপাসন। গীত

কোথা আছ হরি দেখা দাও।
সহেনা সহেনা এ ঘোর যাতনা,
তোমারি চরণে টেনে নাও।
শুনেছি যে তুমি প্রেম পারাবার
তোমার দয়ার নাহি কোনো পার,
মা যে মূঢ়মতি, আমি শিশু অতি
আমাদের পানে ফিরে চাও।

[সুব্রতর সহিত গীত-কণ্ঠে বনমালী আসিয়া উপস্থিত হইল]

বনমালী। গীত

তোদের পানে চাইতে না চায় এমন নিদয় কে আছে বল্।
চোখের দেখা না-ইবা পেলি, মনের দেখায় মোক্ষ-ফল

ঢের সয়েছিস্ দুখের জ্বালা
এবার তোদের সুখের পালা,
হরি নয় রে কানা-কালা,
ঘুচবে তোদের চোখের জল ॥
এমনি করে' ডাক্‌লে তাঁ'রে
সে কি রে আর থাক্‌তে পারে ?
হয় যে শেষে আস্‌তে তা'রে,
হোক না এই নিঠুর থল ॥

[সুব্রত সত্যবতীকে প্রণাম করিল]

সত্যবতী। [সুব্রতর প্রতি] তুমি কে বাবা ?

সুব্রত। আমাকে আপনি চিন্‌তে পারছেন না রাণী মা ?

সত্যবতী। একি ! সুব্রত ! তুমি এখানে কেমন করে' এলে বাবা ?

সুব্রত। সে অনেক কথা মা !—পরে শুন্‌বেন। এখন চলুন,—রাজরাণী ছিলেন, এইবার রাজমাতা হয়ে প্রজাপালন কর্‌বেন চলুন।

সত্যবতী। তুমি কি বল্‌ছ সুব্রত ? আমি যে তোমার কথা ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌ছি না বাবা !

সুব্রত। ওঃ হো ! আসল কথাটাই আপনাকে এখনও বলা হয় নি বটে ! আপনারই সন্তান শিবায়ন বিরাধনকে বিতাড়িত করে' রাজপুরী অধিকার করেছেন। কিন্তু তিনি সেখানে আপনাদের কোথাও দেখ্‌তে না পেয়ে অনুসন্ধানের জন্য চারিদিকে চর পাঠিয়েছেন। আমিও বেরিয়েছিলুম আপনাদের খোঁজে। ভাগ্যক্রমে দেখা পেয়ে গেছি।

সত্যবতী। ভগবান, যথার্থই তুমি করুণাময়। সুব্রত, গান্ধার কি শিবায়নের অধিকারে ?

সুব্রত। না মা, সমস্ত গান্ধার এখনও ঠিক সম্পূর্ণ তাঁর অধিকারে আসে নি। তবে, যুদ্ধ চল্‌ছে আমি দেখে এসেছি।

সত্যবতী। ঈশ্বর, ঐশ্বর্য্যের রত্নদীপ বিলাস কক্ষ থেকে দারিদ্র্যের অতল অন্ধকূপে নিক্ষেপ করেছিলে, আজ আবার অন্ধকূপ থেকে বিলাস-কক্ষে ডাক দিয়েছ তুমি। তা' দাও; কিন্তু শুধু এইটুকু আশীর্ব্বাদ কর' যেন কাঞ্চন ফেলে কাচ নিয়ে না ভুলে থাকি। বনমালী তোমার তো কেউ নেই,—তুমিও কেন চল না বাবা, আমাদের সঙ্গে।

বনমালী। আজ নয় মা। যাবার সময় যেদিন আস্‌বে, সেদিন তুমি না ডাক্‌লেও আমি নিশ্চয়ই তোমার কাছে যা'ব মা।

[চলিয়া গেল

সুব্রত। আর দেরী নয় মা।—আসুন আমার সঙ্গে। এই বনপথটুকু পার হ'লেই যান-বাহন যা' হোক একটা পাওয়া যা'বে। উপাসন দাদা আমার, আয় আমার কোলে আয় ভাই।

[উপাসনকে কোলে লইয়া সত্যবতীর সহিত চলিয়া গেল।

চতুর্থ দৃশ্য

রণস্থল—একপার্শ্ব

সশস্ত্র বিরাধন ও দীপ্তায়ুধ উপস্থিত হইলেন

বিরাধন। এই উপযুক্ত অবসর দীপ্তায়ুধ। বিশ্বস্ত চরের মুখে আমি সংবাদ পেয়েছি, শবর রাজ দাণ্ডিক নিহত, শ্যামলীর শোকে শিবায়ন অর্দ্ধোন্মাদ। সৈন্য চালনা কর্‌ছে একা শুধু বিশঙ্ক। এই আমাদের উপযুক্ত সুযোগ দীপ্তায়ুধ। দক্ষিণে তুমি, বামে বিরাগু আর মাঝখানে আমি,—এস তিন দিক থেকে আক্রমণ করে' ওদের পিষে ফেলি

দীপ্তায়ুধ। দক্ষিণে ঝড়, বামে বন্যা, মাঝখানে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গার! স্বয়ং দেবসেনাপতিরও সাধ্য নেই যে এ ব্যূহ ভেদ কর্‌তে পারে। আজকের এই আক্রমণই যেন আমাদের শেষ আক্রমণ হয় মহারাজ। আসুন, আজ আমরা এমন ভাবে যুদ্ধ করি, জয়। পরাজয় যেন আজকের সূর্য্যাস্তের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়।

[উভয়ে উত্তেজিত ভাবে চলিয়া গেলেন ।

উদ্‌ভ্রান্তভাবে শিবায়ন আসিয়া উপস্থিত হইলেন

শিবায়ন। থেমে গেছে বীণার ঝঙ্কার!
মুছে গেছে ইন্দ্রধনু আকাশের গায়।
ঝ'রে গেছে ফুলদল
বসন্তের প্রথম প্রভাতে!
জীবনের অকূল সমুদ্রে
নিবে গেছে সু-উজ্জ্বল ধ্রুব তারা মোর!
শ্যামলী—শ্যামলী—
কোথা গেলে—কোথা গেলে তুমি প্রিয়তমে!
কোথা কোন্ অজানিত দেশে
হ'ল তব জীবনের নব সূর্য্যোদয়?
কিংবা সেথা পার নাই উত্তরিতে আজো,
কঙ্কর-বন্ধুর পথে
চলিয়াছ একাকিনী সুদূর যাত্রিণী!
ফিরে কি আসিতে আর পার নাক তুমি?
কেন পারিবে না?
কে রাখিবে ধরিয়া তোমায়?

এস—এস ফিরে এসো ওগো অকরুণা,
তুমি ছাড়া কে বহিবে আর
দুর্ব্বিসহ জীবনের
এই মম সুদুর্ব্বহ ভার!

বেগে বিশঙ্ক আসিলেন

বিশঙ্ক। অনিবার্য্য পরাজয় আজি!
[সহসা শিবায়নকে তদবস্থায় দেখিয়া]
একি! বন্ধুবর!
একি হেরি বৈরাগ্য তোমার!
ছাড়ি রণ, উদাসীন উদ্ভ্রান্তের মত
একা তুমি ভ্রমিতেছ রণাঙ্গন মাঝে!

শিবায়ন। বিশঙ্ক—বিশঙ্ক—
মেরুদণ্ড মোর ভেঙ্গে গেছে ভাই,
শ্লথ হয়ে গেছে মোর সর্ব্বাঙ্গের স্নায়ু!
সোজা হয়ে আর আমি পারি না দাঁড়াতে।
অস্ত্র ধরি,
হেন শক্তি নাহি আর মণিবন্ধে মোর।

বিশঙ্ক। জানি বন্ধু,
শ্যামলীর তিরোধান
শেল সম বাজিয়াছে অন্তরে তোমার।
কিন্তু—

শিবায়ন। শ্যামলীর তিরোধান।
অন্ধ তুমি বন্ধুবর।
তিরোহিত হয়নি তো শ্যামলী আমার।

মোরে ছাড়ি' যাবে সে কোথায় ?
ওই,—ওই হের,—
প্রভাতের স্বর্ণালোকে—
ঝলকিছে অঙ্গদীপ্তি তা'র—
ওই—ওই হের দূরে সরসীর স্বচ্ছজলে,
জাগিতেছে তা'র
দু'টি কৃষ্ণ নয়নের রহস্য আভাস !
বর্ষার সজল মেঘে
উড়ে তা'র সুকোমল চূর্ণিত কুন্তল ।
পুষ্পে পুষ্পে উচ্ছ্বাসিছে
স্নিগ্ধ তা'র হাসির আলোক !
ধরণীর স্নেহের দুলালী।
ধরা ছাড়ি' কোথা' যা'বে চলি ?

বিশঙ্ক। [মনে মনে] একি !
এ যে হেরি উন্মাদের সমস্ত লক্ষণ !
[প্রকাশ্যে] বন্ধু—বন্ধু—

শিবায়ন। ওই'— ওই যে শ্যামলী,—
পর্ব্বত শিখরে বসি' হাস্যে মৃদু মৃদু !
ওই,—ওই হের—
চঞ্চলা দামিনীসম
মহুয়ার কুঞ্জবনে করে লুকোচুরি !
ওই,—ওই হের পুনঃ
নামি' স্বচ্ছ সরোবরে
দুই হস্তে উৎক্ষেপিয়া শীতল সলিল,

চঞ্চল বালিকা সম করে জল কেলি।
শ্যামলী—শ্যামলী—
জলস্থল, অরণ্য পর্ব্বত,—সর্ব্বত্র শ্যামলী!
আকাশ-অবনী জুড়ি
শ্যামলী ব্যতীত কোথা কিছু নাহি আর!
ওই,—ওই শোন,—
শ্যামলীর গীত-ধ্বনি নদীর কল্লোলে!
পাখীর কুজনে বাজে তা'রি কণ্ঠস্বর!
সমীরণে ভেসে আসে তাহারি নিঃশ্বাস!
প্রিয়তমে,
বাহুর বাহিরে কি গো র'বে চিরকাল?
এইবার—এইবার তোমা
নিশ্চয় বাঁধিব আমি ব্যগ্র বাহু-ডোরে।

উন্মত্তবৎ বাহু বিস্তার করিয়া ছুটিয়া যাইতে গেলেন, তৎক্ষণাৎ বিশঙ্ক তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন।

বিশঙ্ক। কর কি—কর কি বন্ধু—
কোথা যাও উন্মত্তের মত?
শক্তিমান যোদ্ধা তুমি;
অন্তরের দুর্ব্বলতা জয় কর বীর।
ফিরে আসুক স্বাভাবিক চৈতন্য তোমার।
হেন অস্থিরতা সাজে কি তোমারে কভু,—
বিজ্ঞ—সুধী তুমি!
শান্ত কর মন বন্ধুবর।

শিবায়ন। বিশঙ্ক—বিশঙ্ক—

মন মোর শান্ত হ'বে সেই দিন ভাই,
যেই দিন শ্যামলীর ফুল্ল মুখখানি
অন্তরের চিত্রপট হ'তে
মুছে যাবে চির তরে
বিস্মৃতির গাঢ় মসীলেপে ;
কিংবা যেই দিন
মৃত্যু সিন্ধু-স্নানে জুড়াইবে মোর
জীবনের সর্ব্বজ্বালা এ জন্মের মত।

বিশঙ্ক। সব বুঝি আমি।
কিন্তু বন্ধুবর অবুঝ নহে তো তুমি!
ভেবে দেখ মনে,
শোক করিবার তরে রহিয়াছে তব
সমগ্র জীবন-ভরা দীর্ঘ অবকাশ।
কিন্তু বন্ধু ওই হের—
তোমারই ইঙ্গিতে আজি
দ্বি সহস্র অমূল্য জীবন
নির্ব্বিচারে দেছে ঝাঁপ
উদ্বেলিত ভয়ঙ্কর রণ- সিন্ধু মাঝে।
তোমারি বিহনে
হের ঐ বিশৃঙ্খল সৈন্যদল তব
বহ্নিমুখে পতঙ্গের মত
দলে দলে অসহায় দিতেছে জীবন।

শিবায়ন। কি করিব বন্ধুবর? নিরুপায় আমি।
জয় যদি অসম্ভব,—বন্ধ কর রণ।

বিশঙ্ক। কি কহিলে তুমি ?—বন্ধ হোক রণ ?
বেশ তাই হবে বন্ধু। সেনাপতি তুমি,
উপেক্ষিব আমি এই আদেশ তোমার,
হেন শক্তি অনায়ত্ত [illegible]।
ভাল,—তা'ই হোক্ তবে।
দাঁড়াইয়া সুনির্জ্জন প্রান্তরের ধারে,
প্রেয়সীর মুখপদ্ম স্মরি'
কর তুমি ক্ষুদ্ধচিত্তে বিরহ-বিলাস।
মাতৃস্বরূপিণী তব
খুল্লতাত-পত্নী আর পিতৃব্য-তনয়
রহুক অজ্ঞাত দীন পথের ভিক্ষুক।
পিতামাতা তব দূর প্রেত-লোক হ'তে
তোমার মুখের পানে চাহি' অনিমিষ
শুষ্ক কণ্ঠ তৃষাতুর রহুক বসিয়া!
কিবা—কিবা ক্ষতি তাহে ?

শিবায়ন। বন্ধুবর,
মৃতেরে আঘাত করি' কিবা সার্থকতা ?
তুমি তো জান না প্রিয়,
কি যে ছিল এ জীবনে শ্যামলী আমার।

বিনায়ক আসিয়া উপস্থিত হইলেন

বিনায়ক। আর তুমিও জান না পুত্র,
কে সে ছিল এ জীবনে শ্যামলী আমার!
শিবায়ন—শিবায়ন—
সন্তান বিহীন মোর নিষ্ফল পিতৃত্ব

গেয়েছিল মুহূর্ত্তের তরে
আপন আত্মজা কন্যা.—হারানিধি তা'র।
কিন্তু হায়,—
তিমির রাত্রির শেষে
না জাগিতে তরুণ তপন,
ঘনাইয়া এল পুনঃ অকাল প্রদোষ ?
কিন্তু তবু—তবু পুত্র
অশ্রু কেহ দেখে নাই চক্ষু কোণে মোর।
আর তুমি—

শিবায়ন। অপদার্থ আমি
কিন্তু পিতা, কি কহিলে তুমি ?
আপন আত্মজা কন্যা শ্যামলী তোমার ?

বিনায়ক। হ্যাঁ পুত্র,
আপন আত্মজা কন্যা শ্যামলী আমার।
নিষ্ঠুরা নিয়তি
জীবনের পরিপূর্ণ সুখ
দেখাইয়া বিজলী ঝলকে
আবার কাড়িয়া নেছে চিরদিন তারে।

শিবায়ন। কই,
এ কথা তো এতদিন বল নাই তুমি !

বিনায়ক। পারিনি জানিতে পুত্র।

শিবায়ন। আজ তবে জানিলে কেমনে ?

বিনায়ক। মৃত্যুকালে মোর কাছে শবর দাণ্ডিক
দিয়া গেছে শ্যামলীর সর্ব্ব পরিচয়।

শিবায়ন। পিতা—পিতা...না-না, কিবা অপরাধ তব!
নিষ্ঠুর দাম্ভিক...না-না, কিবা দোষ তার!
ভগবান্—ভগবান্...
ওঃ!=নিষ্ঠুরা নিয়তি·· না-না...
উন্মাদ—আমি উন্মাদ—আমি উন্মাদ··

বিশঙ্ক। শান্ত হও বন্ধুবর,
নিষ্ফল এ উত্তেজনা তব।

বিনায়ক। সত্য বৎস, নিষ্ফল এ উত্তেজনা তব।
তা'র চেয়ে
সত্য যদি কোনোদিন
ভাল যদি বেসে থাক শ্যামলীরে মম,
তবে লহ, লহ প্রতিশোধ।
হৃদয়ের মর্ম্মান্তিক জ্বালা
নির্ব্বাপিত কর বৎস রক্তে বিরাঙের।

শিবায়ন। [সহসা চিৎকার করিয়া উঠিলেন]
বিরাঙ—বিরাঙ—!
ভাল কথা করালে স্মরণ...
বিরাঙ—বিরাঙ...!
ল'ব প্রতিশোধ—প্রতিশোধ...
এস বন্ধু—এস পিতা,—
ল'ব প্রতিশোধ—হবে দর্শক তোমরা।

[ঝড়ের মত বেগে শিবায়ন ছুটিয়া চলিয়া গেলেন। বিনায়ক ও বিশঙ্ক তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

পঞ্চম দৃশ্য

রণস্থল—অপর পার্শ্ব

দীপ্তায়ুধের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে বিশঙ্ক আসিলেন ও উভয়ে যুদ্ধ করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। পরে বিরাধের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে শিবায়ন আসিলেন ও উভয়ে যুদ্ধ করিতে করিতে চলিয়া গেলেন এবং অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই বিরাধের ছিন্ন মুণ্ড লইয়া পুনরায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন॥

শিবায়ন। হাঃ হাঃ হাঃ! প্রতিশোধ—প্রতিশোধ।
শ্যামলী—শ্যামলী—
চিরারাধ্যা হে দেবী আমার,
প্রেতলোকে থাকে যদি চেতনা তোমার,
তবে—তবে একবার চেয়ে দেখ প্রিয়ে,
কা'র ছিন্ন মুণ্ড তুলে করতলে মোর!
বিরাধন—বিরাধন—
এইবার সন্ধিক্ষণ জীবনে তোমার।

দূরে শর-সংযোজিত ধনু হস্তে বিরাধনকে দেখা গেল

বিরাধন। আমার নয় যুবক,—তোমার!

শরত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই কিন্তু বিষদ আসিয়া পশ্চাদ্দিক হইতে বিরাধনকে ছুরিকাঘাত করিলেন

বিষদ। না—না, বৃদ্ধ,—তোমারই।

বিরাধন। উঃ! কে? কে রে? [বিরাধনের হস্ত হইতে ধনুঃশর খসিয়া পড়িল।]

বিষদ। আপনারই প্রিয় শিষ্য, গুরুদেব। গুরুদক্ষিণাটা নিয়ে যান,—
[পুনঃ পুনঃ বিরাধনকে ছুরিকাঘাত করিতে লাগিলেন]।

বিরাধন। উঃ! দস্যু? যাই—যাই—গেলুম—

[ছুটিয়া পলাইলেন।

বিষদ। হাঃ হাঃ হাঃ ! মহারাজ, তৃপ্ত হোন্—তৃপ্ত হোন্—তৃপ্ত হোন্—

[উন্মত্তবৎ চলিয়া গেলেন

শিবায়ন। না—না—বিরাধন,

প্রাণ নিয়ে ফিরে যাওয়া হ'বে না তোমার।

[ছুটিয়া চলিয়া গেলেন।

বিনায়ক আসিয়া উপস্থিত হইলেন

বিনায়ক। ফুৎকারে জ্বালায়ে দিছি প্রলয়-বহ্নিরে,

দিগ্‌দাহী শিখায় তাহার আরক্ত আকাশ।

ধরিত্রীর স্নেহ নীড়ে উঠে আর্ত্তনাদ !

ছত্রভঙ্গ রাজ-সৈন্য, নিহত বিরাঙ—

বিশঙ্ক উপস্থিত হইলেন

বশঙ্ক বলদর্পী দীপ্তায়ুধ বন্দী মোর করে।

পলায়িত বিরাধন

শিবায়ন ছুটিয়াছে পশ্চাতে তাহার !

বিনায়ক। নহে শিবায়ন,--

মৃত্যু ধায় পশ্চাতে তাহার !

প্রতিহিংসা-পিপাসায় শুষ্ক জিহ্বা মোর,

আকণ্ঠ শোণিত পানে তৃপ্ত, তুষ্ট আজি।

কিন্তু সেনাপতি,

অশ্রু-সিক্ত অর্থহীন বিজয় মোদের।

অকরুণার নিয়তির উষ্ণশ্বাসে হায়,

একে একে নিবে যায় আশার প্রদীপ !

শ্যামলা গিয়াছে ছাড়ি' দূর দেবলোকে,

তা'রি শোকে অর্দ্ধোন্মাদ পুত্র শিবায়ন !

কি হইবে সিংহাসনে আর ?

কে হইবে রাজা ?
কি বলিব বীর, রাণী আর রাজপুত্রের
অগ্যাবধি নাহি হ'ল কোনই সন্ধান ।

উপাসনকে কোলে লইয়া সুব্রত ও সত্যবতী আসিয়া উপস্থিত হইলেন

সুব্রত । কেন হ'বে না ? ঈশ্বর কখনো একগুয়ে ন'ন্। এই দেখুন অমাত্য-প্রধান, আমাদের মা আর কুমার উপাসন ॥

বিনায়ক । মা—মা—মা—!
সত্য না এ স্বপ্ন ! সত্য কি গো এলি মাতা,
অমৃতের স্নিগ্ধ জ্যোতি মৃত্যু-অন্ধকারে !
শিবায়ন—শিবায়ন—এস—এস ফিরে,—
আপ্রলয় বিরাশন রহুক জীবিত,—
থাকি মোরা চিরদিন অজ্ঞাত আবাসে,—
হউক ভিক্ষান্ন মাত্র জীবিকা মোদের—
কোন ক্ষতি নাই,—
ধর্ম্মের সংগ্রামে আজি জয়-লক্ষ্মী নিজে
মাতৃরূপে সমাগত
সন্তানের আশীর্ব্বাদ তরে ।

শিবায়ন । [নেপথ্যে] তৃপ্ত হও—তৃপ্ত হও স্বর্গগতা পিতামাতা মোর ।

বিরাধনের ছিন্ন মুণ্ড হস্তে বেগে শিবায়ন আসিয়া উপস্থিত হইলেন

শিবায়ন । পিতা—পিতা—পূর্ণ আজি প্রতিজ্ঞা আমার,—
সুসম্পন্ন রণ জয় হ'ল এতক্ষণে ।
এই হের
আজন্ম শত্রুর তব শেষ পরিণাম ।

বিনায়ক। আর তুমিও নেহারো বৎস,
আশীর্ব্বাদ তরে ওই জয়লক্ষ্মী রূপে
কেবা আজি সমাগত সম্মুখে তোমার!

শিবায়ন। কে? কে?

বিনায়ক। মা! মা!
খুল্লতাত-পত্নী তব,—মাতা আমাদের।

শিবায়ন। [সত্যবতীর প্রতি] মা! মা! মা!
অনন্ত সৌভাগ্য
বুঝি আজি সুপ্রসন্ন চির ভাগ্যহীনে!
মা—মা—ভিক্ষুক সন্তান আমি
কি দিব মা উপহার চরণ-সরোজে,—
লও মা আমার,
জীবনের সাধনার শ্রেষ্ঠ লব্ধ ফল,—
স্বামী-ঘাতী-ছিন্ন-শির প্রণাম-দক্ষিণা।

বিরাধনের ছিন্ন শির সত্যবতীর
পদপ্রান্তে রাখিয়া প্রণাম
করিলেন।

যবনিকা